কাচে ঢাকা হিরে

রূপক সাহা

সাহিত্যম্ ।। কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

ভূমিকা

গোয়েন্দা কালকেতু নন্দীকে নিয়ে একটা সময় প্রচুর গল্প লিখেছিলাম 'আনন্দমেলা' পত্রিকায়। তার রহস্যভেদের কাহিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মাঝে কয়েকটা বছর অন্য ধরনের লেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কালকেতুকে নিয়ে ভাবার সময় পাইনি। তবুও কোনও পার্টি বা অনুষ্ঠানে গেলে প্রায়ই একটা প্রশ্ন শুনতাম, 'গোয়েন্দা কালকেতুকে নিয়ে আপনি আর কিছু লিখছেন না কেন?' এই প্রশ্নটা যাঁরা করতেন, তাঁদের অনেকের বয়সই পঞ্চাশের কাছাকাছি এবং বিভিন্ন পেশায় তাঁরা বেশ সফল। প্রশ্নটা শুনে তখন একটু অবাকই হতাম। কালকেতুর কথা এখনও তা হলে অনেকে ভোলেননি!

আদতে কালকেতু সাংবাদিক। তাকে মনে রাখার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। প্রচুর যোগাযোগের কারণে সে চটজলদি রহস্যভেদ করে দিতে পারে। তাকে নিয়ে প্রথম গল্প, 'মহারাজের আংটি চুরি'। মহারাজ মানে ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। জন্মদিনের পার্টিতে তাঁর হিরের আংটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। কালকেতু সেই আংটি উদ্ধার করে দেয়। আরেকটা গল্প 'ফালটুস'। বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা ব্যাট উধাও হয়ে যায়। এই সেই ব্যাট, যা দিয়ে তিনি আর ভিনু মাঁকড় বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। হংকংয়ের একটা দুষ্টচক্র সেই ব্যাট চুরি করেছিল, আন্তর্জাতিক নিলামে বিক্রি করার জন্য। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে কালকেতু ফিরিয়ে আনে সেই মূল্যবান ব্যাটটি।

বেটিং বা ম্যাচ ফিক্সিং সম্পর্কে যখন কারও কোনও ধারণাই ছিল না, তখন এই কালকেতু নন্দীই প্রথম ধরে ফেলেছিল, ক্রিকেটে প্রচুর টাকার খেলা চলে। সেই কাহিনিটার নাম 'কিরকেট'। আরেকটা গল্প, 'রামপলের অন্তর্ধান রহস্য'। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ইডেনে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছে। তাদের একজন খেলোয়াড় রামপল হঠাৎ প্র্যাকটিসের পর নিখোঁজ হয়ে যায়। সবাই যখন ধরে নিয়েছেন, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, তখন এই কালকেতুই রামপলকে খুঁজে নিয়ে আসে। আসলে

রামপলের এক পূর্বপুরুষ একশো বছর আগে কুমারটুলি অঞ্চল থেকে চলে গিয়েছিলেন আফ্রিকায়। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। রামপল গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল তার আত্মীয়দের সঙ্গে।

কালকেতুর যে কীর্তি খুব সাড়া জাগিয়েছিল, সেটি হল 'মারাদোনার দোষ নেই'। আমেরিকা বিশ্বকাপে ডোপের দায়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন ডিয়েগো মারাদোনা। সত্যিই কি তিনি জেনেশুনে ডোপ করেছিলেন? নাকি তাঁকে বেইজ্জত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল? আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করতে গিয়ে কালকেতু সেই রহস্যটা ভেদ করেছিল। আসলে খেলার জগতে প্রচুর টাকাপয়সা এসে গিয়েছে। নানা ধরনের অপরাধ হচ্ছে এখন। একমাত্র কালকেতুই পারে, নির্দোষের পাশে দাঁড়াতে এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করতে। এই কারণেই সে অন্য গোয়েন্দাদের থেকে আলাদা।

কালকেতুর আগের গল্পগুলোতে তার সহযোগী ছিল লালবাজারের পুলিশ অফিসার সুদীশ নাগ। এবার তার তদন্তে সাহায্যকারী আইনজীবী বন্ধু জয়ন্তনারায়ণ। বহরমপুরের ছেলে স্ট্যালোনকে জেলের ভিতর দেখেই কালকেতু বুঝতে পেরেছিল, সে অপরাধ করেনি। তাই সে নিজেই জয়ন্তনারায়ণকে নিয়ে তদন্তে যায় বহরমপুরে। পাশাপাশি, জেলের ভিতর বক্সিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সে স্ট্যালোনের হাতে গ্লাভসও তুলে দেয়। জেলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মাঝে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিল। ফের বক্সিংয়ে ফিরে আসতে পেরে স্ট্যালোন নতুন জীবনের সন্ধান পায়। এই উপন্যাস লেখার আগে কারা বিভাগের আইজি রণবীরকুমার খুব সাহায্য করেছিলেন। তিনি অনুমতি না দিলে দমদম সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে যাওয়ার সুযোগই পেতাম না। তিনি ছাড়া কারা বিভাগের অফিসার প্রসেনজিৎ কোলের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

রূপক সাহা
সিএমডিএ হাউসিং
৩৯এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড
গল্ফ গ্রিন, কলকাতা ৭০০ ০৯৫

সল্ট লেকের ইস্টার্ন জোন কালচারাল সেন্টার থেকে বেরচ্ছিল কালকেতু। ভিড়ের মাঝে কে যেন ওকে ডাকল, 'এই কেতু, দাঁড়া।' ওকে কেতু বলে ডাকার মতো লোক এখন প্রায় নেই বললেই চলে। ঘাড় ঘুরিয়ে কালকেতু দেখল... রাহুল সিনহা। ওর স্কুলের বন্ধু। সম্পর্কটা যত ছোটবেলার হয়, ততই টেঁকসই হয়। তার উপর ফুটবলের সুবাদে একটা সময় ওদের মধ্যে বন্ধুত্বটা খুব গভীর ছিল। স্কুল টিমে দু'জনেই খেলত স্ট্রাইকার পজিশনে। দু'জনেই গোল করায় খুব দক্ষ ছিল। ওদের জুটির নামই হয়ে গিয়েছিল রাহু-কেতু। যে টিমের উপর দৃষ্টি দেবে, সেই টিম শেষ! শুনে ওরা দু'জন তখন খুব মজা পেত।

রোববারের সকালে সাধারণত কোথাও বেরতে চায় না কালকেতু। কিন্তু, ইজেডসিস-তে 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকটা দেখার জন্য ওকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অরিন্দম মিত্র। আইজি, কারেকশনাল সার্ভিসেস। অরিন্দমদা হলেন ওর স্ত্রী ফুল্লরার পিসতুতো দাদা। উনি বলেছিলেন, নাটকের অভিনেতারা নাকি সবাই সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী। তাদের মধ্যে নাইজেল বলে এক লাইফার নাকি দারুণ অ্যাক্টিং করছে। শুনে নেচে উঠেছিল ফুল্লরা। সেই কারণেই, গল্‌ফগ্রিন থেকে... অতদূরে সল্ট লেকের ওই হল-এ নাটকটা দেখতে এসেছে কালকেতু। রাহুলকে দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল কালকেতু। প্রায় আট-ন'বছর পরে দেখা। শেষবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্কুলের প্রাক্তনীদের সম্মিলনীতে। ওদের রাহু-কেতু জুটি প্রাক্তন ছাত্রদের হয়ে একটা প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচও খেলেছিল স্কুলের মাঠে। তখন রাহুল বলেছিল, মিসলেনিয়াস সার্ভিস্-এর পরীক্ষা দিয়ে ও সরকারী চাকরি করছে। ওর পোস্টিং আসানসোল জেলে। হেডস্যারের আমন্ত্রণে অতদূর থেকে ও এসেছিল, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ফের দেখা হবে বলে। রাহুল তখন বলেছিল, এখন অবশ্য আর কেউ জেল বলে না। কারেকশনাল হোম... সংশোধনাগার।

BanglaBook.org

স্কুলের সেই অনুষ্ঠানের দিন হলুদ রঙের খুব সুন্দর একটা টি-শার্ট পরে এসেছিল রাহুল। আজ ওর গায়ে সরকারী খাঁকি উর্দি। কাঁধে পিতলের ব্যাজ, ডবলিউবিজে লেখা এবং অশোকস্তম্ভ। মাথায় টুপি। খুব হ্যান্ডসাম লাগছে ওকে দেখতে। অনুষ্ঠানটা জেলবন্দিদের। সেই কারণেই হয়তো সরকারী পোশাকে হাজির হয়েছে। বদলি হয়ে রাহুল কি তা হলে এখন কলকাতায় চলে এসেছে? নাকি আসানসোল থেকে ও এসেছে স্রেফ নাটক দেখতে? ওর পাশেই দাঁড়িয়ে সুন্দরী এক মহিলা। মুখোমুখি হতেই হাসিমুখে কালকেতু বলল, 'কলকাতায় রাহুর দৃষ্টি পড়েছে তা হলে।'

শুনে হো হো করে হেসে রাহুল বলল, 'ঠিক কলকাতায় নয়। দমদমে... দমদম সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমে। মাস ছয়েক আগে বদলি হয়ে এসেছি। যাক গে, আগে তোর সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে রঞ্জনা। পেশায় ডাক্তার। একটা সময় এর ঠিকানা ছিল আসানসোল জেল। এখন আমার কোয়ার্টার আলো করে রয়েছে।'

রঞ্জনা জেলে ছিল মানে? জেলে চাকরি করত নাকি? না, অন্য কারণে? হেঁয়ালিটা ঠিক বুঝতে পারল না কালকেতু। তবুও, কোনও প্রশ্ন না করে ও রাহুল আর রঞ্জনার সঙ্গে ফুল্লরার পরিচয় করিয়ে দিল। হাঁটতে হাঁটতে সবাই গেট থেকে বেরিয়ে আসার পর রাহুল বলল, 'কালকেতু, তুই আমার কোনও খোঁজ রাখিস না বটে, আমি কিন্তু তোর লেখা নিয়মিত কাগজে পড়ি। টিভিতে খেলা নিয়ে তোর অ্যানালিসিসও আমার খুব ভাল লাগে। রঞ্জনাকে প্রায়ই তোর কথা বলি। তোর জন্য খুব গর্ব হয় রে। স্কুলে পড়ার সময় কিন্তু, ভাবতে পারিনি, তুই এত বড় সাংবাদিক হবি।'

শুনে মিটিমিটি হাসতে লাগল কালকেতু। স্কুলে রাহুল বলত, বড় হয়ে ও পুলিশ অফিসার হবে। পুলিশে চাকরি পায়নি বটে, কিন্তু সরকারী প্রশাসনেই আছে। জেলার হওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি? কী মনে পড়ায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাহুল ফের বলল, 'হ্যাঁরে, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব? জেলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে রিসেন্টলি একটা উপন্যাস পড়লাম। সুন্দরবন নিয়ে। লেখকের নাম কালকেতু নন্দী। উপন্যাসটা কি তোরই লেখা, না কি আরেকজন কালকেতু নন্দী আছেন?'

BanglaBook.org

এই ভুলটা অনেকেই করেন। যেন সাংবাদিকরা সাহিত্যিক হতে পারেন না। কালকেতু বলল, 'ওটা আমারই লেখা। কেমন লাগল রে?'

'দারুণ। তোর ভিতর যে এই ক্ষমতাটাও আছে, জানতাম না ভাই। তোর লেখা অনেক বই তাহলে রঞ্জনা পড়ে ফেলেছে। তুই আরও বেশি করে লেখ।'

সাংবাদিকতার পেশায় থেকে বেশি করে সাহিত্যচর্চা যে সম্ভব নয়, সে কথা রাহুলকে বলে কোনও লাভ নেই। লেখার জন্য সময় বের করা যায় না।... বেলা প্রায় একটা বাজে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কালকেতু এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজ করতে লাগল। নিজের গাড়ি আনতে পারেনি। গিয়ারে প্রবলেম। তাই ট্যাক্সি করেই ও সল্ট লেকে এসেছে। মনে মনে ও হিসেব করে নিল, ইস্টার্ন বাইপাস ফাঁকা থাকলেও গল্ফ গ্রিন পৌঁছতে ওদের প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। আর দেরি করা উচিত নয়। কালকেতু তাই বলল, 'থ্যাঙ্কস রাহুল। আজ চলি রে। পরে কোনওদিন একটা দিন আড্ডা মারা যাবে।'

রাহুল বলল, 'চলি মানে? তোদের যেতে দিচ্ছে কে? তোরা আমার সঙ্গে আমাদের কোয়ার্টারে যাবি। লাঞ্চ করে... খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে... বিকেলবেলায় জেলের ভিতরটা এক চক্কর দিয়ে তার পর সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরবি।'

BanglaBook.org

কালকেতু বলল, 'আজ নয় রে। অন্যদিন আসা যাবে।'

'শোন ভাই, তুই হচ্ছিস লেখক। জেলের ভিতর এমন অনেক ক্যারেক্টর পাবি, যাদের কখনও দেখার সৌভাগ্য তোর হয়নি। বন্দিদের সঙ্গে কথা বললে... লেখার অনেক খোরাক তুই পাবি।'

রঞ্জনাও অনুরোধ করল, 'চলুন না কালকেতুদা। জানি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু, আজ তো ছুটির দিন। আপনার কাছে আমারও কিছু জানার আছে। আপনার লেখা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করব।'

এই সময় ফুল্লরাও বলল, 'এরা এত করে বলছে যখন, তখন চলোই না। জেলের ভিতরটা কেমন হয়, একবার দেখে আসি।'

উৎসাহ পেয়ে রাহুল বলল, 'দমদম সেন্ট্রাল জেল তো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ভিআইপি রোড আর যশোর রোড দিয়ে

গেলে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে যাব। জেলের গায়েই আমাদের কোয়ার্টার। বারান্দা থেকেই জেলের ভিতরটা দেখা যায়।'

ফুল্লরার কথা ভেবে কালকেতু আর না করতে পারল না। ইচ্ছে করলে ও যে-কোনওদিন দমদম সেন্ট্রাল জেলে চলে যেতে পারে, কিন্তু, ফুল্লরার পক্ষে আর হয়তো আসা সম্ভবই হবে না। ও দক্ষিণ কলকাতার নামী একটা কলেজে পড়ায়। সেইসঙ্গে রিসার্চও চালিয়ে যাচ্ছে। দমদমের দিকে ফের আসার সময় কবে পাবে, কে জানে? সেকথা ভেবে ও বলল, 'চল তা হলে।'

একটু দূরেই ফুটপাতের গা ঘেঁষে রাহুলের কোয়ালিস গাড়ি দাঁড়ানো। তাতে সবাই উঠে পড়ল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাহুল গল্প করতে লাগল, জেলে কী ধরনের লোক থাকে। কত রকম অপরাধ করে তারা আসে। অপরাধীদের সংশোধনের জন্য এখন কত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সে কথাও বলতে লাগল রাহুল। বন্দিদের নাটক করতে দেওয়া তারই অঙ্গ। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলে। সাহেবদের আমলে তৈরি জেল। বাস রাস্তা থেকে খানিকটা ভিতরে। অফিস যাওয়ার সময় প্রায়ই আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলের পাশ দিয়ে কালকেতুকে যেতে হয়। সেটা ট্রাম লাইনের গায়ে। গেটের সামনে কখনও সখনও বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনদের ভিড় ওর চোখে পড়ে। কিন্তু, আজ এখানে জেলের সামনেটা একেবারে ফাঁকা। কেন, তা জানতে চাওয়ায় রাহুল বলল, রবিবার নাকি ভিজিটরদের আসতে দেওয়া হয় না। ফুল্লরাকে নিয়ে রঞ্জনা কোয়ার্টারের ভিতর চলে গেল। রাহুল তখন বলল, 'চল, একবার অফিসে ঢুঁ মেরে আসি। সকালের দিকে অনেকটা সময় ছিলাম না। একবার রাউন্ড মারা দরকার।'

বিশাল গেট দিয়ে জেলের ভিতরে ঢুকতেই কালকেতু দেখল, ডানদিকে বিরাট অফিস ঘর। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই অফিস ঘরে ঢুকতে হয়। দরজার সামনেই ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন। রাহুলকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার, আপনাকে অনেকবার ফোন করেছি। ফোনটা কি বন্ধ করে রেখেছিলেন?'

রাহুল বলল, 'হ্যাঁ। নাটক দেখছিলাম। কেন, কোনও প্রবলেম হয়েছে নাকি?'

BanglaBook.org

'মারাত্মক প্রবলেম। লাঞ্চের সময় দু'দলের মধ্যে মারপিট হয়ে গিয়েছে স্যার। ইনজিওর্ড হয়ে মোগোল এখন আরজিকর হসপিটালে।'

'মারপিটটা কার সঙ্গে হল বিনয়বাবু? ফের স্ট্যালোনের সঙ্গে নাকি?'

বিনয়বাবু বলে ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক তাই। আপনি তো জানেন স্যার, স্ট্যালোন কী ডেঞ্জারাস টাইপের। এমন মেরেছে যে, মোগোলের মনে হয় চোয়াল ভেঙে গেছে। আমাদের ডাক্তার চন্দ্রশেখরবাবু বললেন, অপারেশন করাতে হবে।'

'স্ট্যালোন এখন কোথায়?

'আপনার ঘরে বসিয়ে রেখেছি স্যার। ভাল কথা বলছি, ওকে আলিপুরে পাঠিয়ে দিন। এই উৎপাত এখানে আর রাখবেন না। মোগোলের ছেলেরা ওকে একা পেলে কিন্তু মেরে ফেলবে।'

শুনে রাহুল ধমক দিল, 'চুপ করুন। কী করব, আমি জানি।' কথাটা বলেই ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। ঘরে ঢোকার আগে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই আয় কালকেতু।'

ঘরে ঢুকে কালকেতু দেখল, খালি গায়ে মাথা নিচু করে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জামাটা কোমরে গোঁজা রয়েছে। ছেলেটার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। গায়ের রং কালো, মাথায় একঝাঁক কোঁকড়া চুল। এই ছেলেটার নামই তা হলে স্ট্যালোন! দেখে মনেই হয় না, অপরাধ জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে। বরং শরীরের পেশিগুলো বলে দেয়, ছেলেটা একসময় খেলাধুলো করত। চোখের নীচে একটা ক্ষতচিহ্ন। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। পাঁজরের কাছে দু'টো জায়গায় কালশিটে দাগ। মুখের দিকে তাকাতেই কালকেতু চমকে উঠল। এই স্ট্যালোন ছেলেটাকে ও আগে কোথায় যেন দেখেছে! কারও সঙ্গে একবার পরিচয় হলে ও চট করে ভোলে না। কিন্তু, অনেক চেষ্টা করেও নামটা ও মনে করতে পারল না।

BanglaBook.org

দুই

'তোমাকে বলেছিলাম না, কোনও ঝামেলায় জড়াবে না? ফের কেন জড়ালে স্ট্যালোন?'

কড়া গলায় জানতে চাইল রাহুল। ছেলেটা কোনও উত্তর দিল না। মুখ গোঁজ করে রইল। যেন কোনও কথা ওর কানে ঢুকছে না। দেখে আরও রেগে গেল রাহুল। চিৎকার করে বলল, 'স্পিক আউট স্ট্যালোন। তুমি কী মনে করেছ, কারেকশনাল হোমে এসে তুমি গুণ্ডামি চালিয়ে যাবে, আর আমাকে সেটা সহ্য করতে হবে? আগেরবার ওয়ার্নিং দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখনই তোমার এগেনস্টে আমার স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আর নয়। বলো কী হয়েছে? কেন মারপিট হল?'

স্ট্যালোন একবার মুখ তুলে রাহুলের দিকে তাকিয়েই ফের নামিয়ে নিল। ঘরে যে আরও লোকজন ঢুকে এসেছে, কালকেতু তা খেয়াল করেনি। বাঁ দিকে দু'তিনটে অল্পবয়সি ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বোধহয় ওরাও মারপিটে অংশ নিয়েছিল। গাড়িতে করে আসার সময় রাহুল বলছিল, জেলে দু'ধরনের বন্দি থাকে। এক, যাদের সাজা হয়ে গিয়েছে। তাদের বলা হয় সাজাওয়ালা। দুই, আন্ডার ট্রায়াল। অর্থাৎ কি না, আদালতে যাদের বিচার চলছে। সেটা বোঝা যায়, পোশাক দেখে। স্ট্যালোনের পরনে সাদা পায়জামা। তার মানে, ও সাজাওয়ালা। আর অল্পবয়সি ছেলেগুলোর গায়ে সাধারণ পোশাক। যার অর্থ, ওরা জেল হাজতে রয়েছে। অপরাধ জগতের নানা গোষ্ঠীর দুষ্কৃতি এসে জড়ো হয় জেলে। বাইরের হিসেব নিকেশ অনেকেই মিটিয়ে নেয় জেলের ভিতর। প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। রাহুলের পক্ষে স্বস্তিজনক চাকরি নয় এটা। হয়তো স্ট্যালোন আর মোগোলের মারপিটটা হয়েছে কোনও একটা তুচ্ছ ঘটনা থেকে। কারণটা পরে জেনে নেবে, ভেবে কালকেতু চেয়ারে বসে ঘরের ভিতরটায় একবার দ্রুত চোখ বোলাল।

ইংরেজ আমলে তৈরি অফিস-কাছারি যে রকম বিরাট বিরাট হয়, দমদমের জেলও সেই রকম। একদিকে দেওয়াল জুড়ে প্রচুর টিভি সেট।

BanglaBook.org

নিশ্চয় ক্লোজ সার্কিট টিভি বসানো আছে। এই ঘর থেকে নজর রাখা হয় জেলের বিভিন্ন প্রান্তে। কালকেতুর মনে পড়ল, বছর কয়েক আগে এই জেলের পাঁচিল টপকে কয়েকজন বন্দি পালানোর চেষ্টা করেছিল। সেই খবর ওদের কাগজে বড় করে ছাপা হয়েছিল। তার পর থেকে সম্ভবত নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। ইচ্ছে করলে, রাহুল এক্ষুনি মনিটর করে টিভি সেট থেকে জেনে নিতে পারে, ঠিক কীভাবে মারপিট শুরু হয়েছিল। কিন্তু, ও স্ট্যালোনকেই ভয় দেখাতে লাগল। মারপিটের কারণটা জানতে পারলে একটা খবরও হয়ে যেতে পারে। এটা অবশ্যই একটা তুচ্ছ ঘটনা নয়। কেননা, একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

রাহুল অতবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও স্ট্যালোন কোনও উত্তর দিচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে ও অন্য ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়ল, 'এই তোরা বল তো, কী হয়েছিল? সত্যি কথা বলবি।'

ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে কী যেন বলতে শুরু করল। শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ল রাহুলের। ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'চোপ।'

ওর গলার আওয়াজ সম্ভবত বাইরেও গিয়েছিল। বিনয়বাবু দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে এলেন। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তিনি বললেন, 'এইমাত্তর ম্যাডাম আপনাকে ফোন করেছিলেন স্যার। আপনাদের দু'জনকে কোয়ার্টারে যেতে বললেন। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এদের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আপনি যান, আমি দেখছি।'

পাত্তা না দিয়ে রাহুল বলল, 'ম্যাডামকে ফোন করে বলুন, আমি একটু পরে যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, এদের বের করে নিয়ে যান। যাওয়ার আগে ক্লোজ সার্কিট টিভিটা চালু করে দিন। আমি দেখতে চাই, অ্যাকচুয়ালি কী ঘটেছিল। মারপিটটাই বা কেন হল?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ঘটনাটা ঘটেছে, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার মধ্যে। ক্যান্টিনের কাছে স্যার। দাঁড়ান, রিওয়াইন্ড করে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি।' কথাটা বলেই বিনয়বাবু সঙ্গেসঙ্গে সুইচ বোর্ডের কাছে গেলেন। তার পর উনি কয়েকটা সুইচ অন করতেই... দেওয়ালের ধারে রাখা টিভির পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। জেলের নানা

BanglaBook.org

অংশের ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই কালকেতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বিরাট একটা মাঠ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে সেখানে ফুটবল খেলছে কয়েকজন। কয়েকজন দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। জেলের ভিতরটা দেখার জন্য ওর মারাত্মক কৌতূহল হল।

সেই সময় বিনয়বাবু বললেন, 'আপনি তিন নম্বর সুইচটা অন করে দেবেন স্যার। তা হলেই সব দেখতে পাবেন।'

স্ট্যালোন আর অন্য তিনটে ছেলেকে নিয়ে বিনয়বাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর রাহুল বলল, 'এখানে জেলের ভিতর একটা ক্যান্টিন আছে। বন্দিদের কয়েকজন মিলে একটা কোঅপারেটিভের মতো করেছে। ওরাই সেটা চালায়। ওখানে সব রকম ফাস্টফুড পাওয়া যায়। ইউনিক একটা দোকান। অন্য কোনও জেলে নেই। ইডলি ধোসা থেকে শুরু করে রোল বা স্যান্ডউইচ...হলদিরামের ভুজিয়ার প্যাকেট থেকে ব্রিটানিয়া বিস্কুট...চকোলেট থেকে আমূলের ঠান্ডা দই...তুই সব পাবি। ইচ্ছে করলে প্রিজনাররা সেখান থেকে যে কোনও জিনিস কিনে খেতে পারে।' শুনে কালকেতু বলল, 'বাহ! ক্যান্টিনটা একবার দেখে যেতে হবে তো তা হলে। কিন্তু প্রিজনাররা টাকা পয়সা পায় কোথায়? বাড়ির লোক দিয়ে যায় নাকি?'

'যাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, এখানে কাজ করে তারা দৈনিক কিছু রোজগার করে। কুড়ি থেকে ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ টাকার মতো। সেই টাকা থেকে জিনিস কিনে খায়। টাকাটা আমরা হাতে দিই না। তার বদলে কুপন দিই। আমার মনে হয়, আজ খাবার কেনা নিয়েই গণ্ডগোলটা বেঁধেছিল মোগোলের সঙ্গে।'

'এই মোগোল ছেলেটা কে রাহুল?'

'পার্ক সার্কাস এরিয়ার ডন। ওর এগেনস্টে তিনটে মার্ডার কেস আছে। পুলিশ একের পর এক কেসে চার্জশিট দিচ্ছে। যা মনে হয়, সাজা হলে জেল থেকে মোগোল আর কোনওদিনই বেরতে পারবে না। জেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে ভাই। যার বিরুদ্ধে যত বেশি মার্ডার কেস, সে তত বেশি খাতির পায়। মোগোল ছেলেটা বস টাইপের। এতদিন অন্য সাজাওয়ালারা মোগোলকে বেশ ভয় করত। কিন্তু এই

BanglaBook.org

স্ট্যালোন ছেলেটা আসার পরই ওর দাপট কমেছে। স্ট্যালোন ওর অথরিটি চ্যালেঞ্জ করছে। মোগোলের রাগটা সেই কারণেই। এর আগে দু'জনের মধ্যে কয়েকবার খুচখাচ ঝামেলা হয়েছে। আমি সে সব সামলে নিয়েছি। আজ একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'স্ট্যালোন ছেলেটা কোত্থেকে এসেছে রে?'

'বহরমপুর জেল থেকে। এই তো...মাস ছয়েক আগে। আসানসোল জেল থেকে আমি যেদিন এখানে জয়েন করলাম, তার ঠিক পরদিন ও ট্রান্সফার হয়ে এসেছে।'

'ওর এগেনস্টে কী চার্জ ছিল?'

'কিডন্যাপিং আর খুন। স্ট্যালোন কিন্তু লাইফার। চোদ্দো-পনেরো বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে খুন করার অভিযোগ। সারা জীবন সাজা ভোগ করতে হবে ওকে।'

'ছেলেটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, খুন করতে পারে।'

'আমিও সেটা বিশ্বাস করি। কিন্তু, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। কী আর করা যাবে? জুডিসিয়ারি প্রমাণ ছাড়া এক পাও এগোয় না।

একটু আগে নিজের চোখেই তো দেখলি। এতবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললই না স্ট্যালোন। আমি শুনেছি, ট্রায়ালের সময় জজসাহেব নাকি ওকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিজের স্বপক্ষে যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তা হলে বলতে পারো। কিন্তু, তখনও ও চুপ করে ছিল। অদ্ভুত টাইপের ছেলে। আমি নিশ্চিত জানি, আজ মোগোল ওকে খুঁচিয়েছে। না হলে মারপিটে ও নিজেকে জড়াত না।'

'দোষটা যদি মোগোলের হয়, তা হলে স্ট্যালোনকে তুই ধমকালি কেন?'

'বকলাম এই কারণে যে, ছেলেটাকে আমি খুব পছন্দ করি। এই যে আসার সময় তোকে আমি বলছিলাম না, জেলে অনেক রকম চরিত্র পাবি, যাদের নিয়ে লেখা যায়। এই ছেলেটা হল তাদের একজন। এর লাইফ নিয়ে তুই একটা উপন্যাস লিখতে পারিস। কোয়াইট আ

BanglaBook.org

ক্যারেক্টার। কিন্তু তার আগে...দাঁড়া, সিসিটিভি-তে আগে দেখে নিই, ক্যান্টিনের সামনে ঠিক কী ঘটেছিল। না হলে কোয়ার্টারে গিয়ে আমি শান্তি পাব না।'

দেওয়ালের সামনে টিভি সেটগুলোর দিকে নজর দিল রাহুল। তিন নম্বর সুইচ ও অন করতেই ক্যান্টিনের ছবিটা পর্দার সামনে ভেসে উঠল। দু'জনের মধ্যে মারপিট হচ্ছে। আশপাশে অনেক বন্দি ভিড় করে আছে। পর্দায় স্ট্যালোনকে দেখেই চিনতে পারল কালকেতু। ওর সঙ্গে যে লড়ছে, সে বয়সে ওর থেকে অনেক বড়। চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাঝারি ধরনের হাইট। মুখ দেখেই কালকেতুর মনে হল, নিষ্ঠুর টাইপের। লড়াইটা কয়েক সেকেন্ড দেখে ও অবাক হয়ে গেল। স্ট্যালোন পাঞ্চ করছে, একেবারে বক্সারদের স্টাইলে। স্টান্স আর ফুটওয়ার্কও বক্সারদের মতো। ও দ্রুত কয়েকটা রাইট অ্যান্ড লেফট মারল। তার পর মোগোলের শরীরের ভিতর ঢুকে গিয়ে নিচু হয়ে একেবারে নকআউট পাঞ্চ। ঘুসিটা গিয়ে লাগল মোগোলের চোয়ালে। টলতে টলতে মোগোল পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে। তার পর ধপাস করে জমিতে পড়ে গেল। এক মিনিটের ফুটেজ দেখেই, কালকেতু বুঝে গেল স্ট্যালোন বলে ছেলেটা অবশ্যই বক্সিং শিখত।

পর্দায় মোগোলকে ঘিরে ভিড়। জমিতে কাত হয়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরচ্ছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে স্ট্যালোন থুতু ফেলল। তার পর নিরাসক্ত মুখে হাঁটতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে। যা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে যেন ওর কোনও আগ্রহই নেই। এর পর পর্দায় ওকে আর দেখা গেল না। সুইচ অফ করে রাহুল জিজ্ঞেস করল, 'স্ট্যালোনকে দেখে তোর কী মনে হল কালকেতু?'

'অসাধারণ একটা ট্যালেন্ট। নকআউট পাঞ্চার। বক্সিংয়ে রেয়ার পাওয়া যায়। এই ছেলেটার আসল নাম কী রে? নিশ্চয়ই স্ট্যালোন নয়।'

'তুই ঠিক ধরেছিস। ওর কেস হিস্ট্রি আমি যতদূর জানি...ও বহরমপুরের ছেলে। ওর বাবা নাকি ছিল সিনেমার পোকা আর সিলভেস্টার স্ট্যালোনের খুব ভক্ত। বহরমপুরে সিনে ক্লাবের মেম্বারও ছিলেন উনি। তুই তো জানিস, রকি আর র‍্যাম্বো সিরিজ করে আশির

BanglaBook.org

দশকে স্ট্যালোন কত পপুলার ছিল। এই ছেলেটার বাবা নাকি ঠিকই করে রেখেছিল, ছেলে হলে তার নাম রাখবে স্ট্যালোন। ওর স্কুলের নাম অবশ্য রণজয় মিত্র।

র-ণ-জ-য়- মি-ত্র! নামটা কালকেতুর শোনা শোনা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল। কানের ভিতর র-ণ-জ-য়, র-ণ-জ-য় ধ্বনি যেন আছড়ে পড়ল। হ্যাঁ, ওই রণজয়কে ও বক্সিং লড়তে দেখেছে। বছর তিনেক আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিনয়শিপে। সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এই স্ট্যালোন ওরফে রণজয় ফাইনালে নকআউট করেছিল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কয়েকশো দর্শক তখন ট্রাম লাইনের ধারে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই এই ছেলেটার বক্সিং দেখে তারা উচ্ছ্বসিত। আরে, এই রণজয়কে নিয়েই তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিল অসিত ব্যানার্জি। বাংলার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা। ওর অনুরোধেই জুনিয়র ন্যাশনালের মতো ছোট একটা টুর্নামেন্ট কভার করতে গিয়েছিল কালকেতু। ইস, একটু আগে ছেলেটা এত কাছে দাঁড়িয়েছিল। তখন কেন ওকে চিনতে পারল না? আফসোসটা চাপা দিয়ে রাখলকে ও বলল, 'এই ছেলেটার সঙ্গে আমাকে একবার বসিয়ে দিতে পারবি?'

'কেন, তুই ওকে নিয়ে লিখবি নাকি?'

কালকেতু বলল, 'দরকার হলে লিখব। এমন একটা ট্যালেন্ট আমি নষ্ট হতে দেব না।'

BanglaBook.org

তিন

সেল-এর ভিতর দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসেছিল স্ট্যালোন। এমন সময় তালা খোলার শব্দ। মুখ তুলে তাকিয়ে ও দেখল, ওয়ার্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হাসপাতালের ডাক্তার। হাতে ফার্স্ট এইডের বাক্স। একবার স্বপন বলে একটা ছেলে মোগোলের হাতে মার খেয়েছিল। একেবারে নিরীহ টাইপের ছেলে। তার চোয়াল বেঁকে গিয়েছিল মোগোলের ঘুসিতে। তাকে দেখার জন্য জেলের হাসপাতালের ভিতরে

ঢুকেছিল স্ট্যালোন। তখন দেখেছিল, কিচেনের পাশে কুড়ি-পঁচিশ বেডের হাসপাতাল। সেটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্তত বহরমপুরের সরকারী হাসপাতালের থেকে অনেক ভাল। তখন এই ডাক্তার ভদ্রলোককে ও চিকিৎসা করতে দেখেছিল।

বেচারী স্বপনের জন্য ওর খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন। হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় স্ট্যালোন প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনওদিন সুযোগ পেলে ঠিক ওইভাবেই মোগোলের চোয়াল ও ভেঙে দেবে। সেই কাজটা করতে পেরে আজ ও খুব খুশি। এই যে রাহুল স্যার ওকে শাস্তি দিয়েছেন...এই সেল-এ পাঠিয়ে...তার জন্য ওর মনে কোনও দুঃখ নেই।

আজ সকালেও স্ট্যালোন ভাবতে পারেনি, সাংবাদিক কালকেতু নন্দীর সঙ্গে ওর ফের দেখা হবে। সেল-এ একা বসে ও কালকেতু স্যারের কথাই ভাবছিল। কলকাতায় সেই জুনিয়র ন্যাশনাল বক্সিংয়ের ফাইনাল বাউটটা হয়ে যাওয়ার পর উনি ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন। পরদিন কাগজে বড় করে ছাপা হয়েছিল ওর সম্পর্কে। তার পর থেকে বহরমপুরে সবাই চিনে গিয়েছিল ওকে। মুর্শিদাবাদের ডি.এম প্রসাদ সেন ওকে গোল্ড মেডেলও দেন। সেই দিনগুলোর সঙ্গে এখনকার কত তফাৎ! এখনও বহরমপুরের সবাই ওকে চেনে। তবে খুনী হিসেবে। রাহুল স্যারের ঘরে আজ কালকেতু স্যারকে দেখেই স্ট্যালোন চমকে উঠেছিল। কিন্তু, ইচ্ছে করেই ও না-চেনার ভান করে। চিনতে পারলে কালকেতু স্যার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে বলতেন, 'রণজয়, তুমি!!' না, না, ওই পরিচয় বহন করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বক্সার রণজয় মিত্র ইজ ডেড।

'তোমার চোখের নীচে তো ভাল চোট লেগেছে দেখছি।' সেল-এ ঢুকে বললেন ডাক্তারবাবু।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গিয়েছে চোট লাগার পর। এখনও চোখের নীচটা জ্বালা জ্বালা করছে। মোগোলের ঘুসিটা তখন ডাক করতে পারেনি স্ট্যালোন। ওর ডান দিকে সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, মাথায় তখন ওর আগুন জ্বলছিল। ও সুযোগ খুঁজছিল নকআউট পাঞ্চ করার। ট্রেনিং দেওয়ার সময় বুচান স্যার বলতেন, রিঙে উঠে সবসময় মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে। কিপ কুল। সেটা পদক জেতার লড়াই। সেই লড়াই থেকে

BanglaBook.org

ও এখন অনেক দূরে। বুচান স্যারের কথা মনে না রাখলেও এখন ওর চলবে। জেলের ভিতরে এখন নিজেকে নিরাপদে রাখার লড়াইটাই ওকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না স্ট্যালোন। ফের হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিল।

'রাহুল স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন স্ট্যালোন। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না?'

'রাহুল স্যারের কথা শুনে...মুখ তুলে স্ট্যালোন বলল, 'আপনি চলে যান। আমার কিছু হয়নি।'

'চলে যাব মানে! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার যেখানে কেটেছে, সেখান দিয়ে এখনও রক্ত বেরচ্ছে। একজন ডাক্তার হয়ে...এই অবস্থায় তোমায় ফেলে আমি চলে যাব কী করে?' কথাগুলো বলতে বলতে একেবারে কাছে চলে এলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ওর চিবুক তুলে ধরে বললেন, 'আর এক ইঞ্চি উপরে ঘুসিটা পড়লে তোমাকেও বোধহয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত। কেন ওই আলোয়ানটার সঙ্গে তুমি লড়তে গেলে স্ট্যালোন? মোগোল হল বর্ন ক্রিমিনাল। পারলে এর পর থেকে ওকে অ্যাভয়েড কোরো।'

'সব সময় অ্যাভয়েড করা যায় না ডাক্তারবাবু।'

'জানি। হাসপাতালের জানালা দিয়ে আমি পুরো ঘটনাটা দেখেছি।'

কথা বলতে বলতেই তুলোয় খানিকটা ডেটল ঢেলে নিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। তারপর একটা অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে বললেন, 'তোমার সাহসের প্রশংসা করছি স্ট্যালোন। তোমাকে দেখে অন্য বন্দিরা আজ ভরসা পেয়েছে। কিন্তু, জানই তো মোগোলের দলবল ছোট নয়। জেলের ভিতর বসে ওরা কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছে, তা তুমি নিজেও দেখছ। একটু সাবধানে থেকো।'

ক্ষতস্থানে তুলোর উপর লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কথাটা কেন বললাম, জানো? অ্যাম্বুলেন্সে করে মোগোলকে যখন আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন অত যন্ত্রণা সত্ত্বেও মোবাইল ফোনে ও যেন কাকে বলছিল, সুযোগ পেলেই ছেলেটাকে খুন করে দিবি। ফিরে গিয়ে যেন আমি ওকে না দেখি। কথাটা

BanglaBook.org

আমি রাহুল স্যারকে বলে দিয়েছি। তাই তোমাকে উনি এই সেল-এ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খুন হওয়ার কথা শুনে স্ট্যালোন মনে মনে হাসল। এখন আর ওর বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না। সারা জীবন হয়তো ওকে জেলেই পচতে হবে। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তারবাবু সেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে স্ট্যালোন শুয়ে পড়ল। রাহুল স্যার বলেছিলেন, কোনও ঝামেলায় না জড়াতে। তবুও, পায়ে পা দিয়ে আজ ও মারপিটে জড়িয়েছে। মোগোল অবশ্য ওকে বাধ্য করেছিল। শুয়ে শুয়ে সেই সময়কার কথা ও ভাবতে লাগল।

আজ লাঞ্চ করার পর ওর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, দই খাবে। সেই কারণেই ক্যান্টিনে গিয়েছিল ঠান্ডা দই কিনতে। গিয়ে দেখে, ক্যান্টিনের বাইরে দলবল নিয়ে বসে আছে মোগোল। একটা অল্পবয়সি ছেলেকে কান ধরে...ওঠবোস করাচ্ছে। রোজই ওরা জেলের ভিতর নানা ধরনের র‍্যাগিং করে। ঝামেলায় নিজেকে জড়াবে না বলে স্ট্যালোন সোজা ক্যান্টিনের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। ওকে দেখে ক্যান্টিনের ম্যানেজার অচিন্ত্য বলল, 'দেখছেন, কী অত্যাচার চালাচ্ছে মোগোল?'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে?'

'বিনোদ বলে একটা বাঙাল ছেলে দু'দিন হল এখানে এসেছে। মোগোলকে চিনবে কী করে? দু'কাপ ঠান্ডা দই কিনতে এসেছিল ছেলেটা।

তখন ফ্রিজ খুলে দেখি, মাত্র একটা কাপ পড়ে আছে। সেটা শুনে, র‍্যাগিং করার জন্য বাইরে থেকে মোগোল আমাকে অর্ডার দেয়, দইয়ের কাপটা ওকেই বিক্রি করতে হবে। বিনোদটাও তেমন গোঁয়ার টাইপের...বাঙাল তো...বোধহয় পাল্টা কিছু বলেছিল। সেই কারণে ওর কাছ থেকে কুপন কেড়ে নিয়ে...চড়-চাপড় মেরে দেখুন, ওকে এখন ওঠ-বোস করাচ্ছে।'

'দইয়ের কাপটা এখন কোথায়?'

'ফ্রিজেই রাখা আছে। রোজ এক ডজন করে থাকে। কপাল খারাপ, আজ মাত্র একটাই রয়েছে।'

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে নিয়েছিল স্ট্যালোন। বলেছিল, 'ওটা আমাকে দাও। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি খাব। দেখি, কে আমাকে বাধা দেয়?'

'দাদা, ফ্রিজ খুলে আপনিই ওটা নিয়ে নিন। আমাকে প্রবলেমে ফেলবেন না।'

বেশ কিছুদিন ধরেই মোগোলকে একটা শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল স্ট্যালোন। সকালে ব্রেকফাস্টের পর ও একবার রাহুল স্যারের অফিসে গিয়েছিল, কম্পিউটারে কিছু কাজ করার জন্য। অফিসে গিয়ে ও শোনে, ছুটির দিন বলে রাহুল স্যার নাটক দেখতে সল্ট লেকে গিয়েছেন। বেলা দেড়টার আগে উনি ফিরবেন না। ক্যান্টিনে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর কাছে সুযোগটা এসে যায়। স্ট্যালোন তখনই ছকে নেয়, রাহুল স্যার ফিরে আসার আগে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। ফ্রিজ খুলে দইয়ের কাপটা ও হাতে নেওয়ার সময়ই মোগোল লাথি মেরে ক্যান্টিনের ভিতরে ঢুকে আসে। তার পর ওদের মধ্যে ঘুসোঘুসি শুরু হয়ে যায়। মারতে মারতে বুদ্ধি করে মোগোলকে ও ক্যান্টিনের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। এটা না করলে ক্যান্টিনের ভেতরটায় ভাঙচুর হয়ে যেত। স্ট্যালোন গোটা পনেরো পাঞ্চ করেছিল। তার মধ্যে একটা রাইট আপারকাট। যা হজম করতে পারেনি মোগোল। লাট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল জমিতে।

হাতে ক্রেপ্ট ব্যান্ডেজটা ছিল না, গ্লাভসও। তাই আঙুলের গাঁটগুলো টনটন করছে। তবুও, স্ট্যালোন ভেবে তৃপ্তি পাচ্ছিল, প্র্যাকটিস না-করা সত্ত্বেও, ওর বক্সিং স্কিল মরে যায়নি। সেল-এ শুয়ে আঙুলের গাঁটগুলির উপর ও একবার হাত বোলাল। বহরমপুরে ট্রেনিং করার সময় কোনওদিন চোট পেলে মা গরম জলের সেঁক দিয়ে দিত। বলত, 'কেন মারপিটের খেলা খেলিস রণি? আর কোনও খেলা নেই?' শুনে ও হাসত। মাকে শেষবার দেখেছিল, বহমরপুর কোর্টে জজ সাহেব যেদিন রায় দেন, সেদিন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওর চোখে পড়েছিল, রায় শুনে মা কাঁদছে। মাকে সামলাচ্ছে প্রিয়াদি আর রুসাতি। বাবা সেদিন কোর্টেই যায়নি। কাঠগড়া থেকে নামিয়ে ওকে যখন পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন

BanglaBook.org

দৌড়ে ভ্যানের সামনে এসে রুসাতি বলেছিল, 'তুমি চিন্তা কোরো না স্ট্যালোন। বাবা বলেছে, দরকার হলে হাইকোর্টে...।' পুলিশ তখন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল রুসাতিকে। কথাটা শেষ করতেও দেয়নি।

...কানের কাছে মশা ভনভন করছে। বিরক্ত হয়ে স্ট্যালোন উঠে বসল। ওয়ার্ডে মশা মারার ওষুধ দেওয়া হয় রোজ। তাই রাতের ঘুমোনোর সময় বন্দিদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু, এই নির্জন সেল জেলের একবারে অন্য এক প্রান্তে। এদিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বোধহয় ততটা নজর দেওয়া হয় না। আগে কোনওদিন সেল-এ থাকেনি স্ট্যালোন। ফলে ওর ধারণা ছিল না, এখানে মশার উৎপাত হতে পারে। বাড়িতে মশারি ছাড়া কিছুতেই ও ঘুমোতে পারত না। কিন্তু, জেলে ওর ইচ্ছেয় তো সব চলে না। জেলের ভিতর কাউকে মশারি দেওয়া হয় না। তাতে নাকি বন্দিদের উপর নজর রাখার সমস্যা হতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার, উঠে বসার পর অনেকক্ষণ কিন্তু, মশাদের অস্তিত্ব আর টের পেল না স্ট্যালোন। এদিক এদিক তাকিয়ে ও খুঁজতে লাগল। তবুও দেখতে পেল না। ওর হাসি পেল এই ভেবে যে, মশারাও আজকাল চালাক হয়ে গিয়েছে। শুধু শুয়ে থাকলে কামড়াতে আসে। স্ট্যালোন ঠিক করে নিল, বিকেলে ক্যান্টিন থেকে মশা তাড়ানোর একটা কয়েল কিনে আনবে।

BanglaBook.org

তখনই ওর আরেকবার মায়ের কথা মনে পড়ল। বহরমপুরের বাড়িতে রোজ রাতে মা কত যত্ন করে ওর বিছানায় মশারি টাঙিয়ে দিত। শুধু তা-ই নয়, পালঙ্কের তলায় কয়েলও জ্বালিয়ে রাখত! মায়ের কথা ভেবে আগে স্ট্যালোনের খুব কান্না পেত। এখন চোখ জ্বালা জ্বালা করে। ওর রক্তে তখন আগুন ছোটে। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে তখনও বলে, 'কালা, আমার হাত থেকে তুই কিন্তু নিস্তার পাবি না।'

চার

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। রাহুলের কোয়ার্টারে ডাইনিং টেবিলে বসে আড্ডা মারছিল ওরা চারজন। কালকেতু, ফুল্লরা, রাহুল আর রঞ্জনা।

জেলের ভিতর কী হয়, সে সব নিয়েই কথা হচ্ছিল। ঘণ্টাখানেক আগে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের কাছে এক রেস্টুরেন্ট থেকে আনা চাইনিজ খাবার খেয়েছে ওরা। ফুল্লরা চাইনিজ ডিশ খুব পছন্দ করে। এইসব অঞ্চলেও যে এত ভাল চাইনিজ খাবার পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ওর ধারণা ছিল না। কালকেতু লক্ষ্য করল, আড্ডা ছেড়ে ফুল্লরা উঠতেই চাইছে না। শেষে রাহুলই তাগাদা দিতে শুরু করল, 'এই তোরা চল, জেলের ভিতরটা যদি দেখতে চাস, তাহলে এখনই যেতে হবে। বিকেল পাঁচটার পর কিন্তু আর যাওয়া যাবে না।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরটা পুরো দেখতে গেলে কতক্ষণ লাগবে রে?'

'প্রায় ঘণ্টা খানেক তো বটেই।'

'তা হলে তো আজ পুরোটা দেখা যাবে না। তার চেয়ে বরং স্ট্যালোন ছেলেটার কাছে যাই চল। ওর সঙ্গে কথা বলে আসি। পারে না হয় আরেকদিন সকাল সকাল এখানে আসা যাবে।'

'দাঁড়া, আমাদের যেতে হবে না। ফোন করে বিনয়বাবুকে বলে দিচ্ছি। স্ট্যালোনকে বরং আমার অফিসে নিয়ে আসতে বলি। ওখানে বসেই তুই কথা বলে নে।'

'সেল থেকে বের করে আনা যাবে?'

'কেন নয়? ওরাই তো আমাদের অফিসের কাজগুলো করে দেয়। আমার অফিসে এমন অনেকে কাজ করে, যারা কনভিক্ট।'

ফুল্লরা চমকে উঠে বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সুশীল বলে একটা ছেলে আছে, তার সাত বছরের জেল হয়েছে। কী অপরাধের জন্য শুনবে? নিজের কাকাকে খুন করার জন্য।'

রঞ্জনা বলল, 'ছেলেটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না খুনী। অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র ছেলে। ছেলেটা এমন সুন্দর নাচে, দেখলে তোমার উঠতে ইচ্ছে করবে না। এখানে নাচের একটা ট্রুপও তৈরি করেছে অন্য কনভিক্টদের নিয়ে। রায়বেশে নাচের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের প্রোগ্রাম। বাইরে গিয়েও ওরা শো করে এসেছে।'

রাহুল বলল, 'কাগজে একটা সময় খুব লেখালেখি হয়েছিল

BanglaBook.org

সুশীলকে নিয়ে। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়া। তিনতলার বারান্দায় দু'তরফে হাতাহাতি হচ্ছিল। পুরনো আমলের বাড়ি। কাঠের রেলিং ভেঙে সুশীলের এক বয়স্ক কাকা তিনতলার বারান্দা থেকে একেবারে নীচে পড়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি সুশীলের বাবাই ধাক্কাটা দিয়েছিল। কিন্তু, বাবাকে বাঁচানোর জন্য সুশীল নিজের ঘাড়ে দোষটা নিয়ে নেয়। অনিচ্ছাকৃত খুন, তাই ওর লাইফ সেনটেন্স হয়নি।'

রঞ্জনা বলল, 'এ রকম অনেক ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার আছে এখানে।'

'আর একটা ছেলে আছে। তার নাম আসিফ। বারুইপুরের ছেলে। দারুণ হ্যান্ডসাম। টিভি সিরিয়ালে আজকাল যে সব ছেলে অভিনয় করে, তাদের থেকেও ভাল দেখতে। ওকে দেখে তোর মনেই হবে না, ও ডাকাত। জগদ্দলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়েছিল। গোলাগুলিতে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার খুন হয়। অনেক পরে আসিফকে পুলিশ ধরে ডোমকল থেকে।'

ফুল্লরা চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। রঞ্জনাকে ও জিজ্ঞেস করল, 'এদের এত কাছাকাছি কোয়ার্টারে থাকো, তোমার ভয় করে না?'

রঞ্জনা বলল, 'ভয় করবে কেন? এরা কিন্তু খুব বাধ্য। আগে তো আমাদের ঘরোয়া কাজগুলো ওরাই এসে করে দিত। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট অর্ডার দিয়েছে, জেলের কোনও অফিসার কোনও বন্দিকে ব্যক্তিগত কাজে খাটাতে পারবে না। তার পর থেকে ওসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'তোমাদের সঙ্গে কনভিক্টরা মন খুলে কথা বলে?'

রাহুল বলল, 'কেন বলবে না? এই যে আসিফ বলে ছেলেটার কথা বললাম, সে মোট তেরোটা ডাকাতি করেছিল। কীভাবে করেছিল, শুনলে কালকেতু তুই একটা আস্ত উপন্যাস লিখে ফেলতে পারবি। আসিফ একটা দল তৈরি করেছিল। কীভাবে সঙ্গীদের বেছেছিল, তাদের ট্রেনিং দিয়েছিল, আমাকে সব বলেছে। সত্যিই, একেবারে গল্পের মতো। পুরোদলটাই এখন জেলে। হিসেব করে দেখেছি, ওরা প্রায় কোটি টাকার মতো লুট করেছে ব্যাঙ্ক থেকে। সব টাকা যে পুলিশ রিকভার করতে

BanglaBook.org

পেরেছে, তা নয়। সেই টাকা ওরা নানা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। আসিফ তো প্রায়ই বলে, ছাড়া পেলে স্যার পায়ের উপর পা তুলে...বসে বসে খাব।'

আসিফ বলে ছেলেটাকে নিয়ে রাহুল আরও কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনয় সরকার এসে ওকে বললেন, 'স্যার, স্ট্যালোনের আস্পর্দ্ধা খুব বেড়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আসতে চাইল না।'

রাহুল বলল, 'আমার নাম করেছিলেন?'

'করেছিলাম স্যার। কোনও উত্তরই দিল না। আপনি ওকে ভালবাসেন বলে বেশি লাই পেয়ে গিয়েছে।'

শুনে রাহুল কড়া চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যান।'

চলে যেতে বলা সত্ত্বেও বিনয়বাবু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন। সেটা লক্ষ্য করে রাহুল বলল, 'কিছু বলবেন?'

'স্যার, টিভির লোকেরা কোত্থেকে যেন খবর পেয়ে ঘন্টাখানেক আগে আরজিকর হসপিটালে গিয়েছিল। টিভিতে সোগোলের খবরটা এখন দেখাচ্ছে। বলছে, দমদম সেন্ট্রাল জেলে দু'দল বন্দির মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে। জেলার রাহুল সিনহা সেই সময় জেলে ছিলেন না। খুব বাজে পাবলিসিটি হয়ে গেল স্যার। আপনি টিভির লোকদের সঙ্গে একবার কথা বলুন।'

শুনে রাহুল আরও কড়া গলায় বলল, সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না বিনয়বাবু। আপনি যান। টিভির লোকেরা দরকার হলে আমাকে ফোন করবে।'

বিনয় সরকার চলে যাওয়ার পর রাহুল বলল, 'কেতু, তোদের এই বুম সাংবাদিকরা কী ধাতু দিয়ে তৈরি বল তো? কিছু একটা হলেই বুম নিয়ে হাজির হবে। সামান্য একটা হাতাহাতির ঘটনা, কেমন ফাঁপিয়ে তুলছে, শুনলি? এরা তিলকে তাল করে...তবে ছাড়বে। আমার কাছে আইজি-র ফোন এল বলে।'

কালকেতু, বলল, 'তোর এই বিনয় সরকার লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়।'

BanglaBook.org

'ঠিক ধরেছিস। এই লোকটা আমাদের জেলের চিফ হেড ওয়ার্ডার। সেইসঙ্গে সরকারী কারারক্ষী সমিতির প্রেসিডেন্ট। নিজেকে খুব পাওয়ারফুল ভাবেন। সঙ্গে লোকজন আছে বলে আগের জেলারকে খুব চমকাতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে খুব সুবিধে করতে পারছেন না। আমি ডেফিনিট, টিভির লোকজনকে ফোন করে বিনয় সরকারই খবরটা দিয়েছেন। আমাকে যাতে বেইজ্জত করা যায়।'

'বিনয় সরকারের কি স্ট্যালোনের উপর রাগ আছে?'

'আরে, তোর তো দেখছি তিনটে চোখ। এই অল্প সময়ের মধ্যে তুই বুঝলি কী করে কেতু? ঠিক, একদম ঠিক। বিনয় একেবারেই পছন্দ করেন না স্ট্যালোনকে। আমার উপরও ওঁর ভীষণ রাগ। বাইরের লোকদের তো এসব বলা যায় না। শুধু তোকেই বলছি। যদি জেল নিয়ে কোনওদিন কাগজে লিখিস, তা হলে তোর কাজে লাগবে। কারেকশনাল সার্ভিসে এখন একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে ডাইরেক্ট এখন জেলার বা ডেপুটি জেলার হওয়া যায়। ফলে, আমার মতো বত্রিশ বছর বয়সি একটা লোক বিনয়বাবুদের মতো প্রবীণ কর্মীদের মাথার উপর এসে বসছে। তাতে ওঁদের রাগ হওয়ারই কথা।'

'কিন্তু, স্ট্যালোনের উপর লোকটার রাগ কেন?'

'কী হয়েছিল জানিস? আমি এখানে জয়েন করার কিছুদিন পর আমার অপিসে যে ছেলেটা কম্পিউটারের কাজ টাজ করে দিত, সে ছাড়া পেয়ে গেল। তার পর নিজেই ডেটা এন্ট্রি, চিঠিপত্তর টাইপ করা...মানে এক্সেলের কাজগুলো করে নিচ্ছিলাম। একদিন কম্পিউটার হ্যাং করে গিয়েছিল, কিছুতেই ওপেন করা যাচ্ছে না। বিনয়বাবুকে বললাম, দুর্গানগর থেকে লোক ডেকে আনতে। সেইসময় আমার ঘরে ডাস্টিংয়ের কাজ করছিল স্ট্যালোন। ও হঠাৎ বলল, স্যার আমি একবার চেষ্টা করে দেখব? শুনে বিনয়বাবু ওকে ধমক দিয়ে বললেন, তোর কাজ তুই কর। কম্পিউটারের তুই কী জানিস?'

'তারপর কী হল? স্ট্যালোন তোর কম্পিউটার সারাই করে দিল?'

'ঠিক তাই। আমি সেদিন সত্যিই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে ছেলেটা মাইক্রোসফট্ এক্সেলের কাজ এত ভাল হ্যান্ডেল করতে পারে,

BanglaBook.org

তাকে দিয়ে বিনয় সরকার ডাস্টিংয়ের কাজ করায় কেন? আসলে কনভিক্টদের ডিউটি ভাগ করে দেওয়ার কথা জেলারের। কিন্তু, তখন আমি নতুন। তাই কিছুদিনের জন্য দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছিলাম বিনয় সরকারকে। লোকটা ক্ষমতার অপব্যবহার করত। সেদিন স্ট্যালোনকে বললাম, কাল থেকে তোমাকে অন্য কিছু করতে হবে না। তুমি আমার কম্পিউটারের কাজগুলো করে দেবে। ব্যাপারটা যে বিনয় সরকার খুব ভালভাবে নেননি, সেটা বুঝতে পারলাম, মাসখানেক পর। জেলে স্কিলড লেবাররা কাজ করে পায় দিনে পঁয়ত্রিশ টাকা করে। কিন্তু, মাসের শেষে আমি জানতে পারলাম, স্ট্যালোনের নামে দিন পিছু পঁচিশ টাকা করে জমা হয়েছে। তার মানে, বিনয় সরকার ওকে আনস্কিলড লেবারের মজুরি দিয়েছেন। হিসেবটা তখনকার মতো আমি ঠিক করে দিলাম। মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু তারপর থেকে বিনয় সরকার ওর পিছনে লেগে গিয়েছে। ইউনিয়নে ওঁর ঘনিষ্ঠরাও স্ট্যালোনকে দেখতে পারে না। নানাভাবে ওকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে।'

'তোর অফিসে কাজ করার সময় স্ট্যালোনের সঙ্গে তোর কোনও কথা হত না? মানে...স্ট্যালোন নিজের সম্পর্কে কিছু বলত না?'

'টুকটাক কথা হত। মা সম্পর্কে ওকে খুবই দুর্বল বলে মনে হত। কিন্তু, ছেলেটার কপাল এত খারাপ, মাস তিনেক আগে বহমরপুরের ভাগীরথীতে নৌকোডুবি হয়েছিল। তাতে ওর বাবা আর মা দু'জনেই নিখোঁজ হয়ে যান। ওদের লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই খবরটা শোনার পর স্ট্যালোন খুব ভেঙে পড়েছিল। এখন নিজের বলতে ওর কেউ আছে কিনা আমি জানি না। এমনও হতে পারে, আত্মীয়-স্বজনরা ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চান না। তবে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, ইন্টারভিউতে একটা মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে বহরমপুর থেকে। গাড়ি করে আসে, আবার চলে যায়।'

'মেয়েটা কে, কখনও জিজ্ঞেস করিসনি?'

'মনে হয়, গার্ল ফ্রেন্ড হবে। স্ট্যালোনের সমবয়সি। মেয়েটার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও আসেন। তিনি অবশ্য ভিতরে ঢোকেন না। ফটকের বাইরে গাড়িতেই বসে থাকেন।'

BanglaBook.org

'মেয়েটা শেষ কবে এসেছিল, তোর মনে আছে?'

'মাসে দু'বার ইন্টারভিউ অর্থাৎ কিনা রিলেটিভদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায় কনভিক্টরা। এই মেয়েটা শেষ কবে এসেছিল, সেটা রেকর্ড দেখে বলতে হবে। নামটা আমার মনে আছে...রুসাতি. একটু অদ্ভুত টাইপের নাম। তাই মনে আছে।'

'যারা দেখা করতে আসে, তাদের সম্পর্কে কোনও রেকর্ড তোদের কাছে থাকে রাহুল?'

'নিশ্চয়ই আছে। যার-তার সঙ্গে কনভিক্টদের দেখা করতে দেওয়া হয় না। কনভিক্ট যদি দেখা করতে না চায়, তা হলে ইন্টারভিউ বাতিল করে দেওয়া হয়। এই তো, মাস চারেক আগে, স্ট্যালোনের সঙ্গে অন্য এক মহিলা দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নামটা শুনে স্ট্যালোন দেখাই করেনি।'

'তুই এই সব ইনফর্মেশন আমাকে জোগাড় করে দিবি?'

'কেন, তুই কীজন্য চাইছিস?'

কালকেতু মুখ খোলার আগে ফুল্লরা বলে উঠল, 'আমার বর যে শখের গোয়েন্দাগিরি করে, তা বোধহয় আপনি জানেন না রাহুলদা।

লালবাজার আর ভবানীভবনে পুলিশ অফিসারদের অনেকেই ওর বন্ধু। ওঁরা অনেক সময়েই প্রবলেমে পড়লে কালকেতুর কাছে আসেন। স্ট্যালোন সম্পর্কে যা কিছু তথ্য আপনি জানেন, ওকে দিন। স্ট্যালোন সত্যিই খুন করেছিল কি না, কালকেতু ঠিক বের করে ফেলবে।'

রাহুল অবাক হয়ে বলল, 'তোর আর কী গুণ আছে বল তো ভাই! আজ তোর সঙ্গে দেখা না হলে তো...তোর সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। কিন্তু, সত্যিটা তুই বের করবি কী করে কেতু? প্রায় বছর দেড়েক আগেকার কেস। সব যে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে।'

কালকেতু বলল, 'ক্রাইম নেভার পেইস। যে অপরাধী, সে কোনও না কোনও প্রমাণ ফেলে রেখে যায়ই। সত্যিটা কখনও চাপা দেওয়া যায় না রাহুল। দু'বছর আগে এই স্ট্যালোন সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম, ছেলেটাকে যদি ঠিকমতো ট্রেনিং দেওয়া যায়, তা হলে ও অলিম্পিক মেডেলও এনে দিতে পারে। আর ইন্ডিয়ানরা যে পারে, তার প্রমাণ মেরি

BanglaBook.org

কম দিয়েছে লন্ডন অলিম্পিকে। ব্রাজিলে অলিম্পিকের এখনও তিন বছর দেরি আছে। এনাফ টাইম। স্ট্যালোনকে আমি রিও দে জেনেইরোতে পাঠাবই। তুই দেখে নিস। আমি তোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাচ্ছি।'

পাঁচ

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল স্ট্যালোনের। চোখ খুলেই ও দেখল, সেল-এর ভিতর একজন বয়স্ক মানুষ ঢুকে এসেছেন। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে সাদা ধুতি আর ফতুয়া। পাকা চুল মিলিটারি কায়দায় ছোট ছোট করে ছাঁটা। গোঁফটাও সাদা কিন্তু দু'পাশে যত্ন করে পাকানো। আর থুতনিতে ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি। খুব শান্ত ও সৌম্য চেহারা। এত রাতে অচেনা একটা মানুষ...ওর অজান্তে একেবারে সেল-এর ভিতর এলেন কী করে, সেটাই স্ট্যালোন বুঝতে পারল না। সেন্ট্রাল জেলের এই সব সেল-এ বিজোড় সংখ্যায় বন্দিদের রাখা হয়। হয় একজন, নয় তো তিনজন। একবার স্ট্যালোনের মনে হল, হয়তো ও ঘুমিয়ে পড়ার পর বয়স্ক মানুষটাকে সেল-এ ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু, তাই বা হবে কী করে? সন্ধে ছ'টার পর তো নতুন কোনও বন্দিকেই জেলের ভিতর আনা হয় না।

বয়স্ক মানুষটাকে দেখে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। কেননা, ওর দিকে তাকিয়ে মানুষটা মিটিমিটি হাসছেন। মনে হয়, ওঁকে দেখে যে স্ট্যালোন মারাত্মক অবাক হয়েছে, সেটা উনি বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন। দুপুরে ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছিলেন, জেলের ভিতরই ওকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে মোগোল। ওর মতো অ্যান্টিসোশাল সব কিছুই করতে পারে। সেল-এর ভিতর নিজের কোনও লোককে ও ঢুকিয়েও দিতে পারে। সেই লোকের হাতে আর্মসও থাকতে পারে। কিন্তু, অনাহুত এই মানুষটাকে ওদের লোক বলে মনে হচ্ছে না। একবার বয়সটা আন্দাজের চেষ্টা করল স্ট্যালোন। কত হতে পারে, আশি নাকি নব্বই? পরক্ষণেই ও হাল ছেড়ে দিল। শরীরের পেশিগুলো টানটান। চোখের নীচে বা গলার চামড়ায় এখনও ভাঁজ পড়েনি। বয়সটা সত্তরের সামান্য

BanglaBook.org

বেশিও হতে পারে। সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষটার শরীর থেকে একটা সাদা জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে।

বয়স্ক মানুষটা চুপ করে আছেন দেখে স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। আগে কখনও দেখেছি কি?'

বয়স্ক মানুষটা বললেন, 'আমায় তুমি চিনবে কী করে ইয়ংম্যান। আমি য্যাখন এই জেলে আসি ত্যাখন তোমার জন্মও হয়নি। আমি তোমার ঠিক পাশের সেল-এ বহু বচর ধরে আচি। কেউ আমার খোঁজও নেয় না কো। আমায় নিয়ে জেলের কারও মাথাব্যথা নেই।'

নিশ্চয়ই অনেকগুলো খুনের অভিযোগ আছে। এবং বিপজ্জনক বন্দি। তাই সেল-এর বাইরে ওঁকে বেরোতে দেওয়া হয় না। হঠাৎই সেল-এর দরজার দিকে চোখ গেল স্ট্যালোনের। দরজায় তালা ঝুলছে। আশ্চর্য, মানুষটা বললেন, পাশের সেল-এ থাকেন। কিন্তু, তালা না খুলে এই সেল-এ ঢুকলেন কী করে? প্রশ্নটা করার আগেই বয়স্ক মানুষটা বললেন, 'নেশ্চয়ই তুমি ভাবচ, তোমার এই সেল-এ আমি ঢুকলুম কী করে? তাই না? আমার কাচে এ সব অ্যাখন জলভাত। জেলের যে কোনও প্রান্তে আমি য্যাখন ত্যাখন যেতে পারি। কোথায় কী হচ্চে, সব জানতে পারি। এটা ম্যাজিক বলেও তুমি ধরে নিতে পার। এই যেমন আজ, ক্যান্টিনের সামনে তোমার সঙ্গে গোগোলের লড়াই দেকলুম। আর সেই কারণেই তোমার সনে কথা কইতে এলুম।'

পাশের সেল থেকে ক্যান্টিনের সামনে লড়াই উনি দেখলেন কী করে, সেটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হল স্ট্যালোনের। বয়স্ক মানুষটা কি টেলিপ্যাথি জানেন? প্রশ্নটা ওর মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, 'ইট ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক আপারকাট। ইউ আর আ নকআউট পাঞ্চার মাই বয়। ভাল পিউগিলিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আচে তোমার মধ্যে। বাই দ্য বাই তুমি কি বক্সিং শিকতে?'

পিউগিলিস্ট কথাটার মানে স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। তবে কার মুখে যেন একবার শুনেছিল বলে ওর মনে হল। নাকি কোথাও পড়েছে ? এক পলক তাকিয়ে থেকে ও ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। অর্থাৎ কি না, বক্সিং শিখত।

দেখে ফের বয়স্ক মানুষটা বললেন, 'পিউগিলিস্ট কথাটার মানে

BanglaBook.org

বুঝতে পারলে না কো, তাই না? পিউগিলিস্ট হল বক্সার...ফাইটার।

আমাদের সময়ে এই শব্দটা খুব ইউজ করত ইংরেজরা। আসলে এটা গ্রিক শব্দ। প্রাচীন গ্রিসে য্যাখন অলিম্পিক গেমস হত, ত্যাখন পিউগিলিস্টদের নিয়ে একটা ইভেন্ট হত। অ্যাকচুয়ালি সেটা ছেল ফিস্ট ফাইটিং। অ্যাখন সেটাকেই বলা হয়, বক্সিং।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয়টা কী স্যার?'

'আমার নাম শ্যামাচরণ লাহা। ইংরেজরা কইত, শ্যামাচরণ ল'। একটা সময় বাঙালি বক্সার হিসেবে আমার খুব নাম ছেল।'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন উনি। এবার কম্বলটা টেনে নিয়ে...তার উপর পদ্মাসনে বসে শ্যামাচরণ ল' বললেন, 'আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার...আগের আমলের কথা কইচি। ত্যাখন আমাদের লড়তে হত গোরা বক্সারদের এগেনস্টে। তারা সব মিলিটারির নোক। তাদের অনেককেই আমি হারিয়েছি। তোমার মতো আমিও ছিলাম নক আউট পাঞ্চার। রিঙে কোনও গোরা বক্সারকে দেখলেই রাগে আমার শরীলে...রক্ত দাপাদাপি করত। আমাদের দেশটা ত্যাখন ওদের...মানে ইংরেজদের অধীনে ছেল। সেই সময় যে ওরা কী অত্যেচার করত, তোমাদের সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। সেই রাগটা বেরিয়ে আসত বাউটের সময়। এক একজন গোরাকে নক আউট করতাম, আর ভাবতাম, দুর্ব্যবহারের রিভেঞ্জ নেওয়া হল।'

'আপনি কার কাছ থেকে বক্সিং শিখেছিলেন স্যার?'

'সেও এক ইন্টারেস্টিং ঘটনা। তোমাদের জানা দরকার। ত্যাখন আমার বয়স মাত্তর একুশ। ইংলিশম্যান কাগজে একদিন দেখলুম বিজ্ঞাপন বেরিয়েচে, বাবু মিটার বলে এক বাঙালি চ্যালেঞ্জ জানিয়েচেন, বক্সিংয়ে তাঁকে যিনি হারাতে পারবেন, তাকে তিনি একটা গোল্ড মেডেল আর নগদ দশ ট্যাকা পুরস্কার দেবেন। বাবু মিটার নাকি বক্সিং শিকেচেন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বক্সার জন স্মিথের কাচ থেকে। ওঁর আগে কোনও বাঙালি নাকি বক্সিং করেনি। আরও শুনলুম, উনি নাকি বক্সিং খেলাটা দেকাবেন সার্কাস কোম্পানিতে। ওঁর গায়ে এমন শক্তি, নাকি গোরা বক্সাররাও ওঁর সনে লড়তে ভয় পায়। এ সব শুনে, সিমলা পাড়া থেকে

BanglaBook.org

আমরা দুই বন্ধু মিলে তো বাবু মিটারকে দেকতে গেলুম। তাকে দেকে আমাদের চকখু চড়কগাচ! বাপ রে, সে কী চেহারা! ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা। গোরাদের মতো গায়ের রং। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে যারা ওঁর সনে লড়তে যাচ্ছে, এক ঘুসিতে তাদের উনি শুইয়ে দিচ্চেন। একদিন দেকেই আমাদের মনে হল, এর কাচে নাড়া বাঁধা যায়। ব্যস, সেদিনই তাঁকে গুরু বলে মেনে নিলুম। ওই বাবু মিটারের কাচেই বক্সিংয়ে আমাদের হাতখড়ি।'

পুরনো দিনের কথা শুনতে স্ট্যালোনের খুব ভাল লাগছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'সেই চ্যালেঞ্জের কী হল? পরে কি কেউ হারাতে পেরেছিলেন বাবু মিটারকে?'

'না। কেউ হারাতে পারেনি কো। তিন বচর ধরে আনবিটন। শেষে উনি ফার্দার অ্যানাউন্স করলেন, ওঁর মুকে যিনি তিনটে ঘুসি মারতে পারবেন, সোনার মেডেলটা তাকেই দেবেন। কেউ তা পারল না কো। শেষে মেডেলটা উনি ব্যাঙ্কের ভল্টে রেকে দিলেন। বললেন, যদি কোনওদিন কোনও বাঙালি বক্সার ওলিম্পিকে মেডেল পায়, তা'লে যেন ওই মেডেলটা তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু, কপাল দেকো, এত বচর কেটে গেল, এখনও মেডেলটা ভল্টেই পড়ে আচে। আর কেউ পাবে কি না, বলা কঠিন। বাংলা থেকে বক্সিংই উঠে যাচ্চে, তা নিয়ে কি কারও মাথাব্যথা আচে? অসিত ব্যানার্জি বলে একটা ছেলে মাঝে খুব চেষ্টা করেছেল, বক্সিং নিয়ে কিচু করার। তা, তাকেও সবাই মিলে দমিয়ে দিলে। বহুদিন পর তোমার ফাইট দেকে আমার কিন্তু মনে হল, পারলে তুমিই পেতে পার, ওই মেডেলটা। চেষ্টা করবে নাকি?' শেষ কথাটা এমনভাবে বললেন শ্যামাচরণবাবু যে, শুনে চমকে উঠল স্ট্যালোন। কী বলছেন উনি!! ওর বক্সিং জীবন তো শেষই হয়ে গিয়েছে। ওর পক্ষে জেল থেকে বেরনো আর সম্ভবই না। জেলে থেকে ও চেষ্টাই বা করবে কী করে? জেলের ভিতর প্রায়ই ফাইটিং হয়। কিন্তু, সেটা তো আর বক্সিং নয়! গুন্ডাগিরি। গা জোয়ারি ব্যাপার। সেখানে টেকনিকের কোনও বালাই নেই। অলিম্পিক থেকে মেডেল আনা চাট্টিখানি কথা নাকি? বাংলা থেকে এখন আর কেউ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নই হতে পারে

BanglaBook.org

না। ইন্টারন্যাশনাল মেডেল আনা তো...অনেক দূরের কথা। শেষবার এনেছিল কামারদা...আলি কামার। কমনওয়েলথ গেমস থেকে মেডেল। তাই বলে অলিম্পিক মেডেল, অসম্ভব!

'মোটেই অসম্ভব নয় স্ট্যালোন। মণিপুরের মেয়ে মেরি কম যদি ওলিম্পিক থেকে মেডেল আনতে পারে, তা'লে তুমিও পারবে না কেন? অসম্ভব বলে পৃতিবীতে কিচু নেই ভাই। বাঙালির খেলাধুলোর ইতিহাসটা তোমাদের জানা নেইকো বলে, তোমরা আগে থেকেই হাত তুলে দাও। ধরেই নাও, পারবে নাকো। তুমি কি জানো, এই কলকেতা শহরেরই একজন বাঙালি একবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েচিলেন? নাম শুনেচ তাঁর? গোবর গুহ। উনি আমাদের গোয়াবাগানেরই ছেলে।'

'না, স্যার নামটা কখনও শুনিনি।'

'গোষ্ঠ পালের নাম শুনেচ?'

'হ্যাঁ স্যার, শুনেছি। উনি নামকরা ফুটবলার ছিলেন। ওঁকে সবাই চাইনিজ ওয়াল বলতেন। রেডিও স্টেশনের পাশে ওঁর একটা মূর্তিও রয়েছে। একবার ইনডোর স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় দেখেছি।'

'গুড। কুস্তিগির গোবর গুহ ছেলেন গোষ্ঠ পালেরই কনটেম্পারারি। আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে একবার বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েচেল। সেখানে বিশ্বের তা'বড় রেসলারদের হারিয়ে গোবরবাবু চ্যাম্পিয়ন হন। ভাব দিকিনি, কলকেতা থেকে আমেরিকায় গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া, কতটা ক্রেডিটেবল। আমরা তো ওঁদের দেকেই ইন্সপায়ার্ড হতুম। মানুষ চেষ্টা করলে কী না হতে পারে?'

'কিন্তু স্যার জেলের ভিতর বসে অলিম্পিক মেডেল জেতার চেষ্টা আমি করবই বা কী করে?'

'সুযোগ এসে যাবে। সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে নাকো। তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার জন্যে আজ আমি এলুম। দু'টো অত্যাশ্চর্য হ্যান্ড র‍্যাপস অর্থাৎ ব্যান্ডেজ তোমায় দিয়ে যাচ্চি। এ মন্ত্রপুতঃ ব্যান্ডেজ। এটা হাতে বেঁধে আমি যে বাউটে নেমেছি, কোনওটাতেই হারিনিকো। বহু বচর যত্ন করে রেকে দিইচি। ভেবেচিলুম, এমন কাউকে দেব, যে বাংলার মান রাকবে।'

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে শ্যামাচরণবাবু দুটো লাল রঙের ব্যান্ডেজ এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে স্ট্যালোন দেখল, স্ট্যান্ডার্ড ক্রেপ্ট ব্যান্ডেজ নয়। আসলে শাড়ির চওড়া পাড়। ও বলল, 'কোত্থেকে পেয়েছিলেন এই শাড়ির পাড়?'

'বীরভূমের কঙ্কালীতলার মন্দিরে। নাম শুনেচ সেই মন্দিরের? সারা দেশ জুড়ে সতীর যে একান্নটা পীঠস্থান রয়েচে, তার একটি হল গে ওই কঙ্কালীতলায়। সতীর কোমরের অংশটা ওইখেনে পড়েছেল। মায়ের পরনের শাড়ির পাড় কেটে আমার হাতে দিয়েচিলেন কঙ্কালীতলার এক সাধু। হাতে বেঁধে নিলেই শরীরে মারাত্মক জোর এসে যেত।'

'কিন্তু স্যার এই ব্যান্ডেজ হাতে বেঁধে তো এখন নামা যাবে না। রেফারি অ্যালাউ করবেন না।'

'তা'লে তুমি কোমরে জড়িয়ে নেমো। তোমার কোমরে কী আছে, রেফারি তো আর তা দেখতে যাবেন না। আমি বলচি, এটা তুমি রেকে দাও। ইম্পরট্যান্ট বাউটের সময় কোমরে বেঁধে নেবে, কেমন? এ বার দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে এট্টু শোও তো বাছা। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গ্যাচে।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'তুমি ডাকলেই আসা যাবে। জীবনে খ্যাখনই তুমি মুষড়ে পড়বে, আমায় মনে মনে স্মরণ করো স্ট্যালোন। আমি চলে আসব। আর কতা নয়, তোমার সেল-এ ওয়ার্ডার আমায় দেকলেই চেল্লামেল্লি শুরু করবে। আমি একন চলি। আর শোনো, আমার কতা খবর্দার কারও কাছে বলতে যেও নাকো।'

একটু পরে স্ট্যালোন পাশ ফিরে চোখ খুলতেই দেখল সেল-এ কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে বসল। ও বুঝতে পারল না, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, নাকি সত্যিই শ্যামাচরণ লাহা বলে কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এদিক ওদিক তাকাতেই ওর নজরে পড়ল কম্বলের উপর দুটো শাড়ির পাড় পড়ে রয়েছে। পাড় দুটো সযত্নে ও প্লাস্টিকের ঝোলার ভিতর ঢুকিয়ে রাখল।

BanglaBook.org

ছয়

অফিসে ঢুকতেই কালকেতু ফোন পেল অরিন্দমদার, 'কাগজে তোমার লেখাটা সকালে পড়েছি ভাই। খুব ভাল লাগল। সকালে নাইজেল বলে ছেলেটা আমায় ফোন করেছিল। ও তোমাকে পার্সোনালি থ্যাঙ্কস জানাতে চায়। তোমার ফোন নাম্বারটা কি ওকে দেব?'

গতকাল বাল্মিকী প্রতিভা নাটকের রিভিউটা লিখে দিয়ে গিয়েছিল কালকেতু। সেটা আজকের কাগজে বড় করে বেরিয়েছে। মূল চরিত্রে যে ছেলেটা অভিনয় করেছিল, সেই নাইজেল খুনের জন্য সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। তাঁর সম্পর্কে আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছিল কালকেতু। সেজন্যই বোধহয় ছেলেটা ধন্যবাদ জানাতে চায়। ও বলল, 'আমার ফোন নাম্বারটা নাইজেলকে দিয়ে দিন। ভালই হল, ফোনটা করলেন। একটু পরে আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। দু'মিনিট কথা বলা যাবে এখন?'

'এত হেজিটেট করছ কেন কালকেতু? বলো, কী বলতে চাও। আমার হাতে অনেক সময় আছে।'

'দিন দুয়েক ধরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে মারপিট নিয়ে একটা খবর টিভি চ্যানেলগুলো করে যাচ্ছে। আপনার কি তা চোখে পড়েছে?'

'দেখেছি। জেলার রাহুল সিনহাকে আমি ডেকেও পাঠিয়েছিলাম। ওর মুখে যা শুনলাম, তাতে ওই খবরটায় গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করিনি। সেই কারণে কন্ট্রাডিক্টও করিনি। কিন্তু, তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন কালকেতু?'

'দমদম সেন্ট্রাল জেলে বিনয় সরকার বলে একজন হেড ওয়ার্ডার আছেন। যত নষ্টের গোড়া ওই লোকটাই। আমি কিন্তু আমাদের এক রিপোর্টারকে ওর পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি। খুব সম্ভব কাল বা পরশু ওর বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট আমাদের কাগজে বেরোবে।'

'তোমরা কী লিখবে, সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই কালকেতু। আমিও অনেক কিছু শুনেছি বিনয় সরকার সম্পর্কে। অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে লোকটার সম্পর্কে। ওকে মালদহ জেলে ট্রান্সফার করার ডিসিশন নিয়েছি। কিন্তু, একটু ইতস্তত করছিলাম। কেননা,

BanglaBook.org

চিঠিটা হাতে ধরালেই লোকটা পার্টির নেতাদের কাছে গিয়ে হত্যে দিত। যাক গে, তোমার লেখাটা বেরলে আমার খুব সুবিধে হয়ে যাবে। বিনয় সরকার এমনিতেই প্রায় সাত-আট বছর ধরে রয়েছে দমদমে। তাই মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে। এবার আর ট্রান্সফার কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু, একটা রিকোয়েস্ট, তোমাদের লেখায়... দেখো, আমাকে যেন কোনও প্রবলেমে পড়তে না হয়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন অরিন্দমদা।'

'তোমাকে আর একটা রিকোয়েস্ট করার আছে ভাই।'

অরিন্দমদা হলেন আইজি কারেকশনাল হোম। আইএএস অফিসার। তার উপর শ্বশুরবাড়ির তরফে আত্মীয়। তাঁর অনুরোধ করার ধরনটার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেই কালকেতু বলল, 'রিকোয়েস্ট নয়, আদেশ করুন দাদা।'

'আলিপুর জেলে প্রিজনারদের একটা টিম আছে, যারা রাজ্য কবাডি লিগে খেলে। ওদের কোচ ছেলেটা আমার কাছে সেদিন দুঃখ করছিল, ওদের খেলার রেজাল্ট নাকি তোমাদের কাগজে বেরোয় না। একটু দেখবে, যাতে দু-এক লাইন অন্তত বেরোয়। ছেলেরা তাতে উৎসাহ পাবে।'

'ঠিক আছে, আমি রিপোর্টারদের বলে দিচ্ছি।'

'আর একটা কথা। সেদিন আমি প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, কয়েকজন কনভিক্ট বেশ ভাল লেভেলের ফুটবল খেলছে। ওদের দেখে, প্রিজনারদের একটা ফুটবল টিম বানানোর কথা হঠাৎ মাথায় এল। ভাবছি, আইএফএ-র কাছে একটা চিঠি লিখব। যাতে তলার কোনও ডিভিশনে খেলার সুযোগ ওরা দেয়। তোমার কি মনে হয়, ওরা সুযোগ দেবে?'

'লিখে দেখুনই না। আমার সঙ্গে কালই আইএফএ সেক্রেটারির দেখা হবে। আপনার ইচ্ছেটা ওকে জানিয়ে রাখব। শুনে ভাল লাগছে দাদা, প্রিজনারদের আপনি খেলাধুলোয় এনগেজড রাখতে চাইছেন। সেদিন দমদম জেলে একটা ছেলেকে দেখলাম, যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন বক্সার হতে পারত। ছেলেটা এত পোটেনশিয়াল ছিল যে, আমি নিজে ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে।'

BanglaBook.org

'ছেলেটার নাম আমাকে দিও তো ভাই। ওকে নিয়ে তোমার মাথায় যদি কোনও প্ল্যান আসে, আমায় জানিও। পারলে রোববার ফুল্লরাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসো না। নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।'

আরও দু'একটা কথা বলার পর ওপ্রান্তে অরিন্দমদা লাইনটা কেটে দিতেই কালকেতু উঠে পড়ল। রিপোর্টিং সেকশনে ঢুকে ও দেখল, তথাগত ওর সিটে নেই। সকালবেলায় তথাগতকে ফোন করে ও একটা কাজ দিয়েছিল। লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো কাগজ ঘেঁটে স্ট্যালোন অর্থাৎ কিনা রণজয় মিত্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বের করার। সিটে নেই মানে, তথাগত নিশ্চয় লাইব্রেরিতে রয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, বেলা প্রায় একটা বাজে। একটু পরেই ওকে বেরতে হবে। বেলা আড়াইটার সময় আইটিসি সোনার হোটেলে একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরোতে না পারলে ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছতে পারবে না। তথাগতর সঙ্গে কথা বলার জন্য কালকেতু লিফটে করে চারতলায় উঠে গেল।

যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই। লাইব্রেরিতে পুরনো কাগজের মাইক্রো ফিল্ম করা আছে। সেই মেশিনে বসে তথাগত পুরনো কাগজ দেখছে। টেবলে পেপার কাটিংয়ের কিছু জেরক্স কপি রাখা রয়েছে। তার মানে, স্ট্যালোন সম্পর্কে কিছু তথ্য ইতিমধ্যেই ও বের করে ফেলেছে। দেখে মনে মনে খুশি হল কালকেতু। তথাগত খুব চটপটে টাইপের ছেলে। এই কারণেই কালকেতু ওকে খুব পছন্দ করে। রহস্যভেদের বড় কোনও দায়িত্ব নিলে তথাগতকে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেয়। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে ফেরার পরদিনই কালকেতু ঠিক করে নিয়েছিল, স্ট্যালোনের কেসটা ও হাতে নেবে। এমনও তো হতে পারে, বহরমপুরের পুলিশ অত্যন্ত দায়সারাভাবে তদন্ত করেছে। তাতে অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছে। হয়তো স্ট্যালোনের কোনও দোষই নেই। কেউ ওকে জড়িয়ে দিয়েছে কিডন্যাপিং আর মার্ডার কেসে!

টেবলের কাছে গিয়ে কালকেতু বলল, 'কী রে, কোনও ইনফর্মেশন পেলি স্ট্যালোন সম্পর্কে।'

'অনেক। ওকে নিয়ে খবরটা করেছিল আমাদের বহরমপুরের

BanglaBook.org

করেসপন্ডেন্ট নুরুল আবেদিন। ওর রিপোর্টগুলো...যা আমাদের কাগজে বেরিয়েছে...প্রায় সব বের করে ফেলেছি। কিন্তু, বিহাইন্ড দ্য রিপোর্ট আরও কিছু ইনফর্মেশন থাকলেও থাকতে পারে। সেজন্য লাইব্রেরিতে এসে নুরুলকে আমি ফোন করেছিলাম। ও তখন ভাগিরথী এক্সপ্রেসে। কলকাতার দিকে আসছে। একটু পরেই ওর এই অফিসে ঢোকার কথা। ভালই হল কালকেতুদা, ওর সঙ্গে অফিসে বসেই আপনি আজ কথা বলে নিন। বাড়তি কিছু খবর পেয়ে যাবেন।'

'নুরুল কি আজকেই ফিরে যাবে?'

'মনে হয়, সন্ধের ভাগিরথী এক্সপ্রেসেই চলে যাবে।'

'তা হলে তুই ওর সঙ্গে বসে যাস। আমাকে এখন একটু বেরোতে হবে। তার আগে স্ট্যালোনের কেস হিস্ট্রিটা ছোট্ট করে আমায় বল তো।'

'বহরমপুরের গোরাবাজারে সদাশিব চৌধুরী বলে একজন বিজনেসম্যান আছেন। তিনি খুবই ইনফ্লুয়েনশিয়াল। তাঁর মেয়ে কঙ্কণাকে স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছিল। সেই মেয়েটা তখন স্কুল থেকে ফিরছিল। পরদিন সকালে সদাশিববাবুর কাছে একটা ফোন আসে। সেইসময় স্ট্যালোন তাঁর কাছ থেকে দশ লাখ মুক্তিপণ চায়। টাকাটা হ্যান্ডওভার করার কথা ছিল ভাগিরথী ব্রিজের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। সেই টাকা হাতে নেওয়ার সময় পুলিশ...মোটর বাইকে বসা স্ট্যালোনকে ধরে ফেলে। ওর সঙ্গে নাকি তখন আরও একজন ছিল। বিপদ বুঝে সে ব্রিজের উপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। আশ্চর্য, স্ট্যালোনও তার নামটা পরে পুলিশের কাছে অথবা কোর্টে ডিসক্লোজ করেনি। পুলিশ তাই ধরেই নিয়েছিল, স্ট্যালোনই মাস্টার মাইন্ড। পরদিন সকালে কঙ্কণা বলে মেয়েটার ডেডবডি পাওয়া যায় ভাগিরথীর ধারে খাগড়ার এক পোড়ো মন্দিরে। চার্জশিটে শুধু স্ট্যালোনের নামই ছিল। কিডন্যাপিং, তার পর মার্ডার।'

'কঙ্কণা বলে মেয়েটার বয়স কত ছিল রে?'

পনেরো-ষোলো বছর। স্ট্যালোনদের ক্লাবে মেয়েটা যোগব্যায়াম শিখতে যেত। কোর্টে পুলিশ বলেছিল, দু'জনে একই পাড়া...

BanglaBook.org

গোরাবাজারে থাকত। তাই কিডন্যাপিংয়ে স্ট্যালোনের সুবিধে হয়েছিল।'

'মোটিভটা কী ছিল? মানে...স্ট্যালোনের কেন দরকার হয়েছিল টাকাটা?'

'সেই সময় নাকি ট্রেনিং নেওয়ার জন্য স্ট্যালোন কিউবা যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পাতিয়ালার কোন কোচ নাকি ওর মাথায় ঢুকিয়েছিল, বক্সিং ট্রেনিং নেওয়ার বেস্ট জায়গা হল কিউবা। দশ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারলে এক বছরের জন্য কিউবায় থেকে ও ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারবে। পুলিশের ধারণা, সেই কারণেই দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছিল স্ট্যালোন।'

'কঙ্কণার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কী বলছে?'

'ডিটেল কিছু নেই। রিপোর্টে দেখলাম, লেখা আছে ওকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।'

'মারা যাওয়ার কতক্ষণ পর ওর ডেডবডিটা পাওয়া যায়?'

'সেটাও আলাদা করে কিছু বলা নেই। নুরুল আমায় বলছিল, বহরমপুর থেকে রোজই ও বড় বড় করে রিপোর্ট পাঠাত। কিন্তু, সেটা কেটে-ছেঁটে খুব সামান্য আমাদের কলকাতা এডিশনে বেরিয়েছে। বহরমপুরের লোকাল নিউজপেপারগুলোতে নিশ্চয়ই তখন খবরটা বড় করে ছাপা হয়েছিল। আমার মনে হয়, ওই কাগজগুলো ঘেঁটে দেখলে অনেক বেশি ইনফর্মেশন পাওয়া যাবে। তবে, নুরুলের কাছ থেকেও এক্সট্রা খবর পাওয়া যেতে পারে।'

'বহরমপুর থেকে তুই একবার ঘুরে আসবি না কি তথাগত? শুক্রবার থেকে ওখানে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ আছে। বেঙ্গল ভার্সেস সিকিম। ম্যাচ তো দেড়দিনেই শেষ হয়ে যাবে। বাকি দেড়দিন তুই খোঁজখবর করে দ্যাখ তো। মুর্শিদাবাদের এসপি হুমায়ুন আহমেদ আমার বন্ধু। ও নিশ্চয়ই তোকে হেল্প করবে।'

তথাগত বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব কালকেতুদা? এই স্ট্যালোন ছেলেটা সম্পর্কে আপনার এত ইন্টারেস্ট কেন?'

'একটাই ইন্টারেস্ট, ওকে ফের বক্সিংয়ে ফিরিয়ে আনা। আমি নিজের চোখে ওর ফাইট দেখেছি তথাগত। ও ভীষণ ট্যালেন্টেড ছেলে।

BanglaBook.org

একেবারে বিজিন্দর কুমারের মতো। আমার সিক্স সেন্স বলছে, ছেলেটা কিডন্যাপ বা মার্ডার করেনি। ওকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো অন্য কোনও কারণ আছে। আমাকে সেই কারণটাই খুঁজে বের করতে হবে। স্ট্যালোন সম্পর্কে সব ধরনের খুঁটিনাটি খবর আমার দরকার। তুই কালই বহরমপুরে চলে যা। উইশ ইউ গুড লাক।' ৮১৬৩

সাত

সেল-এর ওয়ার্ডার মুকুন্দবাবু এসে বললেন, 'তোমার যা কিছু আছে, গুছিয়ে নাও স্ট্যালোন। জেলার সাহেব হুকুম দিয়েছেন, সেল-এ তোমায় আর থাকতে হবে না। সেকেন্ড কাউন্টিংয়ের পর তোমাকে ওয়ার্ডে ফিরে যেতে হবে।

রোজ সকাল-সন্ধ্যায় জেলের বন্দিদের তিন-চারবার করে গোনা হয়। কেউ পালিয়ে গেল কিনা সেটা লক্ষ্য রাখার জন্য। দ্বিতীয়বার গুনতি হয় বেলা ন'টা বাজার পর। মুকুন্দবাবুর কথা শুনে স্ট্যালোন একটু অবাকই হল। এত তাড়াতাড়ি সেল থেকে নিজের ওয়ার্ডে ফিরে যেতে পারবে, ও ভাবতেও পারেনি। চট করে ও প্লাস্টিকের ঝোলাটা গুছিয়ে নিল। দেওয়ালের হুক থেকে ঝোলাটা নামানোর সময় ও একবার দেখে নিল, শ্যামাচরণ লাহা ওকে যে দুটো শাড়ির পাড় দিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যাগের ভিতর আছে কি না। তার পর ঝোলাটা হাতে নিয়ে ও সেল-এর বাইরে বেরিয়ে এল। এই জেলে আট-ন'টার মতো সেল ব্লক আছে। এক একটা সেল দশ বাই সাত ফুট। চাপা ঘরে কাল রাত্তিরে ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। কয়েক পা হেঁটে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডারের অফিসে ঢুকে স্ট্যালোন অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কাল রাতে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভাই? গলা শুনে...উঠে গিয়ে একবার উঁকি মেরে এলাম। কাউকে দেখলাম না। তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বল, নাকি স্ট্যালোন?'

ভাগ্যিস শ্যামাচরণ লাহাকে দেখতে পাননি মুকুন্দবাবু। উনি

BanglaBook.org

বোধহয় রাতের ডিউটিতে ছিলেন। ওয়ার্ডারদের কাজই হল, বন্দিদের দিকে নজর রাখা। শ্যামাচরণ লাহা কাউকে কিছু বলতে বারণ করেছেন। তাই স্ট্যালোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, 'স্যার, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম...মোগোলের।'

শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন মুকুন্দবাবু। ভদ্রলোকের ঘনঘন নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে। এক টিপ নস্যি নিয়ে তারপর বললেন, 'তোমার মধ্যে যে এরকম সেন্স অফ হিউমার আছে, আগে কখনও লক্ষ্য করিনি তো? বরাবর দেখেছি, তুমি কম কথার মানুষ। সাত চড়ে রা কাড় না। বেশ, বেশ...তা, স্বপ্নে মোগোল কী বলছিল তোমাকে?'

'বলল, আর মারধর করিস না ভাই। জেলের ভিতরে আমার খুব বদনাম হয়ে গেছে।'

সেল-এ তালা লাগানোর ফাঁকে হাসিমুখে মুকুন্দবাবু বললেন, 'সত্যি ভাই...ওর মাস্তানির ভান্ডা ফোর হয়ে গিয়েছে। আসলে জেলের ভিতর এতদিন রোয়াবি করে এসেছে। কেউ যে ওকে পাল্টা মেরে... চোয়াল ভেঙে দিতে পারে, কখনও ভাবেনি। প্রায় পাঁচ বছর এই জেলে আছি। এই প্রথম দেখলাম, মোগোলের ভয়ে আগে যারা গুটিয়ে থাকত, তাদের অনেকেই ওপেনলি এখন ওকে গাল দিচ্ছে। এখান থেকে বাইরে বেরলেই সেটা তুমি টের পাবে।'

BanglaBook.org

ওয়ার্ডার অফিসে আরও কয়েকজন বন্দি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে মুখে কুলুপ এঁটে দিল স্ট্যালোন। এদের মধ্যে কে মোগোলের লোক, ও জানে না। পরে হয়তো চুকলি কাটবে মোগোলের কাছে। জেলে নিজেকে নিরাপদ রাখার সব থেকে ভাল উপায় হল, লো প্রোফাইলে থাকা। কম কথা বলা, কোনও ঝামেলায় নিজেকে না জড়ানো, আর সবার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। এই প্রথম জেলে ও বড় ধরনের মারপিটে জড়িয়ে পড়ল। একটা নিরীহ ছেলের উপর র‍্যাগিং ও সহ্য করতে পারেনি। স্ট্যালোন জানত না, মোগোলের বিরুদ্ধে লোকে গাল দিচ্ছে। জেনে ও খুশি হল যে, হাতের জোরটা তা হলে ওর কমে যায়নি। সত্যি যদি মোগোলের চোয়াল ভেঙে থাকে, তা হলে হাসপাতাল থেকে ফিরতে ওর মাসখানেক লেগে যাবে।

অফগার্ড হয়ে গেলে বক্সাররা এ ধরনের মারাত্মক চোট পায়। তাই স্ট্যালোন জানে। কেন নর্টন একবার মহম্মদ আলির চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন। সেরে উঠতে আলির প্রায় মাস খানেক লেগেছিল। রিংয়ে ফিরতে আরও মাস দুয়েক। রিটার্ন বাউটে নর্টনকে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন আলি। মোগোলও জেলে ফিরে এসে ওর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। এটা স্ট্যালোন আন্দাজ করতে পারছে। তাই মুকুন্দবাবুকে ও জিজ্ঞেস করল, 'মোগোল হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবে, জানেন?'

'ঠিক জানি না ভাই। তবে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এই জেলে ওকে রাখা হবে কি না, তা নিয়ে আমার ডাউট আছে। কানাঘুষোয় শুনছি, ওকে নাকি এখান থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে ট্রান্সফার করা হবে। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডে মোগোলের যে মেন রাইভাল, সে হল ভালুক। এতদিন ভালুক প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল বলে, মোগোলকে দমদমে রাখা হয়েছিল। একই জেলে থাকলে দু'জনের মধ্যে রোজ মারপিট লেগে থাকত। আশ্চর্যের কথা হল, মোগোল নিজেই নাকি এখন প্রেসিডেন্সিতে চলে যেতে চাইছে। থাক ও সব কথা। এখন চলো ভাই, ওদিকে গুনতি শুরু হয়ে গিয়েছে।'

মোগোল আর এই জেলে নাও ফিরতে পারে। এই খবরটা শুনে স্ট্যালোনের মন হালকা হয়ে গেল। অন্য বন্দিদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও ইন্ডোর হলের দিকে এগোতে লাগল। দমদমের এই জেলে আসার পর ও প্রথমে ছয় নম্বর ওয়ার্ডে ছিল। সেইসময় সেখানে ওয়ার্ডার ছিলেন এই মুকুন্দবাবু। ভদ্রলোককে প্রথম দিনই ওর ভাল লেগে গিয়েছিল। জেলের অন্য কর্মীদের মতো উনি রূঢ় প্রকৃতির মানুষ নন। দুর্নীতিপরায়ণ তো ননই। সুযোগ পেলে উনি তখন নানা ধরনের গল্প করতেন। স্ট্যালোনের মনে আছে, মুকুন্দবাবুর মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছিল। পরদিন উনি, ওয়ার্ডের প্রত্যেক বন্দিকে মিষ্টি খাইয়ে ছিলেন। মুকুন্দবাবুর মতো কিছু কর্মী আছেন বলেই, জেলখানাটা এখনও নরক হয়ে যায়নি।

সকালে এই সময়টায় বন্দিদের চা দেওয়া হয়। ছোটবেলা থেকেই স্ট্যালোনের চা খাওয়ার অভ্যেস নেই। বরাবর ও দুধ খেয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

জেলে আসার পরও সেই অভ্যেসটা ওর বদলায়নি। ক্যান্টিনে গিয়ে রোজ ও এক গ্লাস করে দুধ খায়। ক্যান্টিনের ম্যানেজার অচিন্ত্য রোজ সকালে দুধ ফুটিয়ে রাখে। ও গেলে গরম দুধ গ্লাসে ঢেলে দেয়। ক্যান্টিনে যাওয়ার জন্যই বাঁ দিকের ইন্ডোর হল পেরিয়ে স্ট্যালোন উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। বাঁ দিকে তাকিয়ে ও দেখল কেস টেবল-এর জন্য প্রায় তিরিশজন বন্দি অপেক্ষা করছে। কাল সন্ধেবেলায় কোর্ট থেকে ওদের পাঠানো হয়েছে। রাতটা ওরা কাটিয়েছে আমদানি ওয়ার্ডে। প্রথম যারা আসে তাদের ওই আমদানি ওয়ার্ডে থাকতে দেওয়া হয়। একুট পরেই জেলার রাহুল স্যার আসবেন। রেজিস্টারে এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে খুঁটিনাটি লেখা হবে। নাম, বাবার নাম, শরীরের বিশেষ চিহ্ন, কী কেসের জন্য জেলে এসেছে, তা লিখে রাখা হবে। তার পর এদের হাতে রেশন কার্ডের মতো একটা কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হবে। কেস টেবলের পর যারা বিচারাধীন, তারা যাবে ইউটি ওয়ার্ডে। বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। কেস টেবল-এর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় তিনজন বিদেশিকে চোখে পড়ল স্ট্যালোনের। হাঁটুতে বুক ঠেকিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। জেলে এটাই নিয়ম। বন্দিদের এইভাবে বসে থাকতে হবে। বিদেশিদের চেহারা বাঙালিয়ানদের মতো। মায়ানমার বা থাইল্যান্ডের লোক হতে পারে। ক্যান্টিনে পৌঁছতেই কে যেন হঠাৎ স্ট্যালোনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। চমকে উঠে স্ট্যালোন দেখল, বিনোদ বলে সেই ছেলেটা...যাকে কাল দুপুরে কান ধরে মোগোল ওঠ-বোস করাচ্ছিল। স্ট্যালোন বলল, 'আরে, তুমি প্রণাম করছ কেন?'

বিনোদ বলল, 'কাইল আপনি আমার যা উপকার করসেন, তায় জীবনেও ভুলুম না।'

শুনে স্ট্যালোন বেঞ্চের উপর বসল। বিনোদকেও বসতে বলল। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার? আঠারো-উনিশের বেশি নয়। কিন্তু, খুব ভাল স্বাস্থ্যের ছেলে। মুখে সরলতার ছাপ আছে। ওর কাঁধে হতে রেখে নরম গলায় স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আগে বলো, তুমি এখানে কেন?'

BanglaBook.org

প্রশ্নটা শুনে চোখের কোণে জল উপচে এল বিনোদের। বলল, 'আর কইয়েন না দাদা। কপাল খারাপ হইলে যা হয়। আমি বাংলাদেশের সাতক্ষীরার পোলা। ইছামতী নদী পার হইয়া বসিরহাটে আইসিলাম। ক্যারাটে টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করতে। আর ফিইরা যাইতে পারি নাই। বিএসএফ আমারে ধইর‍্যা ফেলল। ইল্লিগ্যাল এন্ট্রি। তাই কোর্টে তুইল্যা প্রথমে বসিরহাট জেলে রাখসিল। পরশু এহানে পাঠাইয়া দিসে।'

'তুমি ক্যারাটেকা নাকি?'

'হ দাদা। আমি সাতক্ষীরা জেলা চ্যাম্পিয়ন। আমাগো ওহানকার একজন এজেন্ট আমারে ইন্ডিয়ায় লইয়া আইসিল। কইল, পাসপোর্ট-ভিসা কিৎসু লাগব না। বিএসএফরে ম্যানেজ কইর‍্যা রাখসি। আসল সময় দেহি, সে পলাইসে।'

'এখন কী হবে? তুমি বাংলাদেশে ফিরে যাবে কী করে?'

'কইলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে সব জানাইসি। একজন অফিসার দেখা করতে আইসিল। অরা চেষ্টা করতাসে। জানি না, কবে ছাড়া পামু।'

ক্যান্টিনের ম্যানেজার অচিন্ত্য গ্লাসে দুধ নিয়ে এসেছে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'আরেক গ্লাস দুধ নিয়ে এসো। এই ছেলেটাকে দাও।'

বিনোদ বলল, 'দাদা, একখান কথা কমু? আপনে কি বক্সিং করেন?'

দুধে চুমুক দিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'কী করে বুঝলে?'

'কাইল যা একখান রাইট আপারকাট মাইরলেন, দেইখ্যা আমার মনে হইল। দাদা, আমারে এড্ডু শিখাইবেন? আমি শুরু করসিলাম বক্সিং দিয়া। পরে ক্যারাটেতে চইল্যা যাই। কতদিন প্র্যাকটিস করতে পারি নাই। শরীলটা ঢ্যাসঢ্যাস করত্যাসে।'

'দুধটা খেয়ে নাও। তারপর চলো, মাঠে তিনপাক দৌড়ে আসি। তারপর আমার সঙ্গে ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামটা করে নিও। তা হলেই গায়ের ম্যাজম্যাজানি সেরে যাবে।'

কথাটা বলেই স্ট্যালোন চুপ করে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

দুধে চুমুক দিতে লাগল। জেলে দ্বিতীয়বার গুনতির আগে রোজ ও একা ফুটবল মাঠে তিন-চার চক্কর মারে। তারপর ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে নেয় প্রায় আধঘণ্টা ধরে। বহরমপুরে যখন বক্সিং করত, তখন স্কোয়ার ফিল্ডে গিয়ে প্রথমে তিন চক্কর মারত। তারপর ঘড়ি ধরে অন্তত এক ঘণ্টা স্কিপিং। তাতে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত। তারপর আধ ঘণ্টা স্কিল আর স্পিড বল প্র্যাকটিস। স্পারিং পার্টনার দিব্যেন্দুকে নিয়ে আরও আধ ঘণ্টা বক্সিং ট্রেনিং। ওর পুরো শরীর থেকে তখন দরদর করে ঘাম ঝরত। স্ট্যালোন ট্রেনিং চালিয়েই যেত, যতক্ষণ না কালেক্টরেটের মোড়ে রিকশায় বসা রুসাতিকে ও দেখতে পেত। তখনই ও বুঝতে পারত, বেলা পৌনে দশটা বেজে গিয়েছে। ওদের সেভেন স্টারস ক্লাবের পাশ দিয়েই রুসাতি তখন যেত নতুনবাজারের মহাকালী পাঠশালায়। ওকে দেখে স্ট্যালোন দ্বিগুণ উৎসাহে ঘুসি মারত পাঞ্চিং ব্যাগে।

মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী বলে রুসাতিকে খুব খ্যাপাত স্ট্যালোনরা। গোরাবাজারে রথীন স্যারের কোচিং ক্লাসে রোজ বিকেলে দেখা হত রুসাতি আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে। স্ট্যালোনরা ছড়া কেটে বলত, 'মহাকালী পাঠশালা, বিদ্যা হবে কাঁচকলা।' মেয়েরা বলত, 'মহাকালী কালো, বিদ্যা হবে ভালো।' কী সুন্দর দিন ছিল সেসব। কোচিং ক্লাসের পর ওরা ভাগিরথীর ধারে বেড়াতে যেত। কত স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যৎ নিয়ে। সব ছাড়খার হয়ে গেল এক মুহূর্তের একটা সিদ্ধান্তে। অতীত থেকে মনটাকে জোর করে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল স্ট্যালোন। তখনই কেস টেবলে একটা দৃশ্য দেখে ও উঠে দাঁড়াল।

দুধের গ্লাসটা বেঞ্চের উপর ঠক করে রেখে ও বিনোদকে বলল, 'এই, একটু আগে তুই বক্সিং প্র্যাকটিসের কথা বলছিলি না? আয়, আমার সঙ্গে আয়।' ৯৬৬৫

BanglaBook.org

আট

কলেজের কয়েকজন সহকর্মীকে ফুল্লরা ডিনারের নেমন্তন্ন করেছে। সেই কারণে সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসছিল কালকেতু। পিজি হাসপাতালের

পাশ দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় ওর চোখে পড়ল, ফুটপাত দিয়ে বুচানদা হেঁটে যাচ্ছেন। সিগন্যাল খোলা, ব্যস্ত রাস্তায় এই সময়টায় গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। পুলিশ এসে ধরবে। তবুও গোখেল স্কুলের কাছে গাড়ির গতি কমিয়ে কালকেতু ডাকল, 'বুচানদা, ও বুচানদা...যাচ্ছেন কোথায়?'

বুচানদা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটছেন। ডান পা-টা একটু টেনে টেনে। পরনের পোশাক-আশাকও মলিন। কুড়ি বছর আগে এই লোকটাই যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন সবাই তাকিয়ে থাকত। ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসের সিলভার মেডালিস্ট বক্সার ধৃতিমান বাগচী। ছ'ফুট লম্বা শরীর, টি শার্ট ভেদ করে ওঁর পেশিগুলো তখন সবার নজর কাড়ত। বুচানদা চাকরি করতেন তারাতলার ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে। হরিশ মুখার্জি রোডের উল্টোদিকে একটা বাড়িতে থাকতেন। বক্সিং থেকে অবসর নেওয়ার পর পাতিয়ালায় গিয়ে এনআইএস ডিগ্রি নিয়ে আসেন বুচানদা। তারপর দীর্ঘদিন ইন্ডিয়া টিমের কোচ ছিলেন। তখন অনেক ছেলেকে তৈরি করেছেন। কিন্তু, হঠাৎ একদিন বক্সিং থেকে সরে যান। কালকেতু শুনেছে, অতিরিক্ত মদ্যপানের নেশাই ডুবিয়েছে বুচানদাকে।

ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কালকেতু। তারপর পা চালিয়ে বুচানদার কাছে গিয়ে বলল, 'কখন থেকে আপনাকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?'

মুখ তুলে বুচানদা তাকালেন। চিনতে পেরে বললেন, 'এখানে গাড়ি চলাচলের এত শব্দ, তাই শুনতে পাইনি। কেমন আছেন কালকেতুবাবু?'

'ভাল। অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কেমন আছেন?'

'ভুল প্রশ্ন করলেন। বলুন, আপনি এখনও কেন আছেন?'

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল কালকেতু। হতাশা...হতাশা থেকেই কথাটা বললেন বুচানদা। ও বলল, 'বাড়ির দিকে যাচ্ছেন নাকি? আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই। যেতে যেতে কথা বলা যাবে।'

বুচানদা বললেন, 'চলুন তা হলে।'

BanglaBook.org

গাড়িতে উঠেই বুচানদা বললেন, 'হরিশ মুখার্জি রোডে আমি আর থাকি না কালকেতুবাবু। ওই বাড়ি আমি বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আমি থাকি মুদিয়ালিতে এক ভাড়া বাড়িতে। ভর সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরতে ভাল লাগে না। স্ত্রী অনেকদিন হল, আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মেয়ে থাকে আমেরিকায়। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। যদি সম্ভব হয়, আমাকে একটু লেক ক্লাব পর্যন্ত লিফট দেবেন? এই সময়টায় রোজ ওই ক্লাবেই আমি সময় কাটাই মদ্যপান করে।'

কালকেতু বলল, 'আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি লেক ক্লাবের পাশ দিয়েই গল্ফ গ্রিনে যাব। আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

'পিজি হাসপাতালে। নিশীথ ওখানে ভর্তি হয়েছে। আপনার কি মনে আছে নিশীথকে? নিশীথ ব্যানার্জি...ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে যে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ফেদারওয়েটে। ওর বউ আজ সকালে ছুটে এসেছিল আমার বাড়িতে। নিশীথের প্রসট্রেট প্রবলেম। অপারেশন করাতে হবে। টাকার দরকার। আমি হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে এলাম।'

এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জ মেডালিস্ট টাকার অভাবে অপারেশন করাতে পারছেন না, এটা একটা খবর। তাই কালকেতু বলল, 'নিশীথ ব্যানার্জিকে মনে থাকবে না, এটা আপনি কী বলছেন বুচানদা? সেভেন্টিজে ওই সময়টায় বাংলার বক্সার বলতে তো ছিলেন আপনি আর নিশীথবাবু। আমার সঙ্গে ওঁর ভাল যোগাযোগ ছিল। উনি তো চাকরি করতেন ইস্টার্ন রেলে। পরে ভবানীপুর বক্সিং ক্লাবটা চালাতেন। কোচিংও করতেন। ওঁর এত আর্থিক দুরবস্থা হল কেন?'

'রিটায়ার করার পর অফিস থেকে নিশীথ যা টাকা পয়সা পেয়েছিল, সব গলে গিয়েছে দুই মেয়ের বিয়ে দিতে। ছেলে বিয়ে করার পর আলাদা হয়ে গিয়েছে। পেনশনের টাকা আর এশিয়ান গেমসের মেডেলটা ছাড়া ওর হাতে আর কিছু নেই। ওর বউ বলল, মাঝে নাকি একবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল। ওর অবস্থা আমার থেকেও খারাপ কালকেতুবাবু। আপনি কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবেন ওকে? আপনারা রিপোর্টার। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন।'

BanglaBook.org

'আপনি চিন্তা করবেন না বুচানদা। ওর স্ত্রীর যদি কোনও ফোন নাম্বার থাকে তা হলে আমায় দিন। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলে একটা রিপোর্ট করে দিচ্ছি। বিনা পয়সায় যাতে অপারেশনটা হয়, তার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। দরকার হলে স্পোর্টস মিনিস্টারের সঙ্গেও আমি কথা বলব।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু, দুঃখের কথা হল, নিশীথদের কোনও ফোন নেই। ওদের বাড়িটা হল টিপু সুলতান মসজিদের কাছে আনোয়ার শাহ রোডে। যদি পারেন, বাড়িতে গিয়ে ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। কাল সকালের দিকে ওকে পেয়ে যাবেন।'

'পিজি-তে নিশীথদা কোন্ ওয়ার্ডে আছেন?'

'রোনাল্ড রস বিল্ডিংসে। বেড পাওয়া যাচ্ছে না। বেচারী তাই মেঝেতেই শুয়ে রয়েছে। আমি গিয়ে কথা বললাম সুপারের সঙ্গে। বললামও, পেসেন্ট ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন বক্সার, মেডেল এনেছে দেশের হয়ে। উনি কী বললেন, জানেন? এ রকম মেডেল অনেকেই এনেছেন। রাগে ওঁর ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। কেন এত অবজ্ঞা, বলুন তো? তখন ইচ্ছে করছিল, ঘুসি মেরে ভদ্রলোকের চোয়ালটা ফাটিয়ে দিই।'

'আপনার এই কথাটা আমি লিখতে পারি?'

'কেন নয়? আমার তো মনে হয়, লেখা উচিত। পেসেন্ট যদি পিকে ব্যানার্জি বা অরুণ ঘোষ হতেন, তা হলে কি সুপার এই রকম তাচ্ছিল্য করতে পারতেন? ওদের থেকে নিশীথ কম কিসে?'

বুচানদা মারাত্মক রেগে রয়েছেন। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরাল কালকেতু। সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে সোজা চলে যাবে লেক ক্লাবের দিকে। এই বুচানদাকে ও প্রথম দেখেছিল সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচার-এর একটা অনুষ্ঠানে। বাইশ বছর আগেকার কথা। কালকেতু তখন সদ্য সাংবাদিকতা শুরু করেছে। রাসবিহারীর গুরুদ্বারার পাশে ছোট্ট পার্কে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের বক্সিং রিংয়ের উদ্বোধন। সেখানে এসেছিলেন টাটা কোম্পানির চেয়ারম্যান রুসি মোদি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার তুষার

BanglaBook.org

তালুকদার, ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ রঘুবীর সাক্সেনার মতো নামী মানুষরা। কাগজের তরফে সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট করতে গিয়েছিল কালকেতু। রিং উদ্বোধনের পর প্রাক্তন বক্সারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে হাজির ছিলেন এই বুচানদা ওরফে ধৃতিমান বাগচী। বক্সার মহলে বুচানদার জনপ্রিয়তা দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল কালকেতু। সবাই ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিল। অতদিন আগেকার কথা, তবুও মনে আছে একটাই কারণে। সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে রুসি মোদি বলেছিলেন, জামশেদপুরে ফুটবল অ্যাকাডেমির মতো তিনি একটা বক্সিং অ্যাকাডেমিও খুলতে চান। তাঁর খুব ইচ্ছে, সেই অ্যাকাডেমিতে কিউবা থেকে ট্রেনার নিয়ে আসবেন। তবে ধৃতিমান বাগচী যদি চান, তা হলে সেই অ্যাকাডেমিতে জয়েন করতে পারেন। সংবর্ধনা নেওয়ার পর বুচানদা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, রুসি মোদির মতো মানুষ তাকে অ্যাকাডেমিতে চাইছেন, এতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। কিন্তু, তিনি নিজে জাতীয় দলের কোচ হতে চান। দেশকে যাতে আরও বেশি করে সার্ভিস দিতে পারেন। হাততালির ঝড় হয়ে গিয়েছিল সেদিন ওঁর এই বক্তব্যের পর।

টাটা বক্সিং অ্যাকাডেমির দায়িত্বটা নিলে বুচানদাকে এখন কারও গাড়িতে লিফট নিতে হত না। নিজের গাড়িতেই তিনি পিজি হাসপাতালে আসতে পারতেন। নিশীথদাকে হয়তো আরও বেশি আর্থিক সাহায্য করতে পারতেন। সার্দান অ্যাভিনিউ দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কালকেতুর মনে হল, খেলার জগতে বুচানদার মতো মানুষগুলো একেবারে আলাদা। এঁরা নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কখনও চিন্তা করেননি। সেই কবে পঁয়ত্রিশ বছর আগে এশিয়ান গেমসে গিয়েছিলেন নিশীথদার সঙ্গে। এখনও তাঁকে ভোলেননি। সঞ্চিত অর্থের কিছুটা দিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য। প্রাক্তন সতীর্থের জন্য এমন সহমর্মিতা কি এখন দেখা যায়? কালকেতু ওর সাংবাদিক জীবনে অন্তত কখনও দেখেনি। ও ঠিক করে নিল, বাড়িতে ফিরেই নিশীথদার অসুস্থতার কথা মুখে সৌরাংশুকে বলে দেবে। যাতে কাল সকালের কাগজে বড় করে ওই রিপোর্টটা বেরোয়।

BanglaBook.org

এই বুচানদা একটা সময় সত্যিই দেশকে সার্ভিস দিয়েছেন। মাসের পর মাস ঘরবাড়ি ছেড়ে পড়ে থেকেছেন পাতিয়ালায় সাই ক্যাম্পে। নিজের সংসারকে উপেক্ষা করেছেন। কালকেতু শুনেছে, বুচানদার স্ত্রী নাকি ডিভোর্স দিয়েছিলেন। তা নিয়ে কোনও আক্ষেপও ছিল না মানুষটার। বক্সার তৈরি করাতেই মগ্ন থেকেছেন। কত ভাল ভাল বক্সার বেরিয়ে এসেছে ওঁর কোচিংয়ে। সুখবিন্দর সিং, সত্যনারায়ণ, মহম্মদ নিসার, হিমাংশু দাশগুপ্ত...সবগুলো নাম চট করে মনে এল না কালকেতুর। হিমাংশু ছেলেটাকে তো বুচানদা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন কসবার এক বস্তি থেকে। টানা তিনবার ন্যাশনাল খেতাব জেতার পর টাটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। কালকেতুর মনে আছে, হিমাংশু প্রথমবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর ও ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিল কসবায়। তখন হিমাংশু বলেছিল, 'বুচানদার কথা আমি সারা জীবনেও ভুলব না। দরকার হলে ওনার জুতো মাথায় নিয়ে হাঁটতেও আমি রাজি।'

টাটা কোম্পানির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হিমাংশু এখন মাঝে মাঝে কাগজের অফিসে আসে। এখন ন্যাশনাল টিমের সিলেক্টর। বলতে গেলে, ও এখন সেলেব্রিটি। টিভিতে হেলথ ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপনে প্রায় ওকে দেখা যায়। ইচ্ছে করলে নিশীথদার জন্য ও কিছু টাকা পয়সা তুলে দিতে পারে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র কালকেতু বলল, 'হিমাংশু কেমন আছে বুচানদা? আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়?'

প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন বুচানদা। তারপর বললেন, 'ওর কথা আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করবেন না কালকেতুবাবু। বাংলার বক্সিং নিয়েও কোনও কথা নয়। ওই জগৎটা ছেড়ে আমি চলে এসেছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। প্লিজ, সে সব মনে করানোর চেষ্টা করবেন না।'

বুচানদার গলার স্বর শুনে কালকেতু আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস পেল না। হিমাংশু বোধহয় কোনও কারণে বুচানদার মনে আঘাত দিয়েছে। সেই কারণেই উনি রেগে আছেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটার মধ্যে বোধহয় অভিশাপ আছে। চিরদিন টেঁকে না। একদিন না একদিন শিষ্য কারও না কারও গুরু হয়ে যায়। তখনই সংঘাত বাঁধে। অসিত

BanglaBook.org

ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করলেই অবশ্য সব জানা যাবে। ও নিশ্চয়ই সব জানে। খানিকক্ষণ পর লেক ক্লাবের সামনে কালকেতু গাড়িটা দাঁড় করাতেই বুচানদা দরজা খুলে নেমে গেলেন। পিছন ফিরে আর তাকালেনই না। ওঁর ফোন নাম্বারটা চেয়ে নেওয়ারও সময় পেল না কালকেতু।

নয়

রাহুল স্যার বললেন, 'ভাগ্যিস, তুমি ওই সময়টায় কেস টেবল-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন স্ট্যালোন। না হলে তো আমাদের দু'তিনজনকে আজ হাসপাতালে পাঠাতে হত।'

জেলার সাহেবের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যালোন। ঘরভর্তি লোক। তাদের মাঝে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে তিন বিদেশি। ওদের দেখে এখন অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না, একটু আগে ওরা কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল। কেস টেবল-এ যখন ওদের নাম রেজিস্টার করা হচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ উঁচু গলায় ওরা কী যেন বলতে শুরু করে। কিন্তু, কোন্ ভাষায় কথা বলছে, সেটা কেউ বুঝতে পারছিলেন না। কেস টেবলের সময় জেলের সুপার থেকে জেলার, হেড ওয়ার্ডার...সবাই হাজির থাকেন। বিনয় সরকারও তখন ওখানে ছিলেন। হঠাৎই বিদেশিদের একজন লাফিয়ে উঠেই মারতে শুরু করে বিনয় সরকারকে। সেই দৃশ্যটা স্ট্যালোনের চোখে পড়েছিল ক্যান্টিনে বসে দুধ খাওয়ার সময়। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদকে নিয়ে ও দৌড়ে যায়। বিদেশি ছেলেটা বোধহয় কিক বক্সিং জানে। বিনয় সরকারকে ওরা যেভাবে লাথি মারছিল, তাতে স্ট্যালোনের মনে হয়েছিল, ও কিক বক্সিং চর্চা করে। ইএসপিএন চ্যানেলে স্ট্যালোন আগে খুব বক্সিং দেখত। ও আর বিনোদ কায়দা করে বিদেশিটাকে জাপটে না ধরলে, আরও অনেকক্ষণ ধরে ও তাণ্ডব চালিয়ে যেত।

রাহুল স্যার গেট অফিস থেকে কাগজপত্তর চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিন বিদেশি কোন্ দেশ থেকে এসেছে, সেটা জানার জন্য। একজন

BanglaBook.org

সাজাওয়ালা সেই ফাইল নিয়ে এসেছে। তার হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে কাগজে চোখ বুলিয়ে রাহুল স্যার বললেন, 'এই বিদেশিরা হল বার্মিজ। মানে মায়ানমারের সিটিজেন। ফিশারম্যান। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে এরা সুন্দরবনে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। কোস্টাল গার্ড এদের ধরে ফেলে। মাস তিনেক প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। ওখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

গেট অফিস থেকে যে সাজাওয়ালা কাগজপত্তর নিয়ে এসেছে, স্ট্যালোন তাকে ভালোমতো চেনে। লোকটার নাম ভবানী। ওরই মতো খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল হয়েছে ভবানীর। বিনয় সরকারের ঘনিষ্ঠ। অনেক কুকীর্তির সাক্ষী। চোখের সামনে স্ট্যালোন প্রতিদিনই দেখে, জেলের ভিতর এখন এই লাইফারদেরই রমরমা। কেননা, বন্দিদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করে, এরা বিনয় সরকারের মতো অফিসার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। রাহুল স্যার কথা শেষ করতেই উপরপড়া হয়ে ভবানী বলল, 'এই ফরেনারগুলো ডেঞ্জারাস স্যার। এদের সেল-এ পাঠিয়ে দিন।'

রাহুল স্যার কড়া চোখে তাকালেন ভবানীর দিকে। স্ট্যালোন জানে, স্যার বিনয় সরকারের সাজাওয়ালাদের পছন্দ করেন না। ভবানীকে কী বলতে গিয়েও উনি নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মুকুন্দবাবু, এই ফরেনাররা হঠাৎ কেন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠল, সেটা কী করে জানা যায়, বলুন তো?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'এদের ভাষা বুঝতে না পারলে সেটা জানবেন কী করে স্যার?'

'চেতলায় আমার ভাইয়ের বাড়ির কাছেই একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। শুনেছি, সেখানে মায়ানমারের লোক থাকে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেউ না কেউ এসে পড়বেন। তখন কথা বলে জেনে নেওয়া যাবে, হঠাৎ কেন এরা খেপে গিয়েছিল।'

'তা হলে তো খুব ভাল হয় স্যার।'

'আপনার উপর এদের দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। নজর রাখবেন, এদের যেন কেউ উত্যক্ত না করে। আমি ফের কেস টেবলে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'এদের কি এখানেই বসিয়ে রাখব?'

'থাকুক এখানে। স্ট্যালোনকেও সঙ্গে রাখুন। হঠাৎ যদি কোনও কিছু করে বসে, তখন সামলাবে।'

কথাগুলো বলে রাহুল স্যার বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। গতকাল কম্পিউটারে একটা কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিল। বাকি কাজটা সেরে নেওয়ার জন্য স্ট্যালোন কম্পিউটার খুলে বসল। তখনই মুকুন্দবাবু একটিপ নস্যি নিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে বললেন, 'স্ট্যালোন ভাই, চেষ্টা করে দেখব নাকি? এদের মধ্যে কেউ ইংলিশ জানে কি না?'

স্ট্যালোন বলল, 'একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না।'

পাশ ফিরে মুকুন্দবাবু একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইউ নো ইংলিশ?'

লোকটা বাকি দু'জনের সঙ্গে চোখাচোখি করে সম্মতি নিয়ে বলল, 'আই নো।'

'ভেরি গুড। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?'

'মাই নেম ইজ ম পং। দিজ তু আর মাই কাজিন। আন সুং, তং লিউ।'

ইংরেজি বলছে বটে, কিন্তু দুর্বোধ্য উচ্চারণে। ম পং বলে লোকটার বয়স অন্য দু'জনের থেকে একটু বেশি। মুকুন্দবাবুর মতোই পঞ্চাশের কাছাকাছি। মারপিটের সময় ম পং উঠে এসেছিল। কিন্তু, ও তখন আন সুংকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মুকুন্দবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াই ইয়োর কাজিন ফাইটিং? হোয়াট হ্যাপেনড?'

'দ্যাট জেন্টেলম্যান উইথ স্পেক...মিসবিহেভ।'

চশমাপরা ভদ্রলোক দুর্ব্যবহার করেছে। তার মানে বিনয় সরকার। ওহ, সেই কারণেই আন সুং চটে গিয়েছিল। কারণটা এ বার স্ট্যালোনের বোধগম্য হল। জেলের ভিতর যেসব বন্দি পয়সা দিতে পারে, তারা সুখে থাকে। কিন্তু, যারা তা দিতে পারে না, তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। ম পংরা বিদেশি। টাকা পয়সা পাবে কোথায়? সেই কারণে প্রথম দিনই

BanglaBook.org

বোধহয় ওদের উত্যক্ত করেছে বিনয় সরকারের লোকরা। বয়স কম বলে আন সুং বলে ছেলেটা সম্ভবত নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। মেজাজ খারাপ করে তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তা হলে দোষটা ওর নয়, বিনয় সরকারের। শুনে ছেলেটার উপর মায়া হল স্ট্যালোনের। ওর চোখ কম্পিউটারে, কিন্তু মন এ দিকে। আর চুপ করে থাকতে না পেরে, চেয়ার ঘুরিয়ে ও আন সুংয়ের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'আর ইউ আ কিক বক্সার?'

এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসেছিল আন সুং। কিক বক্সার কথাটা শুনে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোধহয় ইংরেজি জানে না। তাই ম পংয়ের দিকে তাকিয়ে বার্মিজ ভাষায় কী যেন বলল। ম পং তর্জমা করে স্ট্যালোনকে বলল, 'ইয়েস, হি ডাজ কিক বক্সিং। ভেরি পপুলার ইন ইয়াঙ্গন। মাই কাজিন আস্কিং...আর ইউ আ বক্সার? হাউ ইউ নো বক্সিং তেকনিক? হা হা হা।'

ম পংয়ের মুখে নির্মল হাসি। দেখে মনেই হয় না এই লোকগুলোকে খানিক আগে হিংস্র বলে মনে হচ্ছিল। স্ট্যালোন দেখে অবাক হয়ে গেল, ও বক্সিং করত শুনে আন সুং উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রণাম জানাল।

স্ট্যালোনও ভদ্রতা দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতজোড় করে সেই সম্মান গ্রহণ করল। দেখে ম পং বলল, 'উই তু আর ফ্রেন্ডস।'

মুকুন্দবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এ বার বললেন, 'স্ট্যালোনভাই, তোমার তো একটা বন্ধু জুটে গেল। তোমাকেই এদের সামলে রাখতে হবে। কিন্তু, বিনয় সরকারকে তো চেনো। কাল থেকে নিজের লোকজন দিয়ে বুদ্ধের এই শিষ্যদের কী হাল করবে, সেটা বুঝতে পারছি।' বলার ভঙ্গিতে স্ট্যালোনের হাসি পেয়ে গেল। কী হল, ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। কালকেই আমরা জেলের ভিতর একটা বক্সিং ক্লাব খুলে দেব। রাহুল স্যারকে বলে আপনি একটা পাঞ্চিং ব্যাগের ব্যবস্থা করে দিন। তারপর দেখবেন, জেলের ইয়ং প্রিজনাররা কীরকম দলে দলে আমার ক্লাবে যোগ দেয়। আজ সকালেই আমার প্রথম ছাত্রটাকে পেয়ে গিয়েছি। আপনার পাশেই সে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম বিনোদ।'

BanglaBook.org

পাশ ফিরে বিনোদকে দেখে মুকুন্দবাবু বললেন, 'কোথাকার ছেলে?'

'এও এক ফরেনার, বাংলাদেশি। সাতক্ষীরার।'

'তাই নাকি? আরে আমার দেশও তো ছিল সাতক্ষীরায়। আমার বাবা ইন্ডিপেনডেন্সের পরই ইছামতী পেরিয়ে চলে এসেছিলেন বসিরহাটে। আমার বাবার দ্যাশের ছেলে বলে কথা! একেও একটু চোখে চোখে রেখো। আচ্ছা, এই ছেলেটাকে নিয়েই তো তোমার সঙ্গে মোগোলের মারপিটটা হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার। এই সেই ছেলে। আমার কাছে বক্সিং শিখবে বলছে।'

'জেলের ভিতর গুন্ডাগর্দি না করে বক্সিং...আইডিয়াটা খারাপ নয় ভাই। সত্যিই তো, রিংয়ে নেমে দেখাও, কে কত বড় মাস্তান। আমার তো মনে হয়, প্রতিটা ওয়ার্ডে অন্তত তিন-চারজনকে তুমি বক্সিং ক্লাবে পেয়ে যাবে। তা, একটা পাঞ্চিং ব্যাগের দাম কত ভাই?'

'অনেক রকম ব্যাগ আছে। লেদার পাঞ্চিং ব্যাগের দাম আট-দশ হাজারের কম হবে না।'

'বাবা, এত টাকা? মনে হয় না, সুপার স্যার কিনে দিতে রাজি হবেন। তোমাদের কয়েকটা পাঞ্চিং গ্লাভসও তো লাগবে, তাই না? তার দাম কত?'

'লেদার ব্যাগ যদি কিনে দিতে না পারেন, তা হলে প্র্যাকটিসের জন্য আপাতত ক্যানভাসের ব্যাগ দিলেই চলবে। তার দাম ষোলোশো টাকা থেকে আঠারোশো টাকা। এখন অবশ্য কত বেড়েছে, জানি না। গ্লাভসের দাম হাজার-বারোশো। গোটা ছয়েক হলেই চলে যাবে। আর হ্যাঁ, গোটা দশেক স্কিপিং রোপও দরকার। সব মিলিয়ে হাজার দশেক টাকা লেগে যাবে।'

'কিন্তু, প্র্যাকটিসটা করবে কোথায় স্ট্যালোন ভাই?'

'কেন, মাঠের উল্টোদিকে ইন্ডোর হলে। ওখানে তো একটা পোডিয়াম আছে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সেকেন্ড কাউন্টিং অবধি তো ওখানে কিছু হয় না। পোডিয়ামটা আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। ক্লাবঘরে কিন্তু বক্সিং প্র্যাকটিস করা যাবে না।'

BanglaBook.org

জেলের ভিতর একটা ক্লাবঘর মতো আছে। সেখানে গিয়ে বন্দিরা ক্যারাম, টেবল টেনিস খেলে। ফুটবল আর ভলিবলের সব সরঞ্জামও ওই ক্লাবঘরে রাখা থাকে। বছরে একবার করে জেলের ফুটবল আর ভলিবল টিম ম্যাচ খেলতে যায় প্রেসিডেন্সি আর আলিপুরের জেলের সঙ্গে। ফুটবল টিমটা নিয়মিত প্র্যাকটিস করে মিহির দাস বলে একজন কোচের কাছে। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় স্ট্যালোন মনে মনে ছকে নিল, মাস তিনেক সময় পেলে দশ-বারোজনকে ও তৈরি করে নিতে পারবে। দরকার হলে মায়ানমারের এই দু'জনকেও ওরা দলে নিতে পারে। কিন্তু, আন সুং-রা হল ইউটি অর্থাৎ আন্ডার ট্রায়াল। কতদিন এই জেলে থাকবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'একটা কাজ করো ভাই। তুমি রাহুল স্যারের কাছে আগে কথাটা তোলো। জেলে এখন তো আর প্রিজনারদের শুধু আটকে রাখা হয় না। তাদের সংশোধন করারও একটা চেষ্টা থাকে। মুখে অবশ্য সংশোধনের কথাটা বলা হয় বটে, বাস্তবে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। করাপশনে ভরে গিয়েছে টপ টু বটম। শুধু তোমার রাহুল স্যারকেই দেখছি, ব্যতিক্রম। প্রিজনারদের যাতে ভাল হয়, উনি সেটা আগে দেখেন। পারলে, উনিই পারবেন সুপার স্যারের স্যাংশন আদায় করে নিতে। ক্লাবটা যাতে হয়, তার চেষ্টা করো ভাই স্ট্যালোন। আমি হয়তো তোমায় টাকা পয়সা জোগাড় করে দিতে পারব না। কিন্তু, মর‍্যালি তোমার সঙ্গে আছি।'

মুকুন্দবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'সেটাই যথেষ্ট স্যার।'

দশ

বেলভেডিয়ারে অরিন্দমদার বাংলোতে ঢোকার জন্য যে এত হ্যাপা পোহাতে হবে, কালকেতুর তা জানা ছিল না। গেটে সেন্ট্রিদের কাছে আগে নাম লেখাতে হল। তার পর মিনিট পাঁচেক ধরে গাড়ি সার্চ। ইন্টারকমে বারদুয়েক কথাবার্তা চালাচালির পর অবশেষে ভিতরে ঢোকার

BanglaBook.org

অনুমতি মিলল ওদের। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভ ওয়েটা খুব সুন্দর করে সাজানো আলো আর গাছগাছালি দিয়ে। ব্রিটিশ আমলের বাংলো। অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। আইজি, কারেকশনাল সার্ভিসেস। তার জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবেই।

অরিন্দমদা ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সেই কারণে ফুল্লরাকে সঙ্গে নিয়ে কালকেতু এসেছে আই জি-র বাংলোতে। গাড়ি থেকে নামতেই একজন ওদের পৌঁছে দিলেন ড্রয়িং রুমে। বললেন, 'আপনারা বসুন, স্যার আর ম্যাডাম এক্ষুনি আসছেন।'

সোফায় বসতে না বসতেই কালকেতুর চোখে পড়ল, এক কোণে বসে রয়েছে অসিত ব্যানার্জি। বাংলার বক্সিং সংস্থার সেক্রেটারি। ছোটখাটো শরীর, তার উপর মাথায় হ্যাট। বিরাট ওই ঘরে ঢোকার সময় অসিতকে চোখেই পড়েনি কালকেতুর। ফুল্লরাই ওকে বলল, 'ওই দ্যাখো, অসিতবাবু।' ওর সঙ্গে কালকেতুর শেষ দেখা হয়েছিল যুবভারতী স্টেডিয়ামে, যেদিন ডিয়েগো মারাদোনা এসেছিলেন। তা প্রায় তিনবছর হয়ে গেল। তার আগে কিন্তু প্রায়ই অসিত কাগজের অফিসে অথবা গল্ফ গ্রিনের বাড়িতে এসে হাজির হত, বক্সিংয়ের খবর দু'চার লাইন ছাপানোর অনুরোধ নিয়ে। ওকে দেখেই অসিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে, তুমি এখানে? হোয়াট আ সারপ্রাইজ!'

BanglaBook.org

অরিন্দমদার সঙ্গে যে ওর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, সে কথা বলে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন এখানে?'

অসিত বলল, 'আমার অ্যাসোসিয়েশনের দরকারে। বক্সিংয়ে কী চলছে, তা নিয়ে তোমরা বড় কাগজের সাংবাদিকরা তো আজকাল মাথা ঘামাও না। ক্রিকেটের আইপিএল আর ফুটবলের আই লিগ নিয়েই তোমরা পড়ে আছ।'

কালকেতু বলল, 'কেন, এই ক'দিন আগেই তো বক্সিং নিয়ে একটা স্টোরি বেরিয়েছে আমার কাগজে। নিশীথদাকে নিয়ে। একজন এশিয়ান মেডালিস্ট হাসপাতালে অযত্নে পড়ে আছে, অথচ তোমরা কর্তারা কেউ তাঁর খোঁজ নিতেও যাওনি।'

'তোমার রিপোর্টটা পড়ে পরদিনই আমি পিজিতে গিয়েছিলাম

কালকেতু। নিশীথদাকে এখন কেবিনে রাখা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার বলেছেন, অপারেশনের জন্য কোনও খরচ করতে হবে না। তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ছোট করব না ভাই। কিন্তু, বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে এমন ডুবে আছি, অন্য কোনও দিকে মনই দিতে পারছি না। কিছু লোকের জন্য বাংলার বক্সিংটা শেষ হয়ে গেল। সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই আমি আইজি স্যারের কাছে এসেছি।'

'অরিন্দমদা কি বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত?'

'না, না। যুক্ত করানোর চেষ্টাতেই এসেছি। উনি একবার আমাদের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাইজ দিতে গিয়েছিলেন। তখন বক্সিং নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট দেখান। তারপর থেকে মাঝেমাঝেই ওঁর কাছে আসি। এইরকম একটা মানুষ অ্যাসোসিয়েশনের মাথায় থাকলে সুবিধে হয়। আইজি স্যারের কাছে আজ একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছি। মাসখানেক পর আমাদের ইলেকশন। উনি যদি বেঙ্গল বক্সিংয়ের প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হন, তা হলে ইলেকশনটা এড়ানো যাবে।'

'অরিন্দমদা কি রাজি আছেন?'

'পরিষ্কার কোনও কথা হয়নি। অনুরোধ করার জন্যই আজ এসেছি। আমাদের হয়ে তুমিও ওকে একটু রিকোয়েস্ট করবে ভাই। তোমার কথা হয়তো উনি রাখতে পারেন।'

কালকেতু উত্তর দেওয়ার আগেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে এলেন অরিন্দমদা। ওঁকে কোনওদিন ঘরোয়া পোশাকে দেখেনি কালকেতু। সবসময় সাহেবসুবোর পোশাকেই দেখেছে। পাঞ্জাবি-পাজামাতে অরিন্দমদাকে খুব সুপুরুষ লাগছে দেখতে। ওঁর পিছন পিছন ঢুকলেন সুদেষ্ণা বউদি। মধ্য পঞ্চাশ, তা সত্ত্বেও উনি সুন্দরী। অরিন্দমদা অফিসে দাপুটে হলেও, পারিবারিক আসরে খুব মজলিসি মানুষ। ফুল্লরার সঙ্গে উনি কথা বলতে লাগলেন। মিনিট পাঁচ-সাতেক একথা সেকথার পর অরিন্দমদা বললেন, 'সুদেষ্ণা, তুমি ফুল্লরাকে নিয়ে ভিতরে চলে যাও। আমরা খানিকক্ষণ অফিসিয়াল কতাবার্তা সেরে নিই।'

সুদেষ্ণা বউদি আর ফুল্লরা ভিতরে চলে যাওয়ার পর পাশ ফিরে

BanglaBook.org

অরিন্দমদা বললেন, 'আইএফএ সেক্রেটারির সঙ্গে কি তুমি কথা বলেছিলে কালকেতু? ফুটবল লিগে আমাদের টিম খেলানো নিয়ে?'

কালকেতু বলল, 'বলেছিলাম। ওঁরা গভর্নিং বডিতে আলোচনা করে তারপর আপনাকে জানাবেন।'

'প্রিজনারদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করছি। কিন্তু, পুরো সিস্টেমটাই ধসে পড়েছে, বুঝলে। ব্রিটিশ আমলে জেলে তবুও ডিসিপ্লিন ছিল। সেটাই এখন নেই। চেষ্টা করছি, যাতে প্রিজনারদের পড়াশুনো বা খেলার দিকে টেনে এনে শোধরানো যায়।'

'কাগজে পড়লাম, আলিপুরে বন্দি একটা ছেলে নাকি খুব ভাল রেজাল্ট করেছে এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায়?'

'হ্যাঁ, ছেলেটা জঙ্গলমহলের। দীনবন্ধু হেমব্রম। মাওবাদী অ্যাক্টিভিটিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এনকাউন্টারের সময় ধরা পড়ে। ও পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল। আমি প্যারোলে তার ব্যবস্থা করে দিলাম। কনভিক্টদের মধ্যেই কয়েকজন টিচার আছেন। তাঁরাই ওকে পড়িয়েছেন। ছেলেটা যাতে আরও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে, তার চেষ্টা আমি করছি। আচ্ছা কালকেতু, তুমি সেদিন বলছিলে, দমদম জেলে নাকি একটা ছেলে আছে...সে নাকি ভাল বক্সার।'

'হ্যাঁ অরিন্দমদা। শুধু ভাল বক্সার নয়, অসম্ভব ট্যালেন্টেড বক্সার। ছেলেটার নাম রণজয় মিত্র। অসিতও ওকে ভালমতো চেনে।'

নামটা শুনে অসিত লাফিয়ে উঠল, 'কী বলছ তুমি? রণজয়...মানে স্ট্যালোন। বহরমপুরের সেই ছেলেটা? ও এখন জেলে! আমি তো ভাবতেই পারছি না। গত বছরও পাতিয়ালা থেকে ওর খোঁজ করেছিল ইন্ডিয়ান টিমের চিফ কোচ হরবিন্দর সিংহ। ওকে ট্রেসই করতে পারলাম না।'

অরিন্দমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর এগেনস্টে চার্জটা কী?'

কালকেতু বলল, 'আইপিসি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর এ আর থ্রি হান্ড্রেড টু। লাইফ সেনটেন্স হয়েছে। তবুও, এই ছেলেটাকে ফের বক্সিংয়ে ফিরিয়ে আনতেই হবে অরিন্দমদা। আপনার হেল্প চাই।'

'বলো, আমি কী করতে পারি।'

BanglaBook.org

লিগ্যাল প্রসিডিংস যা নেওয়ার, আমরা নিচ্ছি। কিন্তু, জেলের ভিতরই যাতে আপাতত ও বক্সিং চর্চাটা করতে পারে, তার ব্যবস্থা আপনি করে দিন। দমদমের জেলার রাহুল সিনহা আমার বন্ধু। আজ সকালেই ফোনে ওর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। রাহুল বলছিল, স্ট্যালোন নাকি ওকে রিকোয়েস্ট করেছে, একটা পাঞ্চিং ব্যাগ আর কয়েকটা গ্লাভস কিনে দিতে। রাহুল হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলবে। যদি পারেন, বক্সিংয়ের সরঞ্জামগুলো ওদের কিনে দেবেন।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই। রাহুলকে আমি বলে দিচ্ছি। কিন্তু, প্রিজনারদের খেলাধুলো নিয়ে তোমাকে যে একটা প্ল্যান দিতে বলেছিলাম, তার কী হল? তুমি কি তা নিয়ে ভেবেছ?'

'প্রিজনারদের নিয়ে একটা বক্সিং টুর্নামেন্ট করার কথা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আমেরিকায় নাকি এই সব টুর্নামেন্ট খুব পপুলার। মহম্মদ আলি যখন জেলে ছিলেন, তখন শুরু হয়েছিল। হলিউডে বেশ কয়েকটা ফিল্মও হয়েছে, এই সাবজেক্ট নিয়ে।'

'বক্সিং টুর্নামেন্ট! কিন্তু, লড়বে কারা?'

'প্রিজনাররাই। আপনাদের ম্যাগাজিনে দেখলাম, সারা বাংলায় মোট সাতান্নটা কারেকশনাল হোম আছে। ধরে নিচ্ছি, সব মিলিয়ে নিশ্চয়ই হাজার কুড়ি প্রিজনার আছে। তাদের মধ্যে থেকে ষোলোজনকে অবশ্যই বেছে নেওয়া যাবে। যাদের শিখিয়ে নিলে বক্সিং টুর্নামেন্টে নামানো যাবে।'

'কিন্তু বাছাবাছির কাজটা করবে কে?'

'এই কাজটা অসিতই করে দিতে পারে। ওর অ্যাসোসিয়েশনে অনেক কোচ আছেন। ফর্মার বক্সারদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে।

একেকটা জোনে চার-পাঁচজন করে কোচ পাঠিয়ে দিলে, ওঁরাই ছেলে বেছে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, একটু সময় লাগবে। ছেলে বেছে নেওয়া, তারপর তাদের ফিজিক্যালি তৈরি করা, টেকনিক শেখানো... একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রিজনাররা ইন্টারেস্ট নেবে। এই টুর্নামেন্টের যাতে ভাল পাবলিসিটি হয়, সেটা আমি দেখব।'

BanglaBook.org

'টুর্নামেন্টটা করতে কত টাকা লাগতে পারে অসিত?'

প্রশ্নটা শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অসিতের। ও বলল, 'লাখ দশেক টাকা তো বটেই। কোচদের পারিশ্রমিক দিতে হবে। জেলায় তাদের পাঠানো আর থাকার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনাকে কোনও খরচ করতে হবে না। কিন্তু, বক্সিংয়ের সরঞ্জাম কিনতে হবে। এ ছাড়া রয়েছে, টুর্নামেন্ট চালানোর খরচ। আপনি স্যার একবার অনুমতি দিন। তারপর দেখুন, কী হইচই বাঁধিয়ে দিই এই টুর্নামেন্ট নিয়ে। জেলায় জেলায় আমি বক্সিং লিগ চালু করেছিলাম। আমার লোকজন সর্বত্র আছে। আপনি যদি চান, তা হলে কোনও টিভি চ্যানেলকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। ওরাই স্পনসর করে দেবে।'

কালকেতু বলল, 'অসিত মন্দ বলেনি। আগে তো কখনও এই ধরনের টুর্নামেন্ট হয়নি। ফলে চ্যানেলগুলো ইন্টারেস্ট নিতেও পারে। টাকার কথা ভাববেন না অরিন্দমদা। খেলার জন্য আমাদের দেশে টাকার অভাব হয় না। স্পনসর আনার কায়দাটা শুধু জানতে হয়।'

অসিত উৎসাহ নিয়ে বলল, 'টুর্নামেন্টটা এমন সময় করতে হবে, যখন বড় কোনও খেলা থাকবে না স্যার। তা হলে কাগজে বেশি কভারেজ হবে। আমার মনে হয়, ইন বিটুইন লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর মাঝামাঝি হল বেস্ট টাইম। তার মানে অক্টোবরের শেষ আর নভেম্বরের গোড়ায়। হাতে এখনও চারমাস সময় আছে। কথা দিচ্ছি, ফাইনাল বাউটের দিন আমি মেরি কমকে আনব। ভাবুন তো স্যার, জেল চ্যাম্পিয়ন বক্সারকে পুরস্কার দিচ্ছে অলিম্পিক মেডালিস্ট মেরি কম...কাগজে কীরকম পাবলিসিটি হবে। তবে, এই টুর্নামেন্ট করার জন্য সবথেকে আগে আমাদের একজন হেড কোচ ঠিক করতে হবে। ফাইনাল সিক্সটিন উনিই ঠিক করে দেবেন।'

অরিন্দমদা বললেন, 'এমন কোন কোচ আছেন, যিনি এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন?'

কালকেতু বলল, 'আছেন একজন। তাঁর থেকে আর কেউ যোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু, বিরক্ত হয়েই উনি বক্সিং থেকে সরে গিয়েছেন। ওঁকে বক্সিংয়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে হয় না।'

BanglaBook.org

'কে তিনি? আমি যদি রিকোয়েস্ট করি, তা হলেও রাজি হবেন না?'

অসিত জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছি তুমি কালকেতু? বুচানদা... ধৃতিমান বাগচী?'

'উনি ছাড়া আর কে হতে পারেন?'

অরিন্দমদা বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওকে আমি ভালোমতো চিনি কালকেতু। গ্রেট কোচ। লন্ডন থেকে ফেরার সময় একবার প্লেনে ওর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। ইন্ডিয়ান বক্সিং টিমটাকে নিয়ে উনি ফিরছিলেন। কিন্তু, উনি বক্সিং থেকে সরে গেলেন কেন অসিত? কী কারণে?

অসিত বলল, 'আমরা কর্তারা দায়ী নই স্যার। ওঁর এক ছাত্র হিমাংশু দাশগুপ্ত কমনওয়েলথ বক্সিংয়ে সোনা জিতেছিল। প্রেসের লোকেরা যখন ওর ইন্টারভিউ নেয়, তখন নাকি কোচ হিসেবে বুচানদার নামটা উল্লেখ করেনি। তার বদলে পাতিয়ালার একজন কিউবান কোচের নাম করেছিল। তাতে নাকি বুচানদা মারাত্মক আঘাত পান। তারপর থেকেই উনি কোচিং ছেড়ে দিয়েছেন।'

কারণটা শুনে এক মিনিট চুপ করে বসে রইলেন অরিন্দমদা। তারপর বললেন, 'হি ইজ দ্য রাইট চয়েজ। ওই ভদ্রলোককে যে করে পারো, তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। উনি বক্সিং থেকে সরে যাওয়া মানে গ্রেট লস। উনি যদি হেড কোচের দায়িত্ব নেন, তবেই এই টুর্নামেন্ট হবে। নইলে নয়।' ১৩৬৯১

এগারো

মাঠের ধারে গাছতলায় আন সুং আর বিনোদের সঙ্গে বসে আইসক্রিম খাচ্ছিল স্ট্যালোন। এমন সময় একজন সাজাওয়ালা এসে বলল, 'এই..তোকে জেলার স্যার ডাকছেন।'

ছেলেটার বয়স কুড়ি একুশের বেশি নয়। ওকে চেনে স্ট্যালোন। নাম রামুয়া। ওর মুখে তুই তোকারি শুনে ভাল লাগল না স্ট্যালোনের।

BanglaBook.org

কিন্তু, জেলের ভিতর সভ্যতা ভদ্রতার কোনও বালাই নেই। হাঁটুর বয়সি ছেলেও বড়দের সঙ্গে তুই তোকারি করে। ডাক শুনেও স্ট্যালোন কোনও উত্তর দিল না। বিনোদের সঙ্গে আইসক্রিম নিয়ে কথা বলার সময় ও ঠিকই করে নিল, ছেলেটাকে আজ সহবত শেখাবে।

রামুয়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই শুয়ারের বাচ্চা, শুনতে পাচ্ছিস না, কী বলছি?'

স্ট্যালোনকে কিছু করতে হল না। বিনোদ উঠে গিয়ে কলার চেপে হিড়হিড় করে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে এল ওর কাছে। তারপর হাত মুচড়ে ধরে বলল, 'এ বার ভইদ্রভাবে ক, স্ট্যালোন স্যাররে কী কইতাসিলি?'

রামুয়া বোধহয় আশাই করেনি, এমন ব্যবহার পাবে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠা সত্ত্বেও রোয়াব দেখাতে গেল, 'ছাড় আমাকে ছাড়। আমি কিন্তু মোগোল ওস্তাদের লোক। পরে কিন্তু তোকে দেখে নেব।'

শুনেই বিনোদ বলল, 'তরে দেখাইতাসি।' রামুয়ার কাঁধে কোনও একটা জায়গায় ও টিপে ধরেই ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দমবন্ধ করে ছেলেটা বসে পড়ল। হাত ছেড়ে দিয়ে বিনোদ বলল, 'এইবার হাতজুড় কইর‍্যা ক'দিহি, স্ট্যালোন স্যার আপনেরে জেলার সাহেব ডাকতাসেন। এহনই ক'...কইবি, না আবার দিমু।'

কোমরে হাত দিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে রামুয়া হাতজোড় করে বলল, 'স্ট্যালোন স্যার, আপনেরে জেলার সাহেব ডাকতাসেন।'

ওকে বাঙাল ভাষায় কথা বলতে দেখে স্ট্যালোনের খুব হাসি পেল। বিনোদ বলল, 'অহন যা, তর কুন উস্তাদ আসে, ডাইক্যা আন।' ছাড়া পেয়ে রামুয়া চো চা দৌড় মারল। স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'বিনোদ, তুই এই টেকনিকটা শিখলি কোত্থেকে রে?'

'আন শিখাইসে। আন হইল গিয়া মায়নমারের ব্রুস লি। কুংফুর কতরহম টেকনিগ জানে। রুজ সইনধ্যা বেলায় ওয়ার্ডে ঢুইক্যা যাওয়ার পর অর কাছ থেইক্যা একডা একডা টেকনিগ শিখি।'

বিনোদ আর আন দু'জনে একই ওয়ার্ডে আছে। প্রায় সমবয়সি। তাই দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। কেউ কারও ভাষা বোঝে না, তা সত্ত্বেও। আইসক্রিম খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই স্ট্যালোন

BanglaBook.org

বলল, 'এই চল, রাহুল স্যার ডেকেছেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

বেশ কয়েকদিন আগে রাহুল স্যারকে স্ট্যালোন বলেছিল বক্সিং ক্লাবের কথা। কিন্তু, স্যারই তো শেষ কথা নন। ওঁর মাথার উপর রয়েছেন সুপার স্যার। বিদ্যুৎ কুমার চ্যাটার্জি। ভদ্রলোককে স্ট্রং পার্সোনালিটির বলে কখনও মনে হয়নি স্ট্যালোনের। সব সময় সিঁটিয়ে রয়েছেন। কারারক্ষী সমিতির লোকজন...বিশেষ করে বিনয় সরকারের মতো অধস্তন কর্মীও ওকে চমকান। কোনও সমস্যা হলেই সুপার স্যার বলেন, 'দাঁড়ান, রাইটার্সের সঙ্গে একবার কথা বলে নিই।' মোগোলের সঙ্গে ওর যেদিন মারপিট হয়েছিল, সেদিন সুপার স্যার ছুটিতে ছিলেন। ডিউটিতে থাকলে, অত সহজে পরদিন সেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না স্ট্যালোন। সুপার বিদ্যুৎ চ্যাটার্জির থেকে অনেক কড়া ধরনের মানুষ রাহুল স্যার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কারও মুখাপেক্ষী হন না। ওঁর হাতে পুরো দায়িত্ব থাকলে, বন্দিরা অনেক ভালভাবে থাকত।

মাঠ থেকে গেটের দিকে হাঁটার সময় স্ট্যালোনের চোখে পড়ল, রামুয়া চৌকার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে। বোধহয় দল পাকাচ্ছে। জেলের রান্নাঘরকে বন্দিরা চৌকা বলে। গোড়ার দিকে স্ট্যালোনকে ওখানেও ডিউটি দিতে হয়েছে। প্রায় তিন হাজার বন্দির জন্য তিনবেলা রান্না হয় চৌকায়। বন্দিরাই রান্নাবান্না করে। দিনে তিরিশ হাজার রুটি বানাতে হয়। তি-রি-শ হা-জা-র! উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় সাত-আট ঘণ্টা ডিউটি। গরমে সেদ্ধ হয়ে যেত স্ট্যালোন তখন। যে সব বন্দি বিনয় সরকারদের টাকা পয়সা দিতে পারে না, তাদেরই ওই ধরনের ডিউটি করতে হয়। চৌকার বাইরে বোর্ডে বড় বড় করে লেখা আছে, বন্দিদের কী কী খাবার দেওয়া হবে। কিন্তু, সবাই জানে, ওইসব খাবার কখনও দেওয়া হয় না। সাধারণ বন্দিদের দিনে রাতে যা খাবার দেওয়া হয়, বাইরে ভিখিরিরাও তার থেকে ভাল খায়।

প্রথম প্রথম চামড়ার মতো শক্ত রুটি, গঙ্গাজলের মতো ডাল আর কুমড়ো-পটলের তরকারি খেতেই পারত না স্ট্যালোন। দু'তিনদিন পর ও লক্ষ্য করে, ওয়ার্ডের একদল বন্দি জেলের খাবার খায় না। তাদের ভিআইপি বন্দি বলে। তাদের জন্য ওয়ার্ডের ভিতরই আলাদা খাবার

BanglaBook.org

তৈরি হয়। তার ব্যবস্থা করে মেট। প্রতিটা ওয়ার্ডে একজন করে মেট থাকে। সে হল নেতাগোছের। সেও একজন বন্দি। সপ্তাহে দেড় দু'হাজার টাকা দিলে সে ভাল নাকি খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। ওদের ওয়ার্ডের মেট হল সাধন বলে একজন লাইফার। স্ট্যালোন জেলের খাবার খেতে পারছে না দেখে সাধনই একদিন বলে, 'তোর বাড়ির লোকজন এলে আমাকে একটু দেখিয়ে দিস তো!' দেখিয়ে দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। জেলে বাড়ির লোকজন দেখা করতে এলে মেটরা লক্ষ্য রাখে। জেনে যায়, কে কত পয়সাওয়ালা ঘর থেকে এসেছে। জেলের বাইরেই সম্ভবত রুসাতির সঙ্গে কোনও রফা হয়েছে। কেননা, দু'তিনদিন পর সাধনই বলেছিল, 'এই, তোকে জেলের খাবার খেতে হবে না। তুই ভিআইপি খাবার খাবি।'

গেট এরিয়ায় জেলার স্যারের ঘরে ঢুকেই স্ট্যালোন দেখল, সাংবাদিক কালকেতু নন্দী বসে আছেন। দেখেও ও না-চেনার ভান করল।

জেলার স্যার কথা বলছেন, একজনের সঙ্গে। দেখেই তাঁকে চিনতে পারল ও। নির্মল পুরকায়েত। ভদ্রলোক রাজনীতি করতেন। দমদমে কোনও পলিটিক্যাল মার্ডার হয়েছিল। সেই সূত্রে ওঁর সাজা হয়েছে। কথাবার্তা শুনে স্ট্যালোন বুঝতে পারল, প্যারোলে সাতদিনের জন্য নির্মল পুরকায়েতকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছেন ওঁর স্ত্রী। রাহুল স্যার সেই ব্যাপারেই কথা বলছেন।

'কী, আমাকে চিনতে পারছ রণজয়? আমি কালকেতু নন্দী, সাংবাদিক। বছর দুয়েক আগে তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, মনে আছে?' রাহুল স্যারের সামনে সরাসরি অস্বীকার করতে পারল না স্ট্যালোন। ঘাড় নেড়ে জানাল, চিনতে পেরেছে। জেনে খুশি হলেন কালকেতু স্যার। বললেন, 'তোমাদের রাহুল স্যারের মুখে শুনলাম, জেলের ভিতর তুমি নাকি একটা বক্সিং সেন্টার খুলতে চাও?'

স্ট্যালোন বলল, 'ইচ্ছে তা আছে, কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নেই। ফের বক্সিংটা শুরু করে দাও স্ট্যালোন। তোমার জন্য আজ আমি একটা উপহার নিয়ে এসেছি। রাহুল বলছিল, তুমি নাকি বই পড়তে খুব ভালবাস? তোমাকে দেব বলে আমি মহম্মদ আলির

BanglaBook.org

অটোবায়োগ্রাফি নিয়ে এসেছি। তুমি কি জানো, সেই বইটার নাম কী?'

'হ্যাঁ স্যার। দা গ্রেটেস্ট, মাই ও'ন স্টোরি।'

'কারেক্ট। বইটা পড়লে, নিজেকে তুমি ইন্সপায়ার্ড করতে পারবে?' কথাটা বলেই অ্যাটাচি কেস থেকে একটা বই বের করে এগিয়ে দিলেন কালকেতু স্যার।

মলাটে মহম্মদ আলির ছবিটা দেখে সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল স্ট্যালোনের। বহরমপুরে চিন্টুদার বাড়ির শো-কেসে ও একবার এই বইটা দেখেছিল। কিন্তু তখন চাইতে সাহস পায়নি। এই চিন্টুদাই ওকে প্রথম বক্সিং ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। বইটা স্ট্যালোন তখন কিনবে ভেবেছিল। কিন্তু, তা আর হয়ে ওঠেনি। ভালই হল, ওয়ার্ডে কয়েকটা দিন ওর সময় কেটে যাবে বই পড়ে। বইটা হাতে নিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এই বইটা পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল।'

নির্মল পুরকায়েত কাগজপত্তর নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাহুল স্যার পাশ ফিরে এবার বললেন, 'আমার এই বন্ধু কালকেতু...কত বড় রিপোর্টার, স্ট্যালোন জানো? এ অলিম্পিকে গিয়েছে, বিশ্বকাপ ফুটবলেও। এমনকী, পেলে, ডিয়েগো মারাদোনা, কার্ল লুইস এমনকী, মহম্মদ আলির ইন্টারভিউও নিয়েছে।'

স্ট্যালোন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মহম্মদ আলির সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হয়েছিল স্যার?'

'এই কলকাতাতেই। নব্বই সালের ডিসেম্বরে আলি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। না, বক্সিং করতে নয়। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য। তখনই তাজ বেঙ্গল হোটেলে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখন অবশ্য ওঁর অনেক বয়স। সেই অসুখও হয়ে গিয়েছে। পারকিনসন্স ডিজিজ। ওর সঙ্গে একটা ছবিও তখন তুলে রেখেছিলাম। তুমি যদি কোনওদিন আমার বাড়িতে যাও, তা হলে দেখাতে পারি।'

রাহুল স্যার বললেন, 'তোমাদের জন্য কালকেতু স্যার আরও কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছেন স্ট্যালোন। বক্সিংয়ের সব সরঞ্জাম। পিচবোর্ডের বাক্সের ভিতর জিনিসগুলো প্যাক করা আছে। খুলে দেখতে পারো।'

BanglaBook.org

স্ট্যালোন পা বাড়ানোর আগেই বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'আমি দেখুম নাকি গুরুদেব?'

কালকেতু স্যার হেসে বলল, 'তুমি খুলবে? আচ্ছা, খোলো তা হলে।'

বাক্সগুলো তাড়াতাড়ি খুলতে লাগল বিনোদ। প্রথমেই পাঞ্চিং ব্যাগের বাক্সটায় হাত দিয়েছে। লাল রঙের লেদার ব্যাগটা দেখে ও লাফিয়ে উঠল। বিনোদের চোখমুখ দেখে স্ট্যালোনের মনে হল, অনেকদিনের খিদে ওর মধ্যে জমে আছে। পারলে এক্ষুনি ঘুসি মারতে শুরু করবে। প্যাকিং বাক্স থেকে বিনোদ অনায়াসে অত ভারী ব্যাগটা তুলে এনে মেঝেতে রাখল। তারপর আর একটা বাক্স খুলে স্কিপিং রোপগুলো বের করে আনল। লাল, নীল, হলুদ...নানা রঙের ছয়-সাতটা রোপ, পাতলা চামড়া মোড়ায়। হ্যান্ডেলে বল বিয়ারিং দেওয়া। দেখে খুশিতে স্ট্যালোনের চোখ চকচক করে উঠল। কতদিন পর প্রিয় জিনিসগুলো ও দেখছে! ও বলল, 'স্যার, পাঞ্চিং গ্লাভস আনেননি?'

কালকেতু স্যার বললেন, 'কী স্ট্যালোন, এসব দেখে কি তোমার রিংয়ে ফের নামতে ইচ্ছে করছে? হ্যাঁ, তোমাদের জন্য গ্লাভসও এনেছি। এই সরঞ্জামগুলো কিন্তু আমি এমনি এমনি আনিনি। তোমাদের কম্পিটিশনে নামতে হবে। প্রিজনারদের জন্য একটা বক্সিং টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। পুজোর ঠিক পরে। তারজন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

কম্পিটিশনের কথাটা স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। সেটা আন্দাজ করেই রাহুল স্যার বললেন, 'এখনও ফাইনাল কিছু হয়নি। পরে সব জানতে পারবে। যাক সে কথা, একজনকে তো দেখছি, তোমায় গুরুদেব বলে ডাকছে। তোমার ক্লাবে ক'জন শিষ্যকে শেষ পর্যন্ত পেলে স্ট্যালোন?'

'স্যার, আপাতত পাঁচ-ছ'জন হয়েছে। বেশিরভাগই মার্শাল আর্টস শিখে এসেছে। ক্যারাটে, কুংফু, কিক বক্সিং, তায়কোন্ডো। বিনোদ ছাড়া বক্সার বলতে আর কাউকে পাইনি। আমার মনে হয়, গ্লাভস হাতে আমাদের প্র্যাকটিস করতে দেখলে, আরও কয়েকজন জুটে যাবে।'

কথাটা শেষ করতে না করতেই বিনোদের উত্তেজিত গলা শুনতে

BanglaBook.org

পেল স্ট্যালোন, 'এই দ্যাখেন গুরুদেব। আমাগো লইগ্যা কী সোন্দর গ্লাভস আনসে স্যাররা। ধইর‍্যা দ্যাখেন।'

বলেই দূর থেকে গ্লাভস জোড়া ছুড়ে দিল বিনোদ। লাল রঙের একটা পেয়ার। তার গায়ে সাদা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা মোননেট। তার মানে মোননেট কোম্পানির তৈরি গ্লাভস। বহরমপুরে অবশ্য ও ইউনাইটেড কোম্পানির গ্লাভস ব্যবহার করত। সিলিং থেকে ঝোলানো আলোয় চকচক করছে গ্লাভস দুটো। হাতে লুফে নিয়ে গ্লাভসের মসৃণ গায়ে আঙুল বোলাল স্ট্যালোন। শেষবার ও হাত থেকে গ্লাভস খুলেছিল দু'হাজার এগারো সালের পনেরোই জুন। সেই গ্লাভস জোড়া হয়তো এখনও বহরমপুরের সেভেন স্টারস ক্লাবের তাকে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। প্র্যাকটিস শেষ করে সেদিন সন্ধ্যায় ও ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছিল বাইকে চেপে। তখনই কালাচাঁদ ওকে ডেকে নিয়ে যায়। কালাচাঁদের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই স্ট্যালোনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গ্লাভসের ভলক্যু খুলে ধীরে ধীরে আঙুলগুলো ও ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ ওর সারা শরীরে খেলে গেল।

প্রায়ই একা থাকলে ও যা বলে, সেটাই বিড়বিড় করে ফের বলল স্ট্যালোন, 'কালা, তুই কিন্তু আমার হাত থেকে নিস্তার পাবি না।'

BanglaBook.org

বারো

বহরমপুর থেকে ফিরে এসেছে তথাগত। ওকে নিয়ে গল্ফগ্রিনের ক্যাফে কফি ডে-তে বসেছে কালকেতু। ওর ল'ইয়ার বন্ধু জয়ন্তনারায়ণ চ্যাটার্জি খুব কাছাকাছি সমাজগড়ে থাকে। তাকেও ডেকে নিয়েছে। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্যালোনের লাইফ সেনটেন্স হল, সেটাই ওদের জানাবে তথাগত। পুরো কেস হিস্ট্রি শুনে তবেই কালকেতুরা সিদ্ধান্ত নেবে, হাইকোর্টে আপীল মামলা করবে কি না? যাতে স্ট্যালোনকে ছাড়িয়ে আনা যায়। কাউন্টার থেকে তিনটে কোল্ড কফির গ্লাস নিয়ে এসে

তিনজন এককোণে বসেছে। কফিতে চুমুক দিয়ে কালকেতু বলল, 'তথাগত, এবার তুই শুরু কর।'

'মাত্র দু'দিনের মধ্যে আমার পক্ষে যতটা তথ্য জোগাড় করা সম্ভব, তা করেছি কালকেতুদা।' তথাগত বলল, 'এফআইআর থেকে শুরু করে, পুলিশের চার্জশিট, ময়না তদন্তের রিপোর্ট, কোর্টের রায়...সব কপি আমি জয়ন্তদার জন্য নিয়ে এসেছি। প্লা, কথা বলেছি বহরমপুর থানায় ওসি, পাবলিক প্রসিকিউটার, স্ট্যালোনের কয়েকজন প্রতিবেশী আর ওর উকিল তুষারবাবুর সঙ্গেও।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'রুসাতি বলে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলিসনি?'

'সরি, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। রুসাতি আর ওর বাবা মহিমবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছি। স্ট্যালোন যে ক্লাবে প্র্যাকটিস করত, সেই সেভেন স্টারস ক্লাবেও গিয়েছিলাম। প্রত্যেকের বয়ান আমি কম্পিউটারে লিখে রেখেছি। জয়ন্তদাকে আমি কপিগুলো দিয়ে দেব।'

'পুরো ব্যাপারটা শুনে তোর কী মনে হল রে?'

'প্রতিবেশীরা বিশ্বাসই করে না, স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছিল অথবা মার্ডার। সবাই বলেছে, ওকে ফাঁসানো হয়েছিল। পুরো ঘটনার নেপথ্যে খুব প্রভাবশালী একজন কেউ ছিলেন। সেই লোকটা কে, সেটা একমাত্র জানে স্ট্যালোন। কিন্তু, পুলিশ অথবা জজসাহেব কারও কাছে ও সেই লোকটার নাম রিভিল করেনি। কেন করেনি, সেটাই রহস্যময়।'

'হয়তো সে স্ট্যালোনকে থ্রেট করেছে। এমন ভয় দেখিয়েছে যে, মুখ খুললে ভয়ানক বিপদ হবে।'

'তা হতে পারে কালকেতুদা। তবে, যা শুনে এলাম, তাতে এই কেসটায় অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে। লাভ ট্রায়াঙ্গল, প্রোমোটিং বিজনেস, ক্লাব রাইভালরি অ্যান্ড জেলাসি।'

'প্রথমে লাভ ট্রায়াঙ্গলের কথাটা বল।'

'রুসাতি বলে মেয়েটার সঙ্গে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই স্ট্যালোনের প্রেম। রুসাতির বাবা মহিমবাবুর শাড়ির বিরাট দোকান আছে খাগড়া বাজারে। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। স্ট্যালোনকে উনিও

BanglaBook.org

খুব পছন্দ করেন। কিন্তু, মাঝখান থেকে উদয় হল কালাচাঁদ বলে একটা ছেলে। সে রুসাতির পিছনে লেগেছিল।'

'কালাচাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী?'

'ছেলেটা সোনাপট্টি বলে একটা জায়গার। ওর বাবার ছোট একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান আছে। খারাপ সংসর্গে মিশে ছেলেটা অল্পবয়সেই বখে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে স্ট্যালোনের একবার ছোটখাট ঝামেলা হয়েছিল রুসাতিকে নিয়ে। আবার সেটা মিটেও যায়। কালাচাঁদও সেভেন স্টারস ক্লাবে বক্সিং শিখত। যেদিন পুলিশ স্ট্যালোনকে ধরে, সেদিন নাকি ক্লাবেরই একজন...স্ট্যালোনের বাইকে বসে কালাচাঁদকে ব্রিজের দিকে যেতে দেখেছিল। পুলিশ সেই আই উইটনেসের কথা গ্রাহ্যই করেনি। কেননা, কালাচাঁদ নাকি প্রমাণ দিয়েছিল, ওই দিন ও বহরমপুরেই ছিল না। পলাশীতে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল।'

'কালাচাঁদের সঙ্গে তুই কথা বলেছিলি?'

'না কালকেতুদা, তাকে পাইনি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পুলিশ স্ট্যালোনকে অ্যারেস্ট করার মাসখানেক পরই ও বহরমপুর থেকে কোথাও চলে যায়। ওর বাড়ির লোকেরা বলেছিল, কোথায় গেছে জানে না। কালাচাঁদ কিন্তু আর বহরমপুরে ফিরে আসেনি।'

জয়ন্তনারায়ণ এতক্ষণ চুপচাপ তথাগতর কথা শুনছিল। এবার বলল, 'তার মানে, পুরো ঘটনাটার পিছনে একটা বড় মাথা ছিল। যাক গে, তুমি বল প্রোমোটিং বিজনেসের অ্যাঙ্গেলটা কী?'

'কঙ্কণা বলে যে মেয়েটা কিডন্যাপড আর খুন হয়েছিল, তার বাবার নাম সদাশিব চৌধুরী। উনি প্রোমোটিং ব্যবসা করেন। লোকে বলে, সেইসঙ্গে উনি স্মাগলিংয়ের সঙ্গেও যুক্ত। পুলিশ আর অপরাধ জগতের লোকেদের সঙ্গে তাঁর নিত্য ওঠাবসা। গোরাবাজারে ভাগিরথীর ধারে এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ি জবরদখল করে সেখানে ফ্ল্যাটবাড়ি বানানোর প্ল্যান কষছিলেন এই সদাশিব। তাতে বাধা দেয় স্ট্যালোন। কেননা, সেই বৃদ্ধা মহিলা...প্রতিমা ঘোষ হলেন ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। বহরমপুরে শুনলাম, স্ট্যালোনকে নাকি জানে মেরে দেওয়ার হুমকি

BanglaBook.org

দিয়েছিল সদাশিবের গুন্ডারা। কিন্তু, বক্সার হিসেবে ওর জনপ্রিয়তার কারণে খারাপ কিছু করতে সাহস পায়নি। সদাশিব এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময়ে নাকি স্মাগলারদের সঙ্গে ওঁর ঝামেলা বাঁধে। লেনদেনের কারণে। শোধ নিতে স্মাগলাররাই নাকি কঙ্কণাকে কিডন্যাপ করেছিল। সেই দায়টাই উনি স্ট্যালোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন।'

'আর পুলিশ সেটা বিশ্বাসও করে নেয়?'

'বললাম না, পুলিশের একাংশের সঙ্গে ওঁর ভাল যোগাযোগ ছিল।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'ক্লাব রাইভালরির অ্যাঙ্গেলটা কী রে?'

'বহরমপুরে দুটো ক্লাবের মধ্যে ভয়ানক রেষারেষি। একটা হচ্ছে সেভেন স্টারস, অন্যটা নেতাজি ব্যায়াম সমিতি। প্রথমটা চিন্টুদার ক্লাব নামে পরিচিত। যেখানে প্র্যাকটিস করত স্ট্যালোন। অন্যটা জগাদার ক্লাব। ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আবার জেলা পলিটিক্সের একজন বড় নেতা। বরাবর জগাদার ক্লাবের দাপটই ছিল বেশি। কালীপুজো বা শীতকালে যাত্রাপালা আয়োজনের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ পেত। কিন্তু, কলকাতায় স্ট্যালোন জুনিয়ার ন্যাশনাল বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে চিন্টুদার ক্লাবের রমরমা বেড়ে যায়। ডিএম, এসপি সবাই সেভেন স্টারসের পিছনে এসে দাঁড়ান। জাগাদার ক্লাবের ছেলেরা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি। তারাই নাকি ষড়যন্ত্র করে স্ট্যালোনকে ফাঁসিয়েছে।'

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'এই অ্যাঙ্গেলটা খুব জোরালো বলে আমার মনে হচ্ছে না। স্ট্যালোনের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ? ওর বাবা কি করতেন?'

'ওর বাবা সুরঞ্জনবাবু খাদি গ্রামোদ্যোগে চাকরি করতেন। হ্যাপি গো লাকি টাইপের মানুষ ছিলেন। কোনও ঝুট ঝামেলায় থাকতেন না। কারও সঙ্গে ওঁর শত্রুতাও ছিল না। স্ট্যালোনের জেল হওয়ার পর লোকলজ্জার ভয়ে আর বহরমপুরে থাকতে পারেননি। শুনলাম, ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি মালদহে চলে যান। মাসতিনেক আগে মালদহে নাকি ওঁরা নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হয়ে যান।'

BanglaBook.org

'এখন ওঁদের বাড়িতে কেউ থাকেন?'

'না, স্ট্যালোনের নিকট আত্মীয় বলে কেউ নেই। গোরাবাজারে ছোট্ট তিন কামরার একটা বাড়ি। সেটা তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। রুসাতি বলল, মাঝে মাঝে ও গিয়ে ঘরদোর সাফাই করে আসে লোকজন নিয়ে গিয়ে। স্ট্যালোন যখন বহরমপুর জেলে ছিল, তখন অনেকেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যেত। কিন্তু, দমদমে ট্রান্সফার হয়ে আসার পর থেকে রুসাতি ছাড়া আর কেউই ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না।'

'এই রুসাতি মেয়েটা কী করে?'

'বি.এ পাস করে এখন বাবার বিজনেসে সাহায্য করছে। ও বাবার একমাত্র মেয়ে। ভবিষ্যতে ওকেই নাকি বাবার বিজনেস দেখতে হবে। দু'সপ্তাহ অন্তর বাবা আর মেয়ে মিলে কলকাতায় মহাজনের কাছ থেকে মাল কিনতে আসে। তখন স্ট্যালোনের সঙ্গে দেখা করে যায়। আমি কথা বলে দেখলাম, রুসাতি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। স্ট্যালোনের জন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ আর টাকাপয়সা খরচ করেছিল। কিন্তু, ওদের উকিলরা সাজা আটকাতে পারেনি।'

জয়ন্তনারায়ণ জিজ্ঞেস করল, 'একটা জিনিস আমায় বলো তো, লোয়ার কোর্টে জাজমেন্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর কেন ওর হয়ে কেউ হাইকোর্টে আপীল মামলাটা করল না?'

'ওদের উকিল নাকি বলেছিল, হাইকোর্টে গিয়ে লাভ নেই। ফালতু কিছু টাকা খরচা হবে। সব খতিয়ে দেখে আমার তো কালকেতুদা মনে হল, এটা একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র। এতে পুলিশ, উকিল, কোর্টের লোকজন...সবাই টাকা খেয়েছিল। আপনি ভাবতে পারেন, পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার আগেই। তখন বলেছিল, পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবে। কিন্তু, তাতেও অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে। জয়ন্তদা কপিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'জয়ন্ত, কী করা যায় বলো তো? আপীল মামলা করলে কবে তার নিষ্পত্তি হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।

ছয়মাস লাগতে পারে, আবার বছরও ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু, এই ছেলেটাকে মাস তিন-চারেকের মধ্যে আমি বের করে আনতে চাই।'

BanglaBook.org

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'একটা উপায় আছে। আপাতত ওর জামিনের চেষ্টা করা। তবে হাইকোর্টে আমাকে সলিড যুক্তি দেখাতে হবে। লোয়ার কোর্টে কী কী খুঁত ছিল, সেটা কাগজপত্তর দেখে আমি বের করে ফেলব। মামলা সাজাতেও আমার দিন সাতেক লাগবে। ফাইল করার পর কিন্তু সব, জজসাহেবের মর্জি। ডিভিশন বেঞ্চে কোন্ কোন্ জজ থাকবেন, তা তো আগে থেকে বলা যায় না। তাঁরা ইচ্ছে হলে জামিন দিতে পারেন, আবার আটকেও দিতে পারেন।'

'জজসাহেবকে কি বোঝানো যায় না, স্ট্যালোন ছেলেটা খুব ট্যালেন্টেড। সুযোগ পেলে ও দেশের জন্য মেডেলও এনে দিতে পারে।'

'না ভাই। ওঁরা আইন ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। আইনের বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই ওঁদের। তবে তোমরা যদি কাগজে স্ট্যালোনকে নিয়ে রেগুলার লেখালেখি করো, তা হলে জজসাহেবরা খানিকটা ইনফ্লুয়েন্সড হলেও হতে পারেন। ওঁরাও তো এই সমাজে বাস করেন। বাই দ্য বাই, বক্সিংয়ে এই ছেলেটার ট্র্যাক রেকর্ড কী, আমায় বলো তো কালকেতু। বক্সার হিসেবে ওর অ্যাচিভমেন্টই বা কী?'

স্ট্যালোনকে আমি প্রথম দেখি জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখানে ও বেস্ট বক্সারের টাইটেল পেয়েছিল। কাগজে কাগজে তখন ওকে নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছিল। তারপর ও পাতিয়ালায় ন্যাশনাল কোচিং ক্যাম্পে ডাক পায়। মাস দুয়েক পরে ইন্ডিয়া টিমের হয়ে স্ট্যালোন কলম্বোতে যায় ইন্দো-শ্রীলঙ্কা মিটে। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্যান্টমওয়েটে। তার মানে ওর একটা ইন্টারন্যাশনাল মেডেলও আছে। অ্যাচিভমেন্ট বলতে এইটুকু। খুবই শর্ট স্প্যান।'

'ইন্দো-শ্রীলঙ্কা মিটের পেপার কাটিং আমায় জোগাড় করে দিতে পারবে কালকেতু? জজসাহেবদের কনভিন্স করতে আমার তা হলে সুবিধে হবে। সেইসঙ্গে স্ট্যালোন সম্পর্কে বক্সিং জগতের অন্যরা যদি কেউ প্রশংসা করে কিছু বলে থাকেন, সেই পেপারকাটিংও আমার দরকার।'

'তথাগত সব পেপারকাটিং তোমায় দিয়ে দেবে। ছেলেটার কপাল দেখ, পাতিয়ালায় প্রায় সারা বছর ধরে কোচিং চলে। সেখানে যদি

BanglaBook.org

স্ট্যালোন থেকে যেত, তা হলে গতবার এশিয়ান গেমস টিমে ও ঢুকে যেত। কিন্তু, দিন দশেকের ছুটিতে বাড়িতে বেড়াতে এসেই খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়ল।'

'ছেলেটার সঙ্গে আমি যদি কথা বলতে পারতাম, তা হলে খুব ভাল হত কালকেতু। মামলা করার আগে আমাকে অন্তত সিওর হতে হবে যে, খুনটা স্ট্যালোন করেনি।'

'কবে কথা বলতে চাও, বলো। আমি রাহুল সিনহাকে বলে দিচ্ছি। ল'ইয়ারদের তো কোনও সমস্যা নেই। প্রিজনারদের সঙ্গে তোমরা যখন তখন গিয়ে কথা বলতে পারো।'

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সঙ্গে কথা বলা যায়, ততই মঙ্গল। হাইকোর্টে আপীল মামলার জন্য কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ভাই।' ১৬,৫১৮

তেরো

জেল পাগলি হয়েছে। ইন্ডোর হলের জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন দেখল, বন্দুক আর লাঠি হাতে আর্মড গার্ডরা দৌড়ে যাচ্ছে ফুটবল মাঠের দিকে। নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে কী যেন বলছে। ওদের কথাগুলো অবশ্য শোনা যাচ্ছে না। কেননা, জেলের ভিতর ইতিমধ্যেই সাইরেন বাজতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ওয়ার্ডের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বন্দিরা। সাইরেনের শব্দ শুনে দৌড়ে সবাই ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকে পড়েছে। ক্যান্টিনের ঝাঁপও বন্ধ হয়ে গেল। জেলের ভিতরে রাস্তাঘাট অল্প সময়ের মধ্যেই সুনশান। আর্মড গার্ডরা গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। কার উদ্দেশ্যে কে জানে? গুলির আওয়াজে আশপাশের গাছগুলো থেকে পাখির ঝাঁক বেরিয়ে ডাকতে শুরু করল।

ইন্ডোর হলের ভিতর বিনোদ এতক্ষণ স্কিপিং করছিল। দরদর করে ঘামছে। সাইরেনের শব্দ শুনে ও ভয় পেয়ে গিয়েছে। পাশে এসে বলল, 'কী হইসে গুরুদেব। গার্ডরা গুলি ছুড়তাসে ক্যান?'

BanglaBook.org

বিনোদের ফ্যাকাশে মুখটার দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'ধুর বোকা। একে বলে জেল পাগলি হওয়া। মাসে একবার করে হয়। তুই এত ভয় পেয়ে গেলি কেন?'

'গার্ডরা কি পাগল হইয়া গ্যাসে?'

'আরে না। এটা রিহার্সাল চলছে। ব্রিটিশ আমলে জেল থেকে অনেক সময় বন্দিরা পালিয়ে যেত। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে অথবা সেন্ট্রিদের সঙ্গে ভয়ানক মারপিট করত। তখন তাদের থামাত এই আর্মড গার্ডরা। এখন ওসব ঘটনা খুব রেয়ার। কিন্তু, যদি কখনও ফের ঘটে, তার জন্য তো নিজেদের তৈরি রাখতে হবে। সেই কারণে আর্মড গার্ডরা প্র্যাকটিস সারছে। একেই বলে, জেল পাগলি হওয়া। এই সময়টায় জেলের বড় কর্তারা সবাই হাজির থাকেন। ওই দ্যাখ, ক্যান্টিনের কাছে চেয়ারে বসে আছেন সুপার স্যার, রাহুল স্যার, আরও অনেকে। ওঁরা দেখছেন, রিহার্সাল ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। বুঝলি কিছু?'

'ওহ, অহন বুঝসি। এই জেলে আমি আসার পর এই প্রথম পাগলি হইল কি না। তা, পাগলামি কতক্ষণ চইলব গুরুদেব?'

শুনে হাসি পেল স্ট্যালোনের। ও বলল, 'আধঘণ্টার মতো। তার পরই সাইরেন থেমে যাবে। আবার লোকজন বেরিয়ে পড়বে। যাক সে কথা। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। বেলা চারটের সময় ইন্ডোর হল আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এরপর সুশীলরা রায়বেঁশে ড্যান্স প্র্যাকটিস করতে আসবে। চল, পাঞ্চিং ব্যাগটা দু'জনে মিলে ঝুলিয়ে দিই। আজ ক'জন এসেছে রে?'

'জনা পনেরো হইব। নাম্বারটা দিন কে দিন বাড়তাসে। আইজ আসিফ বইল্যা একডা পোলা আইসে। ফিজিক্যালি খুব স্ট্রং। কী মাসল। ওই পোলাটার বক্সিং হইতে পারে।'

'ওকে দেখেছি, ডাকাতি করত। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে। হ্যাঁ, ওর খুব মাসকিউলার বডি। কিন্তু, মাসল থাকলেই যে বক্সার হতে পারবে, তা নয়। বরং উল্টোটাই। বেশি মাসল থাকলে স্পিড কমে যায়। আর যে বক্সারের স্পিড নেই, তার পক্ষে বেশিদূর এগনো সম্ভব না।'

কথাটা অবশ্য ওর নয়, স্ট্যালোন প্রথম শুনেছিল বহরমপুরে

BanglaBook.org

চিন্টুদার মুখে। বডি বিল্ডিং করতে করতে কালাচাঁদ মাঝে একবার ওদের সঙ্গে বক্সিং শিখতে এসেছিল। তখনই এই কথাটা বলেছিলেন চিন্টুদা। পরে পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল স্ট্যালোন, বক্সিংয়ে সফল হওয়ার জন্য স্পিড কতটা দরকারী। ফিজিক্যাল স্পিড তো বটেই, মেন্টাল স্পিডও। স্প্লিট অফ আ সেকেন্ড। তার মধ্যেই বক্সারকে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে হবে। পলকের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে হবে, কখন আক্রমণে যাবে, কখন ডিফেন্স করবে। সিদ্ধান্তে ভুল হলেই নক আউট!

দু'জনে মিলে পাঞ্চিং ব্যাগটা আঙটায় ঝুলিয়ে দিল ওরা। ব্যাগটাকে ভালবেসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের কানে স্পর্শ করল স্ট্যালোন। বহরমপুরে ও এইভাবেই ব্যাগের ভিতর থেকে ধুপধাপ শব্দ শুনত। ট্রেনিং করার সময় ওরা নির্মমভাবে পাঞ্চ করত ব্যাগে। স্ট্যালোনের তখন মনে হত, ওই আঘাতের শব্দগুলো ব্যাগটা নিশ্চয়ই ধরে রাখে। তাই প্র্যাকটিসের পর ব্যাগে কান ঠেকিয়ে ও শুনত, মোট ক'টা পাঞ্চ করেছে। বিনোদ অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে, ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে স্ট্যালোন বলল, 'এই...সবাইকে তুই লাইন করে দাঁড়াতে বল। আমি সবার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।'

মিনিট তিন চারেকের মধ্যেই একটা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। একবার চোখ বুলিয়েই স্ট্যালোন বুঝে গেল, বয়স ষোলো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। প্রথমেই ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে এমন ক'জন আছ, যারা স্কুল, কলেজ বা পাড়ায় স্ট্রিট ফাইটিং...মানে মারপিট করেছ। মেরে অন্যদের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছ। শুধু তারা হাত তোলো। আর যারা মারপিট দেখলেই পালাতে, তারা লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।'

লাইনে দাঁড়ানো সবাই সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দিল। দু'একজন আবার দু'টো হাতও তুলেছে দেখে স্ট্যালোন তাদের একজনকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি রোজ মারপিট করতে, নাকি এক-আধদিন করেছ?'

ছেলেটার বয়স কুড়ি-একুশ হবে। কেতা নেওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, 'রোজ। কোনওদিন মারপিট করতে না পারলে, রক্ত না দেখলে, রাতে আমার ঘুম হত না। মনে হত, কী যেন একটা করা হয়নি।'

BanglaBook.org

'কী নাম তোমার ভাই? কী করতে তুমি?'

'আমার নাম জীবন চক্কোত্তি। আমি কেওড়াতলার শ্মশানঘাট এলাকায় তোলাবাজি করতাম। কেউ টাকা দিতে না চাইলে মেরে তার মুখ ফাটিয়ে দিতাম। একটা দোকানদার তো মরেই গেল আমার ঘুসিতে।'

'এক্সেলেন্ট। জীবন, তুমি লাইন থেকে বেরিয়ে ওই পাঞ্চিং ব্যাগটার কাছে যাও। ওই তো, লাল রঙের যে ব্যাগটা ঝোলানো আছে, ওখানে। তুমি কি পারবে, ঘুসি মেরে ওই ব্যাগটা ফাটিয়ে দিতে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি স্ট্যালোনদা।'

'তা হলে ওই ব্যাগটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। পরে আমি যা বলব, মন দিয়ে তা শুনবে, কেমন?'

খুশি মুখে জীবন লাইন থেকে বেরিয়ে যেতেই স্ট্যালোন বলল, 'জীবনের মতো আর কেউ আছ, মারপিট না করলে যার ঘুম হত না?'

'আমি স্ট্যালোনদা। আমার নাম পঞ্চা। থাকতাম গোয়াবাগান বস্তিতে। বাঁচার জন্যই রোজ আমাকে মারপিট করতে হত। সকালে কলের জল তোলা নিয়ে মারপিট শুরু হত। রাতে তা শেষ হত পার্টির জন্য দেওয়াল লিখন নিয়ে। একরাতে দু'দলে বোমাবাজি হচ্ছিল। অপোনেন্টের একজন খুন হল। পার্টির দাদা বলল, দোষটা তুই নিজের ঘাড়ে নিয়ে নে। জেল খেটে যতদিন না ফিরিস, তোর সংসার আমি চালাব।' স্ট্যালোন বলল, ভেরি গুড, তুমি গিয়ে দাঁড়াও জীবনের পাশে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ, যে বক্সিং খেলাটা কোনওদিন দেখেছ?' 'আমি স্ট্যালোনদা।' ওরই বয়সি একটা ছেলে হাত তুলে বলল, 'আমার নাম কৌশিক। আমি বউবাজারের জেলে পাড়ার ছেলে। আমাদের ওখানে ওয়েলিংটনের মোড়ে একটা বক্সিং ক্লাব আছে। যাতায়াতের পথে প্রায়ই আমি বক্সিং খেলাটা দেখতাম। জেলেপাড়ায় আমাদের একজন দাদা বংশী শীল...ওই ক্লাব থেকেই অনেকবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সবাই ওকে খুব সম্মান করতেন।'

'তাঁকে দেখে বক্সিং শেখার কখনও ইচ্ছে হয়নি তোমার?'

'খুব ইচ্ছে হত। আমি পড়তাম মৌলালির ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে। একবার ক্লাসের একটা ছেলের হাতে আমি খুব মার খেয়েছিলাম। তার

BanglaBook.org

পরই আমার বক্সিং শেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু, মা বক্সিং ক্লাবে ভর্তি হতে দেয়নি। মা তখন বলেছিল, তোকে মাস্তানি শিখতে হবে না। কিন্তু, আমার কপাল খারাপ। মায়ের উসকানিতে বউয়ের গায়ে হাত তুলে আজ আমি এখানে। স্ট্যালোনদা, আমাকে বক্সিং শেখাবেন?' ওহ, ছেলেটা তাহলে বিধবা ওয়ার্ডে আছে। বধূ নির্যাতন বা বধূহত্যার কারণে যারা জেলে আসে, জেলের ভাষায় তাদের বিধবা ফাইল বা বিধবা ওয়ার্ডে রাখা হয়। এত অল্প বয়সে কৌশিকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনে স্ট্যালোন একটু অবাকই হল। ও বলল, 'তুমি শিখতে চাইলে, নিশ্চয়ই শেখাব। তার আগে বল, তুমি কী করতে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছিলাম। জানেন, আর মাসছয়েক পরই আমার ইতালিতে যাওয়ার কথা ছিল। তার মাঝে মায়ের কথা শুনতে গিয়ে আমি...'

কথাটা শেষ করতে দিল না স্ট্যালোন। বলল, 'যাও কৌশিক, তুমি জীবন আর পঞ্চার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলছি।'

এইভাবে একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল স্ট্যালোন। পনেরোজনের মধ্যে এক একজনকেই ও পেল, যে কিছুদিন বক্সিং করেছে। বয়সে সে ওর থেকে অনেক বড়...বত্রিশ-তেত্রিশ। নাম নিরাপদ মাইতি। দুর্গাপুরে কোনও একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করত সিকিউরিটি গার্ডের। সেই কোম্পানিতে চুরির দায়ে জেলে ঢুকেছে। নিরাপদ বলল, 'আমি ট্রেনিং নেওয়ার জন্য এখানে আসিনি স্ট্যালোনবাবু। ফিজিক্যালি ফিট থাকতে চাই। আর যদি আপনার ক্লাবের কোনও সাহায্যে আসতে পারি, সেজন্যই এলাম।'

সবার সঙ্গে কথা বলার পর পোডিয়ামে উঠে স্ট্যালোন বলল, 'তোমাদের সঙ্গে এই যে আমি এতক্ষণ কথা বললাম, তার একটা কারণ আছে। স্ট্রিট ফাইটিং সবাই করতে পারে। এলোপাতাড়ি ঘুসি মারামারির মধ্যে কোনও গৌরবের ব্যাপার নেই। তবু, আমি জানতে চাইলাম এই কারণে যে, তোমরা কে কতটা সাহসী তা বোঝার জন্য? কেননা, মারামারি করার জন্য সাহসের দরকার হয়। বক্সিং করার জন্যও যেটা খুব দরকার। বুঝলাম, তোমরা সবাই খুব সাহসী। তোমাদের দিয়ে বক্সিং

BanglaBook.org

হলেও হতে পারে। কিন্তু বক্সিংয়ে মারামারিটা একটা নিয়মের মধ্যে করতে হবে। এই নিয়মগুলোই আমি তোমাদের শেখাব।'

কথাগুলো বলতে বলতে চমকে উঠল স্ট্যালোন। আরে, এই কথাগুলোই তো প্রথম দিন ওকে বলেছিলেন ক্লাবের চিন্টুদা। ওঁকে স্ট্যালোন প্রথম দেখেছিল বিষ্টুপুরের কালীবাড়ির মাঠে। পৌষমাসে বহরমপুরের সবাই ওখানে পিকনিক করতে যায় ফ্যামিলি নিয়ে। সেবার রুসাতিদের সঙ্গে ও পিকনিক করতে গিয়েছিল। তখন কত বয়স ওর? পনেরো-ষোলো হবে। কালীবাড়ির মাঠে কী একটা ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল সোনাপট্টির একটা ছেলে কালাচাঁদের। হঠাৎ ছেলেটা ওকে মারতে শুরু করে। স্ট্যালোন তখন একটু গোবেচারা টাইপের ছিল। মার খেয়ে ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। সেই সময় ওই চিন্টুদাই জমি থেকে তুলে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ওকে সুস্থ করে তোলেন। সেদিনই কথায় কথায় বাবা আর মাকে চিন্টুদা বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু, তার সঙ্গে সেল্ফ ডিফেন্সটাও শিখুক। নইলে কিন্তু, পড়ে পড়ে মার খাবে। কালেক্টোরেটের মোড়ে আমার একটা ক্লাব আছে। ইচ্ছে হলে, ছেলেকে আমার ক্লাবে পাঠাতে পারেন। তা হলে অন্তত, নিজের নামের প্রতি ও সুবিচার করতে পারবে।'

পরদিনই বাবা ওকে পাঠিয়েছিলেন চিন্টুদার সেভেন স্টারস ক্লাবে। বহরমপুরে শুটিং রেঞ্জের পিছনেই বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্লাব।

গোরাবাজার থেকে সাইকেলে করে ক্লাবে গিয়ে স্ট্যালোন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সাদা পোশাক পরে একদল ছেলে-মেয়ে ক্যারাটে শিখছে। একদল বারবেল-ডাম্বেল নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বডি বিল্ডিং করছে। ওর পাশ দিয়েই একদল ছেলে-মেয়ে জগিং করে ফিরল স্কোয়ার ফিল্ড থেকে। প্রত্যেকের গায়ে নীল স্যান্ডো গেঞ্জি। বুকে লেখা সেভেন স্টারস। ঘামে জবজব করছিল গেঞ্জিগুলো। স্ট্যালোন কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখে।

স্কুল আর কোচিং ক্লাসের বাইরে জীবনটাকে ও দেখেনি। গেটের বাইরে ও দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মোটর বাইকের আওয়াজ শুনে পিছন

BanglaBook.org

ফিরে তাকিয়ে ও দেখে, চিন্টুদা ঢুকছেন। ওকে দেখে নরমগলায় ডাকলেন, 'স্ট্যালোন...বাইরে কেন তুমি? এসো, ক্লাবের ভিতর এসো। সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আমার কী সৌভাগ্য, হলিউডের একজন নায়ক আমার ক্লাবে আজ পা দিয়েছে।' কথাগুলো বলেই বাইক থেকে নেমে চিন্টুদা ওর কাঁধে হাত দিয়েছিলেন।

'আরে স্ট্যালোন, কেমন চলছে তোমার বক্সিং ক্লাব?'

কাঁধে কে যেন হাত দিয়েছে। প্রশ্নটা শুনে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল স্ট্যালোন। পিছন ফিরে ও দেখল, রাহুল স্যার। তার মানে বাইরে জেল পাগলি থেমে গিয়েছে। পিছনের গেট দিয়ে রাহুল স্যার পোডিয়ামে উঠে এসেছেন। সাইরেনের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না। রাহুল স্যারের দিকে ঘুরে ও তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যার আপনি! আজই সবে প্র্যাকটিস শুরু করলাম।'

'খুব ভাল।' রাহুল স্যার বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি কয়েকজনকে তৈরি করে ফেল। তোমাদের জন্য আইজি স্যার একজন খুব নামী কোচের ব্যবস্থা করছেন। নামটা এক্ষুনিই ডিসক্লোজ করতে পারছি না। কিন্তু, মনে হয় তুমি তাঁকে চেনো।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয় স্যার। আমি অন্তত ভাল ট্রেনিংটা পাব।'

'ট্রেনিংয়ের জন্য তোমার কি আর কিছু দরকার আছে স্ট্যালোন?'

'না স্যার, আপাতত কিছু প্রয়োজন নেই। যদি প্র্যাকটিসের পর একটু ছোলা বাদাম আর হেলথ ড্রিঙ্ক পাওয়া যায়, তা হলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, ক্যান্টিনের অচিন্ত্যকে আমি বলে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, তোমাকে যে কথাটা বলার জন্য ঢুকলাম, সেটা বলি। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন জয়ন্তনারায়ণ চ্যাটার্জি বলে হাইকোর্টের একজন নামকরা ল'ইয়ার। টিভিতে হয়তো তাঁকে তুমি দেখে থাকবে। উনি তোমার হয়ে কেসটা রিওপেন করবেন। আশা করি, তুমি তাঁর সঙ্গে কোঅপারেট করবে।'

শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। আবার পুরনো কেস

BanglaBook.org

খোঁচাখুঁচি হবে। আবার কাঠগড়ায় গিয়ে ওকে দাঁড়াতে হবে। আবার রুসাতির একগাদা টাকা খরচ হবে। মহিম কাকাবাবুর ভোগান্তি বাড়বে। তা ছাড়া কী হবে আর বহরমপুরে ফিরে গিয়ে। বহরমপুরে গিয়ে কি ও আর কোনওদিন মুখ দেখাতে পারবে? মা আর বাবাই তো নেই। শুধু রুসাতির বন্ধনটা কেটে ও বেরিয়ে আসতে পারছে না। তা হলে বহরমপুরের সঙ্গে ওর সব সম্পর্ক চুকেবুকে যেত। রাহুল স্যারকে তো আর এই কথাগুলো বলা যাবে না। বাধ্য হয়ে ও ঘাড় নাড়ল, ল'ইয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে ও সহযোগিতা করবে।

চোদ্দো

'আমাকে বারবার স্যার বলতে হবে না। তুমি আমাকে কালকেতুদা বলে ডাকতে পারো।' রুসাতিকে বলল কালকেতু।

শনিবারের বিকেল। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে স্পোর্টস মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল কালকেতু। নিশীথদার ব্যাপারে কথা বলার জন্য। স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। সেই টাকা যাতে নিশীথদা পান, তা হলে ওষুধপত্তর কিনতে পারবেন। স্টেডিয়ামে গিয়ে ও শোনে, স্পোর্টস মিনিস্টার কী একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। সন্ধে সাতটার আগে ফিরবেন না। হাতে ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে দেখে কালকেতু দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাহুলের কাছে এসেছে।

জেলারের ঘরে ঢুকে কালকেতু দেখে বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে কথা বলছে রাহুলের সঙ্গে। ওকে দেখেই রাহুল বলল, 'তুই অনেকদিন রে বাঁচবি কালকেতু। এই মাত্তর রুসাতির সঙ্গে তোর কথাই আলোচনা করছিলাম।'

ওহ, এই মেয়েটাই তা হলে রুসাতি। স্ট্যালোনের বান্ধবী। আজ শনিবার বলে জেলে দেখা করতে এসেছিল স্ট্যালোনের সঙ্গে। মেয়েটা খুব সুন্দরী। স্ট্যালোনের পছন্দ আছে। রাহুল পরিচয় করিয়ে দিতেই

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল রুসাতি। তার পর বলল, 'আপনার কথা শুনেছি স্ট্যালোনের কাছে। ওকে নিয়ে আপনার সেই লেখাটাও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি স্যার।'

কালকেতু বলল, 'বোসো। তোমার সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। ভালই হল, এখানে দেখা হয়ে গেল। রাহুলের মুখে নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ, আমরা হাইকোর্টে আপীল মামলা করছি।'

'শুনেছি স্যার। সো নাইস অফ ইউ। বহরমপুর কোর্টে ও কিন্তু জাস্টিস পায়নি।'

'এবার পাবে। কেসটা যে নিয়েছে, সে আমাদের খুব বন্ধু। সে জাস্টিস আদায় করে ছাড়বে। একটা কথা আমায় বলো তো, স্ট্যালোন কি সত্যিই জানে, কে কিডন্যাপ করেছিল বা মার্ডার?'

'মার্ডারটা কে করেছিল, ও তা জানে কি না, আমি জানি না। কিন্তু, কিডন্যাপারদের একজনকে ও চেনে।'

'কে সেই লোকটা?'

'কালাচাঁদ বলে একটা বখাটে ছেলে। চিন্টুদার ডান হাত। সেদিনের ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, স্ট্যালোন আমাকে খুঁটিনাটি বলেছে। পুলিশ ওকে ধরার একদিন আগে পাতিয়ালার ক্যাম্প থেকে ও বহরমপুরে পৌঁছয়। সেদিনই সদাশিবকাকা পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেন, কঙ্কণা কিডন্যাপ হয়েছে। স্ট্যালোনের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হয়নি। আমাকে ও বলেছিল, মাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় কাশিমবাজারে যাবে। বিষ্টুপুরের কালীবাড়িতে পুজো দিতে। পরদিন বিকেলে ও ক্লাবে চিন্টুদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওই ক্লাব থেকেই ফোন করে স্ট্যালোন আমায় বলে, রেস্তোরাঁয় ডিনার করাতে নিয়ে যাবে। সন্ধেবেলায় ক্লাব থেকে বেরিয়ে ও আমাকে তুলে নেবে আমাদের দোকান থেকে। তার পর আমাকে নিয়ে যাবে সম্রাট হোটেলের রেস্তোরাঁয়।'

'এই রেস্তোরাঁটা কোথায়?'

'হাইওয়ের ধারে। কথা অনুযায়ী, সন্ধেবেলায় স্ট্যালোনের জন্য দোকানে আমি ওয়েট করছিলাম। কিন্তু, ও এলই না। মোবাইলে বারবার ফোন করেও আমি ওকে ধরতে পারলাম না।'

BanglaBook.org

'তুমি খবর পেলে কখন, ওকে পুলিশে ধরেছে?'

'রাত আটটার সময় থানা থেকে ফোন এল, পুলিশ কিডন্যাপিং কেসে ওকে ধরেছে ভাগিরথী ব্রিজ থেকে। আমি আর বাবা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলাম থানায়। ওর বাবা তার আগেই থানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। স্ট্যালোন বলল, আমাকে তুলে নেওয়ার জন্য বাইক নিয়ে ও যখন ক্লাব থেকে বেরোচ্ছিল, তখন কালাচাঁদ ওকে বলে, ব্রিজে ওর জন্য একজন টাকা নিয়ে ওয়েট করছে। স্ট্যালোন কি ওকে ব্রিজে পৌঁছে দিতে পারবে? ও যাবে আর আসবে। কালাচাঁদের অনুরোধ স্ট্যালোন ফেলতে পারেনি। তাই ওকে ব্যাকসিটে তুলে নেয়। ওরা যখন ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছয়, তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য কালাচাঁদ বাইক থেকে নেমে যায়। আর তখনই পুলিশ স্ট্যালোনকে ঘিরে ধরে।'

'তার পরই কি ব্রিজের উপর থেকে কালাচাঁদ ভাগিরথীতে ঝাঁপ দেয়।'

'না, না স্যার। এটা বাজে কথা। পুলিশ পরে একথা বলেছিল বটে, কিন্তু স্ট্যালোনের মুখে শুনেছি, একটা লোক বাইকে স্টার্ট দিয়ে তখন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিল। কালাচাঁদ তার বাইকে করেই খাগড়াঘাটের দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ দেখেও দেখেনি।'

'কালাচাঁদ যে লোকটার কাছ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিল, সে লোকটা কে? সদাশিববাবুর কেউ?'

'না। পুলিশের লোকই নাকি ছদ্মবেশে ওখানে অপেক্ষা করছিল। পুরো ব্যাপারটাই খুব ফিশি। কঙ্কণা যেদিন কিডন্যাপড হয়েছিল, সেদিনই স্ট্যালোন বহরমপুরে আসে। যেদিন খুন হয়, তার আগের দিন সন্ধেবেলায় পুলিশ ওকে ধরে। পুলিশ্ কেসটা সাজিয়েছিল এইভাবে যে, নিজে পুলিশ লকআপে থাকা সত্ত্বেও সুপারি কিলারকে দিয়ে স্ট্যালোনই খুনটা করিয়েছে।'

'ডাইরেক্ট এভিডেন্স নেই। অথচ স্ট্যালোনের লাইফ সেনটেন্স হল কী করে?'

'মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করে। খাগড়ায় যে পোড়ো মন্দিরে কঙ্কণার

BanglaBook.org

ডেডবডি পাওয়া যায়, সেখানে নাকি স্ট্যালোনকে আগের দিন সন্ধেবেলায় একজন দেখেছিল।'

'পাতিয়ালা ক্যাম্প্ থেকে ক'দিনের ছুটিতে এসেছিল স্ট্যালোন?'

'আসা যাওয়া নিয়ে দশ দিনের ছুটিতে। আসলে ওর আসার কথাই ছিল না। এক বছরের জন্য ওর চলে যাওয়ার কথা কিউবায়। ইন্ডিয়ান বক্সিং ফেডারেশন সেই সময় পাঁচজন প্রমিসিং বক্সারকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কিউবা পাঠাচ্ছিল। খরচাটা সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট দেবে বলেও পরে পিছিয়ে যায়। ফেডারেশন ওদের বলেছিল, নিজেরা টাকা জোগাড় করতে পারলে, কিউবায় যেতে পারো। এশিয়ান গেমসের কথা ভেবে স্ট্যালোন রাজি হয়ে যায়। সেই টাকাটা নেওয়ার জন্যই ও বহরমপুরে এসেছিল। বাবাকে বলেছিলাম, আমার বিয়ের জন্য যে টাকাটা তুমি রেখেছ, সেটা স্ট্যালোনকে দিয়ে দাও। বাবা ওকে পুরো দশ লাখ টাকাই দিতে চেয়েছিলেন। তাই টাকার জন্য স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছে, পুলিশের এই অভিযোগটা ঠিক নয়।'

'তোমার কি মনে হয় রুসাতি, ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটা কে করেছিল? কাউকে তোমার সন্দেহ হয়?'

'আমার মনে হয়, একজন নন, বেশ কয়েকজন এই কন্সপিরেসিতে ছিলেন। ওঁরা টুলস হিসেবে ব্যবহার করেন কালাচাঁদ বলে ছেলেটাকে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, স্ট্যালোন জেল কাস্টোডিতে ঢোকার পরই কালাচাঁদকে ওঁরা বহরমপুর থেকে সরিয়ে দেন।'

'এই কন্সপিরেসিতে কতটা রোল ছিল সদাশিববাবুর?'

'আমার মনে হয়, খুব সামান্য। ভেবে দেখুন, ব্যক্তিগত ক্ষতি তো সদাশিবকাকারও কম হয়নি। কঙ্কণা ওঁর একমাত্র মেয়ে। কঙ্কণার ডেডবডি যেদিন থানায় আসে, সেদিন সদাশিবকাকাকে আমি দেখেছিলাম। বাচ্চা ছেলের মতো উনি কান্নাকাটি করেছিলেন। হ্যাঁ, প্রতিমা পিসির বাড়ি কেনা নিয়ে সদাশিবকাকার সঙ্গে স্ট্যালোনের একটা ঝামেলা হয়েছিল, এটা ঠিক। এটাও মিথ্যে নয়, ওই কারণে স্ট্যালোনকে উনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু, স্ট্যালোন পাতিয়ালায় চলে যাওয়ার পর ওদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে এসেছিল। আমিও গোরাবাজারের মেয়ে। নিজের

BanglaBook.org

চোখে দেখেছি, ছোটবেলায় কঙ্কণাকে কতটা ভালবাসত স্ট্যালোন। ফুটফুটে ছিল বলে কঙ্কণাকে ও কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে কঙ্কণাকে ও মার্ডার করাবে, এটা ভাবাই যায় না।'

'কিন্তু, স্ট্যালোনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা তো সদাশিববাবুই করেছিলেন, তাই না?'

'উনি একটা জেনারেল ডায়েরি করেছিলেন থানায়। স্ট্যালোনের নামটা ওঠে অনেক পরে। কঙ্কণার স্কুলের একটা মেয়ে নাকি পুলিশকে বলেছিল, কঙ্কণা শেষ ক্লাসটা না করেই স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও নাকি বলে গিয়েছিল, পাতিয়ালা থেকে ফিরে স্ট্যালোন আঙ্কল ফোন করে বলেছে, ওর জন্য একটা গিফট নিয়ে এসেছে। তাই সেভেন স্টারস ক্লাব থেকে সেটা নিয়ে, তবে ও বাড়ি যাবে। স্কুলের কাছ থেকে একটা রিকশা নিয়ে নাকি কঙ্কণা ক্লাব পর্যন্ত গিয়েওছিল। সেই রিকশাওয়ালা পরে পুলিশকে সে কথা জানায়। তারপর থেকেই মেয়েটার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্ট্যালোন অবশ্য এ কথা ডিনাই করে। আমায় বলেছিল, কঙ্কণার সঙ্গে নাকি ফোনে ওর কোনও কথাই হয়নি। আর গিফট দেওয়ার থাকলে ও তো গোরাবাজারেই দিতে পারত। কঙ্কণাকে ক্লাবে যেতে বলবে কেন? তার মানে, পরিচিত কেউ স্ট্যালোনের নাম করে কঙ্কণাকে ফোন করেছিল। তার কথায় বিশ্বাস করে মেয়েটা ক্লাবে যায়।'

'কঙ্কণা যেদিন সেভেন স্টারস ক্লাবে যায়, সেদিন ক্লাবে ওকে আর কেউ দেখেছিল?'

'না, কেউ ওকে দেখেনি। কারণ, সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। বহরমপুরে মঙ্গলবার দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। ছুটির দিন বলে, ক্লাবে প্র্যাকটিসও বন্ধ থাকে। রিকশাওয়ালাই শেষবারের মতো ওকে দ্যাখে। পরে চিন্টুদা বলেছিল, কঙ্কণা ক্লাবে যায়ইনি। ক্লাবের দরজা সেদিন বন্ধ ছিল।'

'সদাশিববাবুর সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে রুসাতি?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন কালকেতুদা। কঙ্কণা খুন হওয়ার পর থেকে একেবারে বদলে গিয়েছেন সদাশিবকাকা। বাড়ি থেকে আর বেরন না। প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। বাড়ির ভিতর লোকনাথবাবার

BanglaBook.org

মন্দির করেছেন। দিনরাত পুজো আচ্চায় সময় কাটান। একেবারে সাধু সন্ন্যাসীদের মতো চেহারা হয়ে গিয়েছে। সদাশিবকাকার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে লোকনাথবাবার জন্মদিনের তিথিতে। আমিই ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে উনি শুধু বললেন, "আমাকে ক্ষমা করে দিস মা।" আশপাশে প্রচুর লোকজন ছিল বলে আমি আর কথা বাড়াইনি।'

চিন্টুদা সম্পর্কে তথাগত খুব বেশি ইনফর্মেশন দেয়নি। ও যখন বহরমপুর গিয়েছিল, সেইসময় নাকি চিন্টুদা দিল্লিতে গিয়েছিলেন দুই ছাত্রকে নিয়ে। ওয়াইএমসিএ গোল্ড কাপ বক্সিংয়ে অংশ নিতে। কালকেতু তাই জিজ্ঞেস করল, 'এই চিন্টুদা লোকটা কেমন রুসাতি? কত বয়স?'

স্ট্যালোনের চোখে ভগবান। কিন্তু, লোকটাকে আমি স্বার্থপর ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবিনি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মতো হবে। কথাবার্তায় খুব তুখোড়। দেখলে বুঝতেও পারবেন না, কতটা ধুরন্ধর। লোকটা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। একটা সময় ক্লাব থেকে কামাই করে সংসার চালাত। বছর তিনেক হল দেখছি, ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বহরমপুরে ইন্দ্রপ্রস্থ বলে একটা পশ এলাকা আছে। সেখানে বিশাল বাড়ি করেছে। দুটো গাড়ি। স্ট্যালোন যখন বহরমপুরে হিরো ছিল, তখন চিন্টুদা ওকে ভাঙিয়ে খেত। এখন ক্লাবে কেউ স্ট্যালোনের নাম করলে, তাকে নাকি ক্লাব থেকে বের করে দেয়। আমি অনেকবারই স্ট্যালোনকে বলেছি, লোকটাকে এ বার ছাড়ো। কিন্তু, ও আমার কথা শোনেনি।'

'চিন্টুদার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন?'

'বউ আর ছেলে। তা ছাড়া আর কাউকে কখনও দেখিনি। চিন্টুদার বউয়ের নাম প্রিয়া, আমাদের মহাকালী পাঠশালার মেয়ে। খুব গরীব ঘরের মেয়ে। সেভেন স্টারস ক্লাবে যোগব্যায়াম শিখত। চিন্টুদার হাঁটুর বয়সি। যোগ ব্যায়াম, প্রদর্শনী করার জন্য চিন্টুদা ওকে নানা জায়গায় নিয়ে যেত। অর্গানাইজারদের কাছ থেকে টাকা নিত। কিন্তু একটা পয়সাও প্রিয়াকে দিত না। ওকে বিয়ে করা ছাড়া চিন্টুদার আর কোনও উপায় ছিল না। কেননা, প্রিয়া প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, ওদের বিয়েটা নাকি হয়েছিল বিষ্টুপুরের কালীবাড়িতে।'

BanglaBook.org

'এই মেয়েটার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের দোকানে প্রিয়া প্রায়ই শাড়ি কিনতে আসে। চিন্টুদার উপর এখন ওর খুব রাগ। আমার সঙ্গে কখনও দেখা হলেই সেটা উগড়ে দেয়।'

কথাগুলো বলতে বলতে রুসাতি একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রায় সাতটা বাজে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গিয়েছে।

রুসাতিকে সেই বহরমপুরে যেতে হবে। যেতে ঘণ্টা পাঁচেক তো লাগবেই। সেই কারণে বোধহয় ঘড়ি দেখছে। বুঝতে পেরে কালকেতু বলল, 'থ্যাঙ্কস রুসাতি। বুঝতে পারছি, তোমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তোমাকে আর আটকাব না।'

রুসাতি বলল, 'না কালকেতুদা। সংকোচ করবেন না। আজ আর আমরা বহরমপুরে ফিরছি না। লেক গার্ডেন্সে বাবা একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন। আমাদের বিয়ের পর স্ট্যালোনকে দেবেন বলে। যাতে কলকাতায় থেকে সল্ট লেকের সাই সেন্টারে নিয়মিত ও ট্রেনিং নিতে পারে। কিন্তু, আমার সব প্ল্যানই ভেস্তে গেল। আজ রাতটা লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে কাটিয়ে কাল সকালেই আমরা বহরমপুরে ফিরে যাব। পরে যদি আমাকে কোনও দরকার হয়, অবশ্যই ফোন করবেন। আর একটা কথা বলছি, হাইকোর্টে আপীল মামলা করার জন্য যা খরচ হবে, আমি কিন্তু সবটা দেব।'

কালকেতু বলল, 'তার দরকার হবে না।'

BanglaBook.org

পনেরো

ফুটবল মাঠে অনেকক্ষণ ধরে ওয়ার্ম আপ সেরে স্ট্যালোন ইন্ডোর হলের সামনে এসে দাঁড়াল। সরাসরি হলের ভিতর ও ঢুকল না। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ও আগে দেখতে চাইল, কেউ ফাঁকি মারছে কী না। কাকে কী করতে হবে, যাওয়ার আগে ও বলে গিয়েছিল। ভিতরের দিকে তাকিয়ে ও নিশ্চিন্ত হল, নাহ সবাই খুব ব্যস্ত। কেউ স্কিপিং করছে। কেউ বক্সিং

টেকনিকের শ্যাডো প্র্যাকটিস। কেউ পাঞ্চিং ব্যাগ পেটাচ্ছে। ইস, একটা আয়না থাকলে ভাল হত। ট্রেনিংয়ের সময় কেউ কথা বলুক, স্ট্যালোন সেটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। একশো ভাগ মনোযোগ দিতে বলে। বেলা তিনটের সময় জেলে থার্ড কাউন্টিংয়ের পর থেকে দু'ঘণ্টা টানা ট্রেনিং। স্ট্যালোন চায় না, একটা মিনিটও নষ্ট হোক।

প্রায় একমাস কেটে গিয়েছে। পনেরোজনের মধ্যে থেকে স্ট্যালোন দশজনকে বেছে নিয়েছে। ভিতরের দিকে তাকিয়ে ও শুনল, প্র্যাকটিসে ন'জন হাজির। কে নেই, সেটা বুঝতে ওর কয়েক সেকেন্ড লাগল। কৌশিক আসেনি। হলের ভিতর ঢোকার আগেই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কৌশিক এলে আজ মাঠে দশপাক দৌড়তে বলবে। চার-পাক বাড়তি। দেরি করার জন্য শাস্তি। না হলে ওর সেন্টারে ডিসিপ্লিন বলে কিছু থাকবে না। এই কৌশিক ছেলেটাকে গতকাল খুব মনমরা দেখেছিল স্ট্যালোন। ওর মা দেখা করতে এসেছিল। হয়তো কোনও খারাপ খবর শুনেছে।

ওকে দেখে নিরাপদবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি যে চার্টটা তৈরি করতে বলেছিলেন, সেটা কালই আমি শেষ করে ফেলেছি স্ট্যালোন। আজ প্র্যাকটিসের পর একবার বসবেন নাকি?'

স্ট্যালোন বলল, 'বসতে পারি। কিন্তু, বসবেন কোথায়?'

'কেন, ক্যান্টিনে। আজ আমাদের ওয়ার্ডে ডিউটিতে আছেন মুকুন্দবাবু। ওকে যদি আপনি রিকোয়েস্ট করেন, তা হলে সন্ধের দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য উনি আমাকে ছেড়েও দিতে পারেন।'

নিরাপদবাবু আছেন তিন নম্বর ওয়ার্ডে। চুরি, ছিনতাই, কেপমারির অভিযোগে যারা আসে, তাদের জন্য এই ওয়ার্ড। সন্ধে ঠিক ছ'টায় সেই ওয়ার্ডে তালা পড়ে যায়। তার পর নিরাপদবাবুরা আর বাইরে থাকতে পারেন না। সমস্যাটা বুঝতে পেরে স্ট্যালোন বলল, 'ঠিক আছে, মুকুন্দবাবুকে আমি বলে দিচ্ছি। চার্ট তৈরি করার সময় কি স্পেশাল কিছু লক্ষ্য করলেন নিরাপদবাবু?'

'ফিজিক্যালি সবথেকে ভাল স্ট্যাটিসটিক্স হচ্ছে কৌশিকের। হাইট পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। বডির লোয়ার পোর্শেন অনেক বড়। হাতের রিচ

BanglaBook.org

অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। মুঠোটাও বিরাট। ঘুসির জোর আছে। ওর অনেক কিছু ভাল। কিন্তু, যেটার অভাব, সেটা হল কারেজ। প্র্যাকটিসের সময় দেখছি, কারও কাছে একবার ঘুসি খেয়ে গেলে, তার পর আর ভিড়তে চায় না। রিংয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।' 'এটা ওর সাইকোলজিক্যাল প্রবলমে। ছোটবেলা থেকে ছেলেটার মা ওকে আগলে আগলে রাখত। তারই পরিণতি এটা। পাতিয়ালায় এ রকম কাপ্পু বক্সার আমি দেখেছি। তাদের কী করে অ্যাগ্রেসিভ করে তুলতে হয়, তাও দেখেছি। যাক গে, পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপনি এখন একটু অন্যদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। ঠিকঠাক সিডিউল ফলো করছে কি না। আমি ততক্ষণে স্কিপিংটা সেরে নিই।'

স্কিপিং শুরু করেও স্ট্যালোন অন্যদের দিক থেকে চোখ সরাল না। এখানে প্রথম যেদিন স্কিপিং রোপটা হাতে নিয়েছিল, সেদিন দু'শোবারের বেশি করতে পারেনি। ওর হাঁফ ধরে গিয়েছিল। অথচ পাতিয়ালায় ও টানা দু'হাজার বারেরও বেশি লাফাতে পারত। শেষ পনেরো মিনিট একেবারে ঝড়ের গতিতে। এখানে প্রতিদিন আস্তে আস্তে লাফানোর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। তবুও, তিন দফায় ও হাজারবারের বেশি করতে পারছে না। এতদিন প্র্যাকটিসের বাইরে থাকার কুফল এটা। পাতিয়ালায় চিফ কোচ হরবিন্দর সিংই স্কিপিংয়ের সময় ওকে নানাভঙ্গিতে লাফাতে শিখিয়েছিলেন। এক পায়ে, দু'পায়ে। তিন-চার রকম ছন্দে। ওখানে যা শিখে এসেছিল, স্ট্যালোন এখানে সেইভাবেই করে যাচ্ছে। মাস-চারপাঁচেক সময় পেলে ও ফের শরীরটাকে আগের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে।

স্কিপিং করার ফাঁকেই স্ট্যালোন দেখল, পাঞ্চিং ব্যাগে ঘুসি মারছে জীবন। ওকে হেল্প করছে পঞ্চা। একজন তোলাবাজ, অন্যজন বস্তিবাসী রংবাজ। এখন হাতে হাত মিলিয়ে বক্সিং শেখায় মন দিয়েছে। এই সুযোগটা যদি আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে পেত, তা হলে হয়তো ওদের জীবনটাই অন্যখাতে বইত। একটু আগে নিরাপদবাবু কৌশিক ছেলেটার কথা বলছিলেন। ওর ফিজিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স নাকি সবথেকে ভাল। কে বলতে পারে, ঠিক সময়ে বক্সিংয়ে এলে ও নামকরা বক্সার

BanglaBook.org

হতে পারত না? সবাইকে তো আর ভগবান সমান শরীর দেন না। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে শরীরটা অনেক বাড়তি সুবিধে এনে দেয়। যাদের শরীরের নীচের অংশটা বড়, তারা বক্সার হিসেবে বাড়তি সুবিধে পায়। স্ট্যালোনের নিজের ধারণা, ওর হাইট যদি আর মাত্র দু'ইঞ্চি বেশি হত, তা হলে আরও অনেক বড় বক্সার হতে পারত।

ট্রেনিদের দশজনকে পাঁচটা জুড়িতে ভাগ করে দিয়েছে স্ট্যালোন। জোড়ায় জোড়ায় প্র্যাকটিস করতে সুবিধে হয় বলে। কৌশিকের পার্টনার হল বিনোদ। ও একা শ্যাডো প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে কৌশিক আসেনি বলে। বিনোদের হাইট পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির মতো। শরীরটা ছিপছিপে। ওর স্টান্স অর্থাৎ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা দারুণ। বাঁ পা-টা সামনে বাড়িয়ে রেখে রাইট লেফট প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। ডান পা-টা জমিতে দৃঢ়ভাবে রেখে। এতে শরীরের জোর ফিফটি ফিফটি থাকে। কোচেরা শুরুর দিকে এই স্টান্স শেখানোর দিকেই বেশি জোর দেন। দু'পায়ের ভর যদি সিক্সটি-ফর্টি বা সেভেন্টি-থার্টি হয়ে যায়, তা হলে মুশকিল। বক্সিং হাতের খেলা বটে, কিন্তু এই খেলাটায় পায়ের ভূমিকাও বিরাট। বিনোদ আগে কিছুদিন বক্সিং করেছে বলে, ব্যাপারটা জানে। খুব এনার্জেটিক টাইপের ছেলে। সকালের দিকেও রোজ ও ফিজিক্যাল ট্রেনিং করে। দৌড়নোর সময় স্ট্যালোনের পার্টনার হয়।

শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে করতে বারবার বিনোদ ওর দিকে তাকাচ্ছে। তার মানে ওর স্কিপিং পর্ব শেষ হলে কাছে এসে কোনও কথা বলতে চায়। সেটা লক্ষ্য করে স্ট্যালোন উল্টোদিকে ঘুরে গেল। যাতে বাঙালটার সঙ্গে ওর চোখাচোখি না হয়। আজ সকালে জগিংয়ের পর বিনোদ একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল। ক্যান্টিনে হঠাৎ ও বলে, 'গুরুদেব, আমি কিন্তু আর বাংলাদ্যাশে ফিরুম না।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করেছিল, 'হঠাৎ তোর এই মতি হল কেন?'

'ক্যান হইব না, কন। এই দ্যাশটা তো আগে আমাগোও সিল। আমার বাপের বাড়ি আসিল হাওড়ার বাগনান বইল্যা একডা জায়গায়। অহনও সেই বাড়ি আসে। আমার চাচা আর খালা অহনও সেহানে থাকে। আপনেরে কই নাই, আমার নাম শেখ বিনোদ। আমি কিন্তু মোছলমান।'

BanglaBook.org

'তা নাহয় হল। কিন্তু, তুই তো বাংলাদেশের সিটিজেন। তোকে আমাদের গভর্নমেন্ট থাকতে দেবে কেন?'

'ক্যান দিব না? আগে ইন্ডিয়া আর বাংলাদ্যাশে তো একডাই দ্যাশ ছিল। অহন ভাগাভাগি হইসে তো কী হইসে। আমার বাপ যুদি সাতক্ষীরায় দাদামশায়ের বাড়িতে গিয়া না উঠত, তাইলে তো আমি এহানেই থাকতাম। চাচারে আমি কইসি, আমি তোমাগো কাছে থাকুম। সাতক্ষীরায় যামু না। হত্যি কথাডা কই গুরুদেব, আপনেরে ছাইড়্যা আমি থাকতে পারুম না।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করেছিল, 'চাচার সঙ্গে তুই যোগাযোগ করলি কীভাবে?'

'ক্যান, ফোনে। তোমাগো ওয়ার্ডের সাধনদার কাছে মোবাইল ফোন আছে। তিন মিনিটের জন্য আমারে কথা কইতে দিসিল। পঞ্চাশ ট্যাহা নিসে।'

জেল থেকে লুকিয়ে বাইরে ফোন করা যায়। ওয়ার্ডের মেটদের কাছে মোবাইল ফোন থাকে। বাইরে থেকে পাচার হয়ে জেলের ভিতর আসে। জেলের কর্তারা সবাই এ কথা জানেন। কিন্তু, কেউ বিশেষ খোঁচান না। স্ট্যালোন নিজেও দু'একবার ফোনে কথা বলেছে রুসাতির সঙ্গে। বিনোদের কথা শুনে ও বলেছিল, তোর বাবা-মা কি তোর ইচ্ছের কথা জানে?'

'অহনও কই নাই।'

প্রসঙ্গটা তখনকার মতো থামিয়ে দিয়েছিল স্ট্যালোন। বাঙালের গোঁ। হয়তো বিনোদের মাথা থেকে এখনও কথাটা হারিয়ে যায়নি। বর্ডার পার হয়ে রোজই অনেক লোক ওপার বাংলা থেকে এদিকে চলে আসছে। বেশিরভাগ লোকই জনারণ্যে মিশে যায়। ভাষাটা এক বলে, তাদের ধরার কোনও উপায় নেই। কিন্তু বিনোদের কেসটা আলাদা। বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়েই ও এখন জেলে। এখান থেকে বেরোলে ওকে সরাসরি সাতক্ষীরাতেই ফেরত পাঠাবে পুলিশ। আইনের জটিলতা নিয়ে বাঙালটার কোনও ধারণাই নেই। যতদিন না বুঝতে

BanglaBook.org

পারবে, ততদিন আশায় আশায় থাকবে। স্কিপিং শেষ করে ও বিনোদকে ডাকল, 'কী রে, আমাকে কিছু বলবি?'

একদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিশ করে বিনোদ বলল, 'গুরুদেব, আপনেরে জানাইয়া রাখি। আমার পার্টনার জেইল থেইক্যা পলানোর চেষ্টা করত্যাসে।'

স্ট্যালোন চমকে উঠে বলল, 'তোর পার্টনার মানে? কৌশিক?'

'হ গুরুদেব। সেকেন্ড কাউন্টিং হইয়া যাওয়ার পর অর সঙ্গে ওয়ার্ডের বাইরে দ্যাখা হইসিল। আমারে কইল, শরীলডা ভাল নাই। আইজ প্র্যাকটিস কইরব না। থার্ড কাউন্টিংয়ের আগে আমি মাঠে দৌড়াইতে গেসিলাম। চক্কর মারার সময় দেহি, পার্টনার অশ্বত্থ গাছে বইস্যা আছে। আমি নীচ থেইক্যা ডাইকলাম। হুনতে পাইল বইল্যা মুনে হইল না।'

শুনে মনে কু-ডাক দিল স্ট্যালোনের। কৌশিক লেখাপড়া জানা ছেলে। জেল থেকে পালানোর গুরুত্বটা ও নিশ্চয়ই জানে। এও জানে, জেল থেকে পালানো কত কঠিন! পালানোর চেষ্টাই যদি করে, তা হলে দিনের বেলায় সেটা করবে কেন? বিনোদকে ও বলল, 'সে কী! তুই আগে বলিসনি কেন? কৌশিক কোন্ গাছে বসে আছে, আমাকে দেখাতে পারবি?'

'হ পারুম। চলেন আপনেরে দেহাইতেসি।' কথাটা বলে জানলার ধারে নিয়ে গেল বিনোদ। দূর থেকে দেখাল, 'অই যে নর্থ সাইডের পাঁচিলের ধারে গাছগুলান দ্যাখতাসেন, অইখেনে।'

যে জায়গাটা বিনোদ দেখাল, সেটা ফুটবল মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। জায়গাটায় বড় বড় কিছু গাছ আছে। প্রায় একশো দেড়শো বছরের পুরনো। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ যায় না। অবশ্য যাওয়ার দরকারও হয় না। ইংরেজ আমলে ওখানে একটা বাংলো টাইপের ছিল। তার পাশেই বোধহয় একটা সিমেট্রি অর্থাৎ কি না গোরস্থান ছিল। দু'চারটে বেদি মতোনও আছে। ওই বাংলোটার এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালের ইট খসে গিয়েছে কোথাও কোথাও। কৌশিক পালানোর জন্য ওই জায়গাটা বেছে নিল কেন? গাছ থেকে

BanglaBook.org

লাফিয়ে পাঁচিলটা পেরোবে, এই আশায় নাকি? কিন্তু সেটা তো সম্ভবই না। কেননা, পাঁচিলের সঙ্গে গাছের দূরত্ব মিনিমাম দশ ফুট হবে।

বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর পরই রাস্তায় মুকুন্দবাবুর মুখোমুখি হয়ে গেল স্ট্যালোন। হন্তদন্ত হয়ে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছেন। কাছাকাছি হতে উনি বললেন, 'আজ চাকরিটা বোধহয় আমার গেল স্ট্যালোন। বিরাট একটা মিসহ্যাপ হয়ে গিয়েছে জেলে। শোননি কিছু?' মিসহ্যাপ কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল স্ট্যালোন, 'কী হয়েছে স্যার?'

'আজ সকালে তিন নম্বর ওয়ার্ডে আমার ডিউটি ছিল। তোমাদের ভাষায় বিধবা ওয়ার্ডে। বেলা দুটোর সময় ডিউটি সেরে ব্যারাকে গিয়ে খানিকটা রেস্ট নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় ফের তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডিউটি। এমন সময় সুপার সাহেব লোক পাঠিয়ে বললেন, বিনয় সরকারকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। লোক নেই, আপনাকে এখনই ফের তিন নম্বর ওয়ার্ডে ডিউটি করতে হবে। সেখানে গিয়ে শুনি, গুনতিতে একজন সাজাওয়ালা কম। খোঁজ করতেই জানা গেল, গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে সে গাছের ডালে ঝুলে পড়েছে।'

কথাটা শুনেই বুকের ভিতর ধক করে উঠল স্ট্যালোনের। দমবন্ধ করে ও বলল, 'কে সে?'

'গাছ থেকে ডেডবডিটা নামিয়ে আনা হয়েছে। তাকেই আমি আইডেন্টিফাই করতে যাচ্ছি।'

শুনে মাথা চোঁ করে ঘুরে উঠল স্ট্যালোনের। জেলে অনেক সময় সুইসাইডের ঘটনা ঘটে। কাকতালীয়ভাবে সেটা বেশিরভাগই বিধবা ওয়ার্ড...মানে বধূ নির্যাতন বা বধূ হত্যার আসামীদের ওয়ার্ডে। গত ছ'মাসে অন্তত তিনটে এই রকম আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে দেখেছে স্ট্যালোন। আসলে ফোর নাইন্টি এইট এ-তে যারা আসে, তাদের মধ্যে অনেক লেখাপড়া জানা লোক থাকে। জেলের পরিবেশ, অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর লোকলজ্জা ভয়ে তারা বাঁচার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলে। একটু আগে বিনোদের মুখে শোনা কথা আর এখন মুকুন্দবাবুর কথা শুনে ওর মনে কু-ডাক দিল।

BanglaBook.org

হাঁটতে হাঁটতেই মুকুন্দবাবু ফের বললেন, 'তিন নম্বর ওয়ার্ডেরই একজনের মুখে আজ সকালে শুনলাম, কাল নাকি এই ছেলেটার মা দেখা করতে এসেছিল। নাকি বলে গিয়েছে, ওর অফিসে সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। তাই চাকরি থেকে অফিস ওকে স্যাক করেছে। আজ সকালেই ব্রেক ফাস্টের সময় ও দু'একজনকে বলেছিল, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। ইস, তখনই যদি আমি ওকে চোখে চোখে রাখতাম, তা হলে বেচারা আত্মহত্যা করতে পারত না। এখন পুরো দোষটা গিয়ে পড়বে আমার উপর।'

'আপনার দোষ হবে কেন স্যার?'

'কেননা, এই ওয়ার্ডে আমিই তখন ডিউটিতে ছিলাম। সাজাওয়ালাদের উপর নজর রাখা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একটা তো হইচই হবেই। কিন্তু, তুমিই বলো ভাই, একজন ওয়ার্ডারের পক্ষে একশো কুড়ি-বাইশজন সাজাওয়ালার দিকে নজর রাখা সম্ভব? কাল রাতে ডিউটিতে এসেছি। একের পর এক ডিউটি করে যাচ্ছি। কাল বিকেলের আগে হয়তো বাড়িই ফিরতে পারব না।'

দ্রুত পায়ে মুকুন্দবাবুর সঙ্গে ওয়াচ টাওয়ারের কাছে পৌঁছল ওরা দু'জন। যা আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই। কৌশি-ক! জিভটা সামান্য বেরিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। মাঠে শুইয়ে রাখা নিথর দেহটা দেখে স্ট্যালোনের চোখে জল এসে গেল। গতকালও ছেলেটা প্র্যাকটিস করেছিল গ্লাভস হাতে নিয়ে। ভগবান তো এত সুন্দর শরীর সবাইকে দেন না। কেন, নষ্ট করতে গেল কৌশিক ওর শরীরটা? তখনই নিরাপদবাবুর বলা কথাটা মনে পড়ল স্ট্যালোনের। কারেজ...সাহস... সাহসের খুব অভাব ছিল কৌশিকের। জীবনযুদ্ধের লড়াইতে তাই নিজেই নকআউট হয়ে গেল।

BanglaBook.org

ষোলো

অরিন্দমদা বললেন, 'যথটা রেসপন্স পাব ভেবেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পাচ্ছি কালকেতু। পরে তোমরা সামলাতে পারবে তো ভাই?'

শুনে মৃদু হাসল কালকেতু। বক্সিং টুর্নামেন্ট নিয়ে ফাইনাল কথাবার্তা বলার জন্য রাইটার্সে নিজের অফিসে মিটিং ডেকেছেন অরিন্দমদা। ও ছাড়াও হাজির হয়েছে অসিত ব্যানার্জি, কোচ বুচানদা, বংশী শীল এবং আরও দু'তিনজন...তাদের কালকেতু চেনে না। বুচানদাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছেন অরিন্দমদা। পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে রাজি হয়েছেন। অরিন্দমদার এত উৎসাহ যে, মিটিংয়ে উনি ডেকে নিয়েছেন দমদম, প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের চার জেলারকেও। টুর্নামেন্ট কতজনকে নিয়ে হবে, কোথায় হবে, সে সব নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। অসিত লিখিত প্রস্তাব আর বাজেট ধরিয়ে দিয়েছে সবাইকে। তাতে চোখ বুলিয়ে অরিন্দমদা বললেন, 'অসিত, তুমি শুরু করো ভাই।'

'স্যার, প্রথম দিন যখন আপনার সঙ্গে কথা হয়, সেদিন সাজেস্ট করেছিলাম, এই টুর্নামেন্টটা লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর মাঝে করতে। কিন্তু, নেট ঘাটতে ঘাটতে দেখলাম, যদি দশই আগস্ট শুরু করা যায়, তা হলে একটা ইউনিক ব্যাপার হবে। ওইদিনটা হল, প্রিজনার্স জাস্টিস ডে। সারা পৃথিবীর জেলবন্দীরা ওই দিনটা পালন করে...জেলে থাকা অবস্থায় মারা যাওয়া বন্দীদের স্মরণ করার জন্য। প্রিজনার্স জাস্টিস ডে-তে তারা কোনও কাজ করে না। ওই দিন নিজেদের সেল থেকেও বেরোয় না। শোকপালন করে। আমার তো মনে হয়, এমন একটা দিনে টুর্নামেন্ট শুরু করলে ভাল পাবলিসিটি পাওয়া যাবে।'

অরিন্দমদা বললেন, 'বাহ, দারুণ আইডিয়া। আমি বক্সিং ডে-র কথা জানতাম। বিলেতে আর অস্ট্রেলিয়ার বক্সিং ডে অবজার্ভ করা হয়। ক্রিসমাসের পরদিন...ছাব্বিশে জানুয়ারি, ছুটির দিন। সেদিন লোকে কেনাকেটা করে। কিন্তু একদিন কারেকশনাল সার্ভিসেসে আছি, অথচ

BanglaBook.org

আমি নিজেই জানতাম না, প্রিজনার্স জাস্টিস ডে বলে কোনও দিন আছে। কিন্তু অসিত, দশ আগস্ট মানে তো আর মাস দুয়েকও বাকি নেই। এই অল্প সময়ের মধ্যে বক্সার খুঁজে পাবে?'

'আপনার হাত মাথায় থাকলে সব পাওয়া যাবে স্যার। গত পাঁচ সপ্তাহ আমি কিন্তু বসে থাকিনি। নিজের চ্যানেলে খোঁজ খবর নিয়েছি। গোটা কুড়ি ছেলেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দমদম সেন্ট্রাল জেলেই গোটা পাঁচেক ছেলে ভাল তৈরি হচ্ছে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেও শুনলাম, দুটি ছেলে আছে, যারা একটা সময় বক্সিং করত। দিনহাটাতেও আর একটা ছেলের সন্ধান পেয়েছি।'

মেদিনীপুরের জেলার সুধাংশু সেনগুপ্ত বললেন, 'স্যার, আমাদের জেলেও দু'তিনজনকে পাওয়া যাবে। মাসে দু'একবার তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে ওখানে ফ্রি ফর অল টাইপের ফিস্টফাইটিং হয়। তখন আর্মড গার্ড দিয়ে থামাই। আমার মনে হয়, প্রেসিডেন্সিতেও এ রকম দু'চারজন আছে। আমাদের জেলে যারা নিয়মিত মারপিটের ঘটনায় জড়ায়, তাদের নামের একটা শর্ট লিস্ট আমার কাছে আছে। বুচানবাবু যদি মেদিনীপুরে যান, তা হলে ওই লিস্ট থেকে কয়েক জনকে বেছে নিতে পারবেন।'

অসিত জিজ্ঞেস করল, 'কবে পাঠানো যেতে পারে? কালই যদি বুচানদা যান?'

'কোনও অসুবিধে নেই। এই অসিতদা, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কিন্তু একটা সময় বক্সিং করতাম, আপনার সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচারে।'

'মাই গড, তুমি তো সুধাংশু। প্রবীরদের ব্যাচের ছেলে। এবার মনে পড়ছে।'

বুচানদা এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এ বার বললেন, 'ছেলে বাছাবাছির কথা তো হচ্ছে। কিন্তু, টুর্নামেন্টটা কোন্ ওজনের ছেলেদের নিয়ে হবে, সেটা কি ঠিক হয়েছে? ওটাই আসল। অসিতের প্রোপোজালে তো কিছুই মেনশন করা নেই দেখছি।'

বক্সিংয়ে মোট দশটা ওজন বিভাগ আছে। লাইটফ্লাই থেকে শুরু করে সুপার হেভিওয়েট। সব ওজনের বিভাগের ছেলে জেলে পাওয়া

BanglaBook.org

যাবে না। অসিতের সঙ্গে কালকেতু এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা সেরে রেখেছিল। টুর্নামেন্টটা করতে হবে মাত্র একটা ওজন বিভাগে। সেটা লাইটওয়েট না ব্যান্টমওয়েট...এই সিদ্ধান্তটা টেকনিক্যাল কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল ওরা। সুযোগ পেতেই কালকেতু বলল, 'বুচানদা, সে ব্যাপারে আপনি ডিসিশন নেবেন। মাঝামাঝি একটা ওয়েট বিভাগ। ছাপান্ন কেজির কম যাতে হয়। অথবা বাহান্ন কেজির বেশি।'

'তা হলে, ব্যান্টমওয়েটে স্টিক করা যাক। কী বলো? কিন্তু, এক একজনকে ক'টা বাউট খেলতে হবে?'

'চারটের বেশি নয়। খরচ কমানোর জন্য টুর্নামেন্ট শেষ করতে হবে পাঁচদিনের মধ্যে।'

'হবে কোথায়, ঠিক করেছ?'

অরিন্দমদা বললেন, 'যদি দুটো জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সামলাতে পারবেন বুচানবাবু? যেমন ধরুন, যদি মেদিনীপুর আর দমদম সেন্ট্রাল জেলে করি? তবে, মেদিনীপুর বা দমদম কোনও জায়গায় কিন্তু বক্সিং রিং নেই।'

অসিত বলল, 'আমার ক্লাবে দুটো পোর্টেবল বক্সিং রিং পড়ে আছে। ট্র্যাকে করে নিয়ে যাওয়া যাবে। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না স্যার।'

আলোচনার ফাঁকে চা এসে গেল। সেইসময় ফোনে কাকে যেন অরিন্দমদা বললেন, 'প্রসেনজিৎ, একটা সার্কুলার আজই তৈরি করে ফেল। প্রত্যেকটা কারেকশনাল হোমের ইনচার্জদের জানাও প্রিজনারদের বক্সিং টুর্নামেন্টটা হচ্ছে। কলকাতা থেকে কোচ আর কর্তা মিলে মোট তিনজন ওদের ওখানে যাবেন। এক সপ্তাহ থাকবেন। তাঁদের জন্য যেন সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়। সার্কুলারটা পাঠানোর আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও। আজ সন্ধেবেলার মধ্যেই যেন সব কারেকশনাল হোমে পৌঁছে যায়।'

সুযোগ পেয়ে কালকেতু রাহুলকে বলল, 'অন্যদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে রে?'

রাহুল বলল,.'ফুল সুইংয়ে। আমার জেলে পুরো পরিবেশটা পাল্টে দিয়েছে ওই ছেলেটা। রোজ বিকেলে ওদের প্র্যাকটিস দেখার জন্য ইন্ডোর

BanglaBook.org

হল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মোগোলকে তোর মনে আছে? অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হল, ওর দু'একজন চ্যালাও এখন বক্সিয়ে নামতে চাইছে।'

'মোগোল এখন কোথায়?'

'ঝামেলা হটিয়েছি। ও এখন প্রেসিডেন্সি জেলে। বিনয় সরকারও দমদমে নেই। আইজি স্যার ওকে দিনহাটায় ট্রান্সফার করে দিয়েছেন।

লোকটা এমন খচ্চর, এখনও দিনহাটায় জয়েন করেনি। একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে।'

'এখনও পার্টির লোকজনকে ধরাধরি করছে নাকি? তাতে অবশ্য কোনও লাভ হবে না। আমি কিন্তু অলরেডি কারামন্ত্রীকে ওর সম্পর্কে ব্রিফ করে দিয়েছি।'

'ভাল করেছিস। তোর কাগজে ওর বিরুদ্ধে রিপোর্টটা বেরোনোর পর, আইজি স্যার এমন রেগে গিয়েছেন যে, ওর এগেনস্টে ভিজিলেন্স লাগিয়ে দিয়েছেন। স্যারের সঙ্গে আমি একমত, এই লোকগুলোকে বের করে দিতে না পারলে, জেল কোনওদিন কারেকশনাল হোম হতে পারবে না।'

'হ্যাঁ রে, জয়ন্তনারায়ণ কি কাল স্ট্যালোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ,. স্ট্যালোনের সঙ্গে ও কথা বলে এসেছে। আমার অফিসে বসেই ওরা কথা বলছিল। স্ট্যালোন আমার সামনে কিছু বলতে চাইছে না দেখে, শেষে আমি উঠে গিয়েছিলাম।

জয়ন্তনারায়ণ কি ওর কাছ থেকে কোনও ক্লু বের করতে পারল?'

'এখনও ভাল করে শুনিনি। স্ট্যালোন নাকি বারবার বলেছে, আমার তো যা ক্ষতি হওয়ার...হয়ে গিয়েছে। আমি চাই না, আর একটা পরিবার নষ্ট হোক। তবে এটুকু জেনে রাখুন, আমি নির্দোষ। আমার মনে হয়, তুই নিজে একবার কথা বলে দ্যাখ কালকেতু। তোকে সত্যি কথাটা বললেও ও বলতে পারে।'

চা খাওয়া শেষ হলে অরিন্দমদা বললেন, 'অসিত, তোমার বাজেটটা কিছু কমানো যায় না?'

BanglaBook.org

'স্যার, বাজেট নিয়ে আপনি ভাববেন না। টিভি চ্যানেলগুলোকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম। ওরা এখনও হ্যাঁ বা না, কিছু বলেননি। কিন্তু, মা কালী আমার সঙ্গে আছেন। অযাচিতভাবে একটা স্পনসর পাওয়া গিয়েছে। ইতালি থেকে একজন প্রোডিউসার কলকাতার শ্মশানগুলো নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার জন্য এই শহরে এসেছেন। তাঁর নাম ডেভিড বার্তোনি। হঠাৎই কেওড়াতলায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। উনি আমার ক্লাবে তিন-চারদিন আসেন। ওখানে মুসলিম মেয়েদের বক্সিং প্র্যাকটিস করতে দেখে অবাক হয়ে যান। এই মেয়েগুলো বোরখা পরে আসে। শর্টস পরে ট্রেনিং নেয়। আবার বোরখা পরে বেরিয়ে যায়। এ সব দেখে বার্তোনি উৎসাহ দেখান, মুসলিম মেয়েদের বক্সিং চর্চা নিয়ে ডকুমেন্টারি করবেন। অমি তখন প্রিজনারদের বক্সিং টুর্নামেন্টের কথাটা ওঁকে বলি। উনি তাতেও আগ্রহ দেখালেন। হিসেব করে দেখলাম, উনি যে টাকাটা আমাদের দেবেন বলছেন, তাতে আমাদের টুর্নামেন্ট হয়ে যাবে।'

শুনে অরিন্দমদা বললেন, 'মিঃ বার্তোনি কি জেলের ভিতর শুট করতে চান? তা হলে কিন্তু ভাই, আমাকে মিনিস্ট্রির অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে।'

অসিত বলল, 'মিঃ বার্তোনিকে আমি আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমার মনে হয়, এই সুযোগটা ছাড়া আমাদের উচিত হবে না স্যার।

খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে, এমন একটা কোম্পানি আছে ইতালিতে। তার নাম পুমা। তারাই স্পনসর করবে। মিঃ বার্তোনি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।'

জেনে খুশি হলেন অরিন্দমদা। বললেন, 'পুমা যদি স্পনসর হয়, তা হলে আমার আপত্তি নেই। আর কী কী আলোচনার আছে, এবার বলো।'

বুচানদা বললেন, 'আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে স্যার। এই যে প্রিজনারগুলো টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করবে, তারা কেন করবে? আমি বলতে চাইছি, তারা কী পুরস্কারটা পাবে?'

অরিন্দমদা বললেন, 'অন্য টুর্নামেন্টে যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়,

BanglaBook.org

তেমনই পাবে। ট্রফি, সঙ্গে সার্টিফিকেট। আপনার মাথায় কি অন্য কোনও কিছু ঘুরছে ধৃতিমানবাবু?'

'ট্রফি দিতে পারেন। কিন্তু, ওদের কাছে কি ট্রফির কোনও মূল্য আছে? আমার মনে হয়, এমন কোনও প্রাইজ ওদের সামনে রাখা দরকার, যাতে ওদের মোটিভেশন লেভেল বাড়ে।'

'আপনি কি প্রাইজমানির কথা ভাবছেন? তাতে আমার আপত্তি আছে। সরকারী উদ্যোগে কত রকম বাধা মশাই, আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না।'

'না না, আমি টাকাপয়সার কথা বলছি না অরিন্দমবাবু। চ্যাম্পিয়ন হলে ওদের শাস্তি কমানো সম্ভব কি না, আমি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছিলাম।

একজন প্রিজনারের পক্ষে এর থেকে বড় মোটিভেশন আর কী হতে পারে? ধরুন, যার দশ বছরের জেল হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হলে তার শাস্তি দু'তিনবছর কমিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না। এমনিতেও তো শুনেছি, গুড কন্ডাক্টের জন্য বন্দিদের রেমিশন হয়।'

'আপনার সাজেশনটা ভাল। কিন্তু, কতটা আইনসঙ্গত, সেটা আমাকে জানতে হবে ল'ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে। যতদূর আমার ধারণা, তাতে লাইফারদের শাস্তি কমানো যাবে না। আমাদের এখানে লাইফ সেনটেন্স মানে, আমৃত্যু আপনাকে জেলে থাকতে হবে। অন্যরা যে রকম রেমিশন পায়, লাইফারদের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা যায় না।'

কালকেতু বলল, 'অরিন্দমদা, সরকার তো ইচ্ছে করলে বন্দিদের ছেড়েও দিতে পারে। এই তো ক'দিন আগে কয়েকজন পলিটিক্যাল প্রিজনারকে ছেড়ে দিল নতুন সরকার। স্পোর্টসম্যানদের ক্ষেত্রেও কি সেই দৃষ্টিভঙ্গি সরকার নিতে পারে না?'

'গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলে, সব পারে। টুর্নামেন্টটা শুরু হোক না। তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে। ধৃতিমানবাবু, আমার মাথায় রইল আপনার কথা। সত্যিই তো, একটা মোটিভেশন ওদের সামনে রাখা দরকার। থ্যাঙ্কস ফর দ্য সাজেশন।'

বুচানদার মতো সিনিয়র কোচের সামনে রয়েছে বলে বংশী শীল এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ও বলল, 'স্যার,

BanglaBook.org

আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। ফাইনালের দিন কি রাজ্যপালকে ইনভাইট করা যেতে পারে?'

অরিন্দমদা উত্তর দিলেন, 'কেন নয়? আমি কালই ওকে রিকোয়েস্ট করে চিঠি পাঠাব। ফাইনালের দিন যদি উনি আসেন, প্রাইজটা উনিই দেবেন। এ বার ওঠা যাক। আমার আর একটা মিটিং আছে।'

ঘর থেকে কালকেতু খুশি মনে বেরিয়ে এল। যাক, টুর্নামেন্টটা তা হলে হচ্ছে। গত সাত আটটা দিন ও অন্য কিছুতে মনই দিতে পারেনি। এমনকী, স্ট্যালোনের কেসটা নিয়ে জয়ন্তনারায়ণ একবার বসতে চেয়েছিল। কিন্তু কালকেতু সময় দিতে পারেনি। সত্যি বলতে কী, কেসটা নিয়ে যতটা সিরিয়াস হওয়া উচিত ছিল, ও ততটা হয়ইনি। রাইটার্সের লিফট দিয়ে নামার সময় কালকেতু ঠিক করে নিল, রাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে তথাগতর সব তথ্য নিয়ে বসবে। বহরমপুরেও একবার ফোন করবে নুরুলের কাছে।

গেট দিয়ে রাস্তায় বেরনোর সময় হঠাৎ ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। অফিসের কেউ ভেবে কালকেতু বুক পকেট থেকে সেটটা তাড়াতাড়ি বের করে দেখল, অচেনা নম্বর। এ প্রান্ত থেকে হ্যালো বলতেই, ওপ্রান্ত থেকে এক মহিলা বললেন, 'আমি কি কালকেতু নন্দীর সঙ্গে কথা বলছি?'

আশপাশে অনেকেই কথা বলছে। হর্ন বাজিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে। সেটটা কানে চেপে ধরে কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ, আমি বলছি।'
'আমার নাম রিয়া। আপনার সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?'

কে রিয়া, কালকেতু বুঝতে পারল না। ও বলল, 'কাইন্ডলি ঘণ্টাখানেক পরে আবার করবেন? এখানে খুব নয়েজ হচ্ছে। আপনার কথা আমি ভাল করে শুনতে পাচ্ছি না।' বলেই ও লাইনটা কেটে দিল।'

BanglaBook.org

ইন্ডোর হলে বুচানদাকে দেখেই দৌড়ে গেল স্ট্যালোন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'কেমন আছেন স্যার? অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম।'

ওর দেখাদেখি বিনোদরাও সবাই একে একে প্রণাম করতে লাগল। বুচানদা হাসিমুখে বললেন, 'থাক থাক। আমাকে প্রণাম করতে হবে না। লোক দেখানো প্রণাম আমি অনেক দেখেছি। পরে চিনতেও পারবি না। হ্যাঁরে স্ট্যালোন, এই তোর সব ছেলেপুলে। এরা বক্সিং লড়বে?' কথার ধরন দেখে স্ট্যালোনের মুখ শুকিয়ে গেল। রাহুল স্যার গতকাল বিকেলেই বলেছিলেন, বুচান স্যার আসবেন। সেই মতো স্ট্যালোন সবাইকে বুচানদা সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলে রেখেছিল। যেটা বলেনি, সেটা হল কোচ হিসেবে নির্মম টাইপের লোক। কোনওকিছু মনোমতো না হলেই মুখের উপর যা তা বলে দেন। নাকি এমন খাটান, মুখে রক্ত তুলে দেন। পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ক্যাম্পে গিয়েও স্ট্যালোন শুনেছে, ওঁর কোনও কোনও ছাত্র অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্য কোচের কাছেও চলে গিয়েছেন। তবে বক্সার হিসেবে যেমন ছিলেন, কোচ হিসেবে তেমনই...বুচানদার কোনও তুলনা নেই। গলার জোরও মারাত্মক। ধমক দিলে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। স্ট্যালোন যা ভেবেছিল, ঠিক তাই ঘটল। ওরা লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর পর প্রথমেই বুচানদা ওকে নিয়ে পড়লেন। পরনে লাল রঙের টি শার্ট। তার উপর ইন্ডিয়া টিমের ব্লেজার, সাদা ট্রাউজার্স। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। দু'বছর আগে মাত্র দু' সপ্তাহ ওঁর কাছে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়েছিল স্ট্যালোন। বুচানদা প্রায় একই রকম আছেন। তবে মাথার চুল আরও সাদা হয়ে গিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে বুচানদা বললেন, 'আগে তুই লাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়া। শরীরটা তো একেবারে শুয়ারের মতো করে ফেলেছিস। কম্পিটিসনে তুই নামবি কী করে?'

শুনে মাথা হেঁট হয়ে গেল স্ট্যালোনের। কথা না শুনলে বুচানদা আরও হেনস্থা করবেন। তাই মাথ নিচু করে ও লাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখে বুচানদা বললেন, 'লাস্ট কবে বডি ওয়েট নিয়েছিস

BanglaBook.org

হারামজাদা? তোকে তো দেখে মনে হচ্ছে, ষাট কেজির বেশি হয়ে গেছিস।'

শুনে চমকে উঠল স্ট্যালোন। আজ সকালেই হাসপাতালে গিয়ে ওয়েইং মেশিনে নিজের ওজন মেপেছে। ৬১.৩ কেজি। ব্যান্টমওয়েটে নামতে গেলে ওকে অন্তত সাড়ে পাঁচ কেজি ওজন কমাতেই হবে। শুধু চোখে দেখেই ওর সঠিক ওজনটা বলে দিলেন বুচানদা! এই কারণেই উনি অন্য কোচদের থেকে আলাদা। বুচানদার দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ যা বলেছেন, ঠিক তাই। বুচানদাকে খুশি করার জন্য ও মুখে বলল, 'আপনি এসে গিয়েছেন, এ বার আমার বডিওয়েট কমে যাবে।'

'আমি এসে গিয়েছি, মানেটা কী রে?' খিঁচিয়ে উঠলেন বুচানদা, 'আমি কি তোর বাবার চাকর। তোর বডিওয়েট কমিয়ে দেব। তোকে... নিজেকে কমাতে হবে। তোকে টেকনিক শেখাব। বক্স করার সময় তোর ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেব। আর তুই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমাকে পাছা দেখাবি। তাই তো?'

শুনতে শুনতে স্ট্যালোনের মুখটা ছোট হয়ে গেল। রাহুল স্যারের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, যাতে চোখাচোখি না হয়, উনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। লাইনে দাঁড়ানো মুখগুলোতে বিস্ময়ের চিহ্ন। শুধু জীবন মিটিমিটি হাসছে। সেদিকে চোখ পড়ায় বুচানদা বললেন, 'এই জনি লিভার। তোর নাম কী রে? কী লাফড়া করে জেলে ঢুকেছিস?'

'আমার নাম জীবন স্যার। জনি লিভার না। ঘুসি মেরে একজনকে আমি খুন করেছিলাম।'

'তার মানে, মাস্তানি করতিস। এই তো? দাঁড়া, তোর মাস্তানি আজ ঘুচিয়ে দিচ্ছি।'

লাইন থেকে বিনোদ আর আসিফকে ডেকে নিলেন বুচানদা। তার পর হঠাৎ গলার সুর চড়িয়ে বললেন, 'এই তোরা মার, জোকারটাকে মার। এমন মারবি, যেন কাল থেকে আর গ্লাভস না পরতে পারে।'

বিনোদ আর আসিফ হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। দু'জন স্ট্যালোনের দিকে তাকাল। স্ট্যালোন ঘাড়

BanglaBook.org

নাড়তেই দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের উপর। প্রথম দিকে কয়েকটা ঘুসি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল জীবন। ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু, তার পরই উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে ও লড়াই শুরু করল। স্ট্যালোন অবাক হয়ে দেখল, জীবন নিজেকে সামলে নিয়ে ফুটওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছে। কখনও বিনোদকে ডাক করছে। কখনও আসিফকে। সুযোগ বুঝে একটু নিচু হয়েই আসিফকে ও লেফট হুক মারল। উফ, বলে ছিটকে সরে গেল আসিফ। এতক্ষণ হাতঘড়ির দিকে নজর রাখছিলেন বুচানদা। এবার মুখ তুলে আসিফকে বললেন, 'মার, জোকারটাকে মেরে শুইয়ে দে।'

পুরো হলঘরটা ওই কণ্ঠস্বরে যেন কেঁপে উঠল। মাথায় এসে ধাক্কা মারল স্ট্যালোনের। শব্দের যে কী মারাত্মক প্রভাব হতে পারে, ওর নিজেরও সেই অভিজ্ঞতা আছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেই জুনিয়র ন্যাশনালের কথা ও ভোলেনি। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তামিলনাড়ুর সেলভান। প্রথম রাউন্ডে বোকার মতো হাতের গার্ড খুলে ফেলে, মুখে ঘুসি খেয়েছিল স্ট্যালোন। তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। রেফারি কাউন্টিং শুরু করে দেন। ফাইভ পর্যন্ত গুনতি হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ স্ট্যালোনের কানে এসেছিল, 'মার, স্ট্যালোন মার।' 'মা-র, স্ট্যা-লো-ন মা-র'। 'মা-আ-আ-র, স্ট্যালোন মা-আ-আ-র'। তিনবার ওই হুঙ্কার শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছিল স্ট্যালোন। 'মা-আ-আ-র' কথাটা ওর শরীরের প্রতিটা স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরই ও যে কাজটা করেছিল, সেটা নকআউট। বুচানদা যদি সেদিন ওই চিৎকারটা না করতেন, তা হলে সেবার ও চ্যাম্পিয়নই হতে পারত না। প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যেত। ও নিজে অনেক বদলে গিয়েছে, কিন্তু বুচানদা একটুও বদলাননি।

'মার জোকারটাকে মার'। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল স্ট্যালোনের। বাইরে থেকে অনেকে ছুটে এসেছে। হলঘরে ভিড় জমে গিয়েছে। বন্দিদের কেউ বিশ্বাসই করতে পারছে না, জেলার সাহেবের সামনেই তিনজন মারপিট করছে! ঠিক তিন মিনিট পর বাঁশি বাজিয়ে মারপিট বন্ধ করে দিলেন বুচানদা। জীবনকে নরম গলায় বললেন, 'ভেরি গুড। যা

BanglaBook.org

চোখেমুখে জল দিয়ে আয়।' তারপর আসিফকে ব্যঙ্গ করলেন, 'এই উত্তমকুমার, মায়ের দুধ খাসনি? মার খেয়ে উল্টে পড়লি। বাঞ্চোত, কালই নাপিত ডেকে চুলটা ছোট করে ছেটে ফেলবি। ঠিক আমার মতো। না ছাঁটলে তোকে লাথি মেরে কাল বের করে দেব। বক্সিং করতে এসেছিস, তোর লুকটাও যেন বক্সারদের মতো হয়।'

ট্রেনিংয়ের প্রথম পাঠটা দিতে শুরু করলেন বুচানদা। 'শোন ভাই, তোদের সঙ্গে বকবক করা আমার পোষাবে না। আমি একবার বাঁশি বাজালে বুঝবি, তোদের সবাইকে ডাকছি। দু'বার বাজালে ধরে নিবি, প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তিনবার বাজালে মনে করবি, প্র্যাকটিস শেষ। কাল থেকে আমি আগামী দু'মাস রোজ আসব। বেলা দুটো থেকে সন্ধে ছ'টা অবধি থাকব। এই চার ঘণ্টার মধ্যে যদি তোদের বাবা মারা যায়, তা হলেও ছাড়া পাবি না। কী রে, কথাগুলো মনে থাকবে? আমি যতক্ষণ তোদের সময় দেব, আশা করব, তোরাও ততক্ষণ আমায় সময় দিবি। কথাগুলো কেউ যদি ভুলে যাস, তা হলে পানিশমেন্ট। সবসময় মনে রাখবি, তোরা ইন্ডিয়ার বেস্ট বক্সিং কোচের কাছে প্র্যাকটিস করছিস।' কথাগুলো বলেই পাশ ফিরে তাকালেন বুচানদা। রাহুল স্যারকে বললেন, 'কাল থেকে আমার মেডিক্যাল ফেসিলিটি চাই। চারটে ঘণ্টা যেন কোনও ডাক্তার এখানে হাজির থাকেন। বক্সিং হল ফিজিক্যাল কমব্যাটের খেলা। পুরুষদের খেলা। যে কোনও সময় ইনজুরি হতে পারে।'

রাহুল স্যার বললেন, 'আমাদের হাসপাতালে ডাক্তার আছেন স্যার। কাল থেকে উনি ইন্ডোর হলে হাজির থাকবেন।'

'ভেরি গুড। তবে আমায় বাজিয়ে নিতে হবে, টুকে পাস করে সে ডাক্তার হয়েছে কি না। আচ্ছা, এ বার আপনি আসুন। এই কুকুরের বাচ্চাগুলোকে এ বার আমায় জিভ বের করাতে হবে।'

শুনে রাহুল স্যার যতটা উৎসাহ নিয়ে ডাক্তারের কথা বলেছিলেন, ততটাই চুপসে গেলেন। উনি বললেন,

'ও কে স্যার। আমি ফ্রন্ট গেটের অফিসে আছি। কোনও দরকার লাগলে, খবর পাঠাবেন।'

BanglaBook.org

'সেই ফাঁকে পাশে এসে বিনোদ ফিসফিস করে বলল, 'গুরুদেব, এ কারে আনছেন? আমাগো কুকুরের বাচ্চা কইতাছে। আমি কিন্তু চুপ কইর‍্যা থাকুম না।'

স্ট্যালোন বলল, 'চুপ করে থাক। এই লোকটাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার উপায় আমি জানি। যা বলছে, এখন করে যা। দেখবি, পরে উনি তোকে খুব ভালবাসবেন।'

রাহুল স্যার চলে যাওয়ার পর পোডিয়ামে উঠে বুচানদা বললেন, 'আমি জানি, তোরা সব চোর-ছ্যাচোড়, খুনের আসামী। স্ট্যালোন বাদে আর কেউ বক্সিংয়ের ব জানিস না। তাই শুরুতে বলে দিচ্ছি, বক্সিং মানে গুন্ডামি নয়। এই একটু আগে তোরা তিনজন মিলে যা করে দেখালি, সেটা গুন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। বক্সিংয়ের কতগুলি নিয়ম আছে। এটা বেসিক্যালি ঘুসি মারার খেলা। চার রকমভাবে তোরা ঘুসি মারতে অর্থাৎ কিনা পাঞ্চ করতে পারিস। প্রথমটা হল স্ট্রেট ব্লো অথবা জ্যাব। দ্বিতীয়টা ক্রস, তৃতীয়টা হুক আর চতুর্থটা হল আপারকাট। কী মনে থাকবে? যদি মনে থাকে, তা হলে সবাই মিলে আমায় বল, কোন্ কোন্ পাঞ্চের কথা এক্ষুনি বললাম।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে বলতে শুরু করল। কারও কথা বোঝা গেল না। শুনে বুচানদা চটে গিয়ে বললেন, 'এই কারণেই তোদের কুকুরের বাচ্চা বলেছিলাম। সবাই মিলে ঘেউ ঘেউ করছিস। মনে মনে বল জ্যাব, ক্রস, হুক, সুইং আর আপারকাট। জ্যাব, ক্রস, হুক, সুইং আর আপারকাট। এটা বলতে বলতে...যা মাঠে গিয়ে এক পাক মেরে আয়। তোরা ফিরে আসার পর স্ট্যালোন দেখিয়ে দেবে, কোন্ পাঞ্চটা কোথায় মারতে হয়, আর কীভাবে। স্ট্যালোন, তোকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে না। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আটজনের দলটা ইন্ডোর হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বুচানদা বললেন, 'হারামজাদা, তোকে আমি কত খুঁজেছি, তুই জানিস? শেষে চিন্টুর সঙ্গে একদিন সাই সেন্টারে দেখা হল। ও-ই আমায় বলল, খুন করে তুই জেলে ঢুকেছিস। কেন করতে গেলি এ সব? অ্যাদ্দিন তোর সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। ভাগ্যিস, কালকেতুবাবুর

BanglaBook.org

চোখে পড়ে গিয়েছিলি। না হলে সারা জীবন এখেনেই পচে মরতিস।'

স্ট্যালোন বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যার, খুন আমি করিনি।'

'ও কথা সবাই বলে। থাক ও সব কথা। প্রিজনারদের এই টুর্নামেন্টে তোকে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে। আমি চেষ্টা করছি, ফাইনালের দিন যাতে হরবিন্দর সিংহ হাজির থাকে। ন্যাশনাল সিলেক্টরদের দু'একজনকে আনার কথাও ভাবছে অসিত। এমনভাবে তৈরি হ, যাতে ফের ওদের নজরে পড়তে পারিস। এশিয়ান গেমসের আর মাত্র এক বছর বাকি। ইন্ডিয়া টিমে তোকে ঢুকতেই হবে। হিমাংশুর থেকেও তোকে বেটার রেজাল্ট করতে হবে। হিমাংশু কমনওয়েলথ গেমস থেকে মেডেল এনেছে। তোকে আনতে হবে এশিয়ান গেমস থেকে। যা আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালি বক্সার আনতে পারেনি। কী রে, আমার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারবি?'

বুচানদার কথায় ঝাঁঝ নেই। বরং মিনতির সুর। স্ট্যালোন জানে, কী উত্তর দিলে বুচান স্যার খুশি হবেন। উত্তরটা দেওয়ার আগে হঠাৎই ওর চোখ গেল পোডিয়ামের ধারে উইংসের দিকে। স্ট্যালোন দেখল, উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্যামাচরণ লাহা। বয়স্ক সেই ভদ্রলোক, এক রাত সেলের ভিতর ঢুকে এক রাতে যিনি ওকে শাড়ির পাড় উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই পাড় ক্রেপ্ট ব্যান্ডেজের মতো কোমরে জড়িয়ে নিলে বক্সিংয়ে কেউ নাকি ওকে হারাতে পারবে না। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করে শ্যামাচরণ ওকে বলতে বলছেন, 'পারব স্যার।'

কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গেল স্ট্যালোন। বলেই ফেলল, 'পারব স্যার।'

BanglaBook.org

আঠারো

তথাগতর আনা সব তথ্যগুলো মন দিয়ে পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছে কালকেতু। অনেক অসঙ্গতি আছে পুলিশের চার্জশিটে। এক, কঙ্কণা বলে মেয়েটা যেখান থেকে কিডন্যাপ হয়েছে বলে পুলিশ বলছে, সেখানে

অর্থাৎ সেভেন স্টারস ক্লাবে তখন স্ট্যালোন ছিলই না। অন্তত সেখানে কেউ ওকে তখন দেখেনি। রুসাতির কথামতো, সেই সময় স্ট্যালোন ওর মাকে নিয়ে কাশিমবাজারে বিষ্টুপুরে কালীমন্দিরে গিয়েছিল। দু'নম্বর হল, ভাগিরথীর ব্রিজের উপর পরদিন পুলিশ যখন স্ট্যালোনকে ধরে, তখন মুক্তিপণের টাকাসহ ওকে ধরেনি। চার্জশিটে কোথাও পুলিশ উল্লেখ করেনি, মুক্তিপণের টাকা নিয়ে কে ব্রিজে গিয়েছিল? তখন স্ট্যালোনের সঙ্গেই বা কে ছিল? চার্জশিটে কোথাও কালাচাঁদ বলে ছেলেটার নাম নেই।

সবথেকে বড় কথা হল, ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কঙ্কণাকে রাত বারোটা নাগাদ গলা টিপে মারা হয়। ওর বডি উদ্ধার হওয়ার ছ'ঘণ্টা আগে। তখন তো স্ট্যালোন বহমরমপুর থানায় বসে। তা হলে ও কি করে মেয়েটাকে মারবে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য কালকেতু কথা বলেছিল বহরমপুরে ওদের রিপোর্টার নুরুলের সঙ্গে। নুরুলের ধারণা, পুরো ব্যাপারটাই কালাচাঁদের কারসাজি। রুসাতি প্রত্যাখ্যান করায় স্ট্যালোনের উপর ওর অনেকদিনের রাগ ছিল। কিন্তু, ক্লাবে চিন্তুদার ভয়ে ও বদলা নিতে পারছিল না। বক্সার হিসেবে স্ট্যালোনের নাম ছড়িয়ে পড়ায় কালাচাঁদের গাত্রদাহ আরও বাড়ে। কেননা, ও নিজেও একটা সময় বক্সিং করত। স্ট্যালোন পাতিয়ালা যাওয়ার পর থেকে কালাচাঁদ নাকি বদলে যায়। ক্যাম্প থেকে স্ট্যালোন কখনও বাড়িতে এলে ও নাকি বলত, 'বক্সিংয়ে আমার তো কিছু হল না। তোর যদি হয়, আমার ভাল লাগবে।' শত্রুতার বদলে ও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে থাকে।

এই কারণেই, সরল বিশ্বাসে স্ট্যালোন ওকে ব্রিজে লিফট দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। এতটা শোনার পর কালকেতু প্রশ্ন করেছিল, 'বদলাই যদি কালাচাঁদ নেবে, তা হলে সদাশিববাবুর মেয়েকে এর কিডন্যাপ বা খুন করার দরকার হল কেন? বদলাটা অন্যভাবেও তো নিতে পারত। সদাশিববাবুর সঙ্গে কি ওর কোনও শত্রুতা ছিল?'

নুরুল বলেছিল, 'এই উত্তরটা আমার জানা নেই কালকেতুদা। তবে খোঁজ করে দেখতে পারি। আমার কাছে খবর আছে, কালাচাঁদ মুম্বইয়ে

BanglaBook.org

চলে গিয়েছিল। ওকে নাকি ট্রেনের টিকিট কেটে দিয়েছিল চিন্টুদা। কালাচাঁদের এক বন্ধুর মুখে পরে আমি শুনেছি, মুম্বইয়ের আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়েছিল। ওখানে নাকি ও নাম বদলে ফেলেছে। মুম্বই থেকেই ও নিয়মিত রুসাতির খোঁজ নিত। বন্ধুদের নাকি এও বলত, রাতারাতি বড়লোক হয়ে বহরমপুরে ফিরবে। তারপর জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে...বিয়ে করবে রুসাতিকে। তখন কে আটকায়, ও দেখবে।'

কালকেতু জানতে চেয়েছিল, 'কালাচাঁদ কি এখনও মুম্বইয়ে আছে?'

'আমি সিওর নই। মাস ছয়েক ওর কোনও খবর নেই।'

'পুলিশ ঠিকভাবে কেসটা সাজাল না কেন রে?'

'কালকেতুদা, তখন আমাদের জেলার এসপি ছিলেন সুবোধ চ্যাটার্জি বলে একজন। মোস্ট কোরাপ্টেড লোক। শুনেছি, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বিমল মাইতিকে ডেকে উনি নাকি বলে দিয়েছিলেন, স্ট্যালোনকে ফ্রেম করতে হবে। না হলে ট্রান্সফার করে দেবেন ডোমকলে। আসলে স্ট্যালোনের উপর সুবোধ চ্যাটার্জির রাগ হয়েছিল একটা কারণে। স্ট্যালোন ডিএম-এর কাছে ওঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। টাকাপয়সা খেয়ে উনি একটা জমি জোর করে তুলে দিচ্ছিলেন সদাশিববাবুকে। ডিএম প্রসাদ রায় সেটা আটকান। প্রোমোশন পেয়ে প্রসাদবাবু রাইটার্সে চলে যান। তার পরই সুবোধ চ্যাটার্জি বাগে পেয়ে যায় স্ট্যালোনকে।'

কথাটা কতটা সত্যি, তা জানার জন্য বিমল মাইতির ফোন নাম্বারটা চেয়ে নিয়েছিল কালকেতু। আজ সকালে ফোনে কথা বলে সত্যি-মিথ্যা যাচাইও করে নিয়েছে। বিমলবাবু প্রোমোশন পেয়ে এখন আছেন আলিপুরের ভবানী ভবনে। উনি স্পষ্টই বললেন, 'কালকেতুবাবু আমি আপনার লেখার খুব ভক্ত। সেই কারণেই বলছি। স্ট্যালোন ছেলেটাকে সত্যিই ফাঁসানো হয়েছে। আমি যে চার্জশিটটা দিয়েছিলাম, সেটা এসপি বদলেছিলেন। কী বদলেছিলেন, আমি বলব না। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি, যা কিছু ঘটেছিল তার সঙ্গে সেভেন স্টারস ক্লাব জড়িত। ওই ক্লাবের চৌহদ্দিতেই সবকিছু ঘটেছে। আপনি খুঁজে বের

BanglaBook.org

করুন, আসল খুনী কে? আমার বিশ্বাস, আপনি পারবেন।' এই বিশ্বাস' কথাটাই সজোরে নাড়িয়ে দিয়েছে কালকেতুকে। অনেক চিন্তা করেও রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারছে না ও। ঘুরে ফিরে সেই কালাচাঁদের কথাই ওর মাথায় আসছে। কঙ্কণা মেয়েটা ক্লাবে গিয়েছিল। এটা তা হলে সত্যি। ঘটনার শুরু সেভেন স্টারস ক্লাবের চৌহদ্দি থেকেই। কিন্তু, শেষ হয়েছিল খাগড়ার পোড়া মন্দিরে। মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে গেল কে? নিশ্চয়ই এমন একজন যে, ওর খুব পরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, কখন নিয়ে গিয়েছিল? সন্ধেবেলায় হলে, নিশ্চয়ই কারও না কারও চোখে পড়ত। কেননা, কালেক্টরেটের মোড় থেকে খাগড়া মাইল দুয়েকের রাস্তা। তা হলে কি রাতের দিকে ওকে মেরে ফেলে অথবা মেরে ফেলার আগে কেউ কঙ্কণাকে নিয়ে গিয়েছিল খাগড়ায়? তাই কারোর চোখে পড়েনি?

সেন্টার টেবিলে মোবাইল ফোনটা বাজছে। শুনে, কালকেতু হাত বাড়িয়ে সেটটা টেনে নিল। অচেনা নাম্বার। ও প্রান্ত থেকে ভারী গলায় কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কালকেতু নন্দী বলছেন?'

কালকেতু বলল, 'বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'আমি একজন ওয়েলউইশার বলছি। আপনাকে আমার একটা সাজেশন দেওয়ার ছিল। আপনি সাংবাদিক। লেখালেখি নিয়ে থাকুন। গোয়েন্দাগিরি করার দরকারটা কী?'

গলার সুরটা বদলাচ্ছে বুঝে কালকেতু বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কি অসুবিধে করেছি, জানতে পারি?'

'শোনো ভাই।' গলার সুর চড়ছে, 'পুরনো একটা কেস নিয়ে খোঁচাখুচি করতে যাচ্ছ কেন? স্ট্যালোনকে তুমি বাঁচাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও, ফালতু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছ?'

আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে লোকটা। কালকেতুও তুমিতে নেমে এল, 'তুমিও শোন ভাই, আমি জানি, তুমি ফোনটা করছ বহরমপুর থেকে। কোড নাম্বার আর তোমার কথা বলার টান শুনেই আমি সেটা বুঝতে পারছি। ফালতু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছ।'

BanglaBook.org

'এই তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস নাকি?'

'এখনও দেখাইনি।' তুমি থেকে তুইতে নামল কালকেতুও, 'তবে বুঝতে পারছি, তুইই কালাচাঁদকে টুলস হিসেবে ব্যবহার করেছিলি। দু'একদিনের মধ্যেই তোর বাড়ির দরজায় আমি পৌঁছে যাব। ডেফিনিট। সাহস থাকলে সেইসময় বাড়িতে থাকিস।'

'আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে যাস না কালকেতু। বহরমপুর স্টেশনে পা রাখার আগেই তোকে কিন্তু আমি খতম করে দেব।'

যে-ই ফোনটা করে থাকুক, বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব আছে। এই ধরনের লোক যত কথা বলবে, ততই ফাঁদে পড়বে। লোকটাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্য কালকেতু বলল, 'কালাচাঁদ মুম্বই থেকে ফিরে এসে কোথায় আছে, আমি তা জানি। আজ না হয় কাল, ওর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ও নিশ্চয়ই আমায় সব বলে দেবে। সাহস থাকে তো বল, স্ট্যালোন তোর কী করেছিল, যার জন্য তুই ওর এত বড় একটা ক্ষতি করলি?'

'ও আমার ফ্যামিলি নষ্ট করে দিচ্ছিল। ব্যবসার ক্ষতি করছিল।' দুটো কথা বলেই নিজেকে হঠাৎ সামলে নিল লোকটা। তারপর বলল, 'স্ট্যালোনকে ছাড়। যা টাকা লাগে আমি তোকে দেব।'

শুনে হা হা করে হাসল কালকেতু। তারপর বলল, 'কত টাকা তোর আছে, সেটা জানার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তবে, যা আছে, তা বাঁচানোর জন্য কাউকে এখনই নমিনি করে রাখ। ধরা পড়লে ফাঁসি তো তোর হবেই। একটা বাচ্চা মেয়েকে খুন করার জন্য জজসাহেব তোকে কিন্তু ক্ষমা করবেন না।' আর কথা না বাড়িয়ে লাইনটা ও কেটে দিল।

হুমকি দেওয়া ফোন অবশ্য কালকেতুর জীবনে নতুন নয়। বহরমপুরের এই লোকটা ওর ফোন নাম্বার পেল কী করে, তা নিয়েও কালকেতু অবাক হয়নি। ডায়াল থেকে পেতে পারে। ওর পরিচিত অন্য কারও কাছ থেকেও জেনে নিতে পারে। তা ছাড়া, ওর মতো পরিচিত সাংবাদিকের ফোন নাম্বার জোগাড় করাটা কী এমন কঠিন কাজ? কিন্তু, কালকেতু অবাক হল এই ভেবে, স্ট্যালোনের কেসটায় যে ও মাথা ঘামাচ্ছে, বহরমপুরে বসে লোকটা জানল কী করে? রুসাতি ছাড়া

BanglaBook.org

বাইরের আর কাউকে কথাটা ও বলেনি। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, রুসাতি হয়তো ওর বাবাকে কথাটা বলেছে। তৃতীয় কোনও লোক সে কথা জানবে কী করে? ওরা কি আর কারও সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন? কালকেতুর মনে হল, লোকটা যে-ই হোক, রুসাতিদের খুব ভাল করে চেনে।

লোকটার নাম্বারে বহরমপুরে ফোন করল কালকেতু। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ফোনটা এসেছিল, খাগড়ার এক টেলিফোন বুথ থেকে। বুথের লোকটা বলল, মোটরবাইকে করে একটা লোক এসে ফোন করে গিয়েছে। তাকে ও চেনে না। ফোন করেই লোকটা জলের ট্যাঙ্কের দিকে চলে গিয়েছে। তার মুখ ভাল করে দেখতেও পায়নি। এ বার রুসাতিকে ফোন করল কালকেতু। ও প্রান্তে রুসাতির গলা পেতেই ও বলল, 'তোমার সঙ্গে এখন একট মিনিট কথা বলা যাবে?'

রুসাতি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন কালকেতুদা, স্ট্যালোনের কি কিছু হয়েছে?'

কালকেতু হেসে বলল, 'না, না। ও ঠিক আছে। একটা কথা জানার জন্য তোমাকে ফোন করলাম। স্ট্যালোনের কেসটা যে হাইকোর্টে আমি আপীল করছি, বাইরের কাউকে কি তুমি বলেছ?'

'কেন বলুন তো?'

'একটু আগে হুমকি দেওয়া একটা ফোন পেলাম বহরমপুর থেকে। সেই কারণেই জানতে চাইছি।'

'আপনাকে হুমকি দিচ্ছে? কার এমন সাহস হল? দাঁড়ান, আমি একটু ভেবে বলি। ও হ্যাঁ, আজ সকালেই প্রিয়া আমাদের দোকানে এসেছিল শাড়ি কিনতে। চিন্টুদাকে সঙ্গে নিয়ে। কথায় কথায় চিন্টুদা তখন স্ট্যালোনের কথা জানতে চায়। আপনাকে তো বলেইছি, লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু, বাবা তো অতশত বোঝে না। সম্ভবত বাবা তখনই আপনার নাম করে আপীল মামলার কথাও বলেছিল। শুনে খুব আফসোস করে গেল চিন্টুদা। বারবার বলছি, গ্রহচক্রের ফেরে একটা ভাল ছেলে নষ্ট হয়ে গেল। আমি অবশ্য ওদের পুরো কথাবার্তা শুনিনি। তখন অন্য কাউন্টারে দাঁড়িয়ে প্রিয়ার সঙ্গে গল্প করছিলাম। প্রিয়া বলল,

BanglaBook.org

কাল দুপুরে আপনাকে ফোন করেছিল। আপনি নাকি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন?'

কালকেতুর মনে পড়ল, হ্যাঁ, রিয়া বলে একজন কাল ফোন করেছিল। ও তখন রাইটার্সের লিফটে। আশপাশে অনেকে কথা বলছিল বলে, তখন কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। তাই মেয়েটাকে পরে ফোন করতে বলেছিল। ও অবশ্য পরে আর ফোন করেনি। কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়েটা রিয়া, না প্রিয়া?'

'প্রিয়া, চিন্টুদার বউ। ওর কথা আপনাকে তো সেদিন বলেছিলাম। স্ট্যালোনকে ভাইয়ের মতো দেখত প্রিয়া। ও যেন কী বলতে চায় আপনাকে। আপনি কি প্রিয়ার সঙ্গে একবার কথা বলবেন? এই কথাটা জানানোর জন্য আজ আমি সন্ধেবেলায় আপনাকে ফোন করতাম।' কুয়াশাটা বোধহয় একটু একটু করে ফিকে হচ্ছে। প্রিয়া চিন্টুদার বউ, এই কথাটা শুনে কালকেতু একটু আশার আলো দেখতে পেল। মেয়েটা নিশ্চয় খুনের ব্যাপারে কিছু জানে। সেই কারণেই কোনও গোপন কথা বলতে চায়। লাইন ছেড়ে দেওয়ার আগে কালকেতু বলল, 'আমি এক্ষুনি ওকে ফোন করছি।'

BanglaBook.org

উনিশ

দেখা করতে এলে রুসাতি প্রত্যেকবার কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কখনও বিস্কুট, কাজু বাদাম, কিসমিসের প্যাকেট, কখনও হরলিক্স বা বোর্নভিটা টাইপের কিছু। এমন পরিমাণে দিয়ে যায়, যাতে দিন পনেরো চলে। ওদের ওয়ার্ডের মেট সাধনদা মারফত সেসব খাবার জেলের ভিতর পৌঁছে যায়। এর জন্য সাধনদাকে আলাদা করে টাকা দিতেও হয় রুসাতিকে। বেলা একটার সময় ট্রেনিং করতে যাচ্ছিল স্ট্যালোন। এমন সময় রাস্তায় ওকে দেখে সাধনদা বলল, 'এই, তোর বাড়ির লোক কয়েকটা প্যাকেট দিয়ে গ্যাছে। এখন নিবি, না কি পরে পাঠালেও চলবে?'

স্ট্যালোন বলল, 'প্র্যাকটিসের পর যদি প্যাকেটগুলো ক্যান্টিনে পাঠিয়ে দাও, তা হলে ভাল হয়।'

অন্য সময় সাধনদা দু'একটা জরুরী কথা বলেই চলে যায়। আজ দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তোদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে রে স্ট্যালোন? সেদিন হলের ভিতরটায় একবার উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম, একটা শুঢঢা মতোন লোক তোর সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো বিহেভ করছে। ওই শুঢঢাটা কে রে?'

'উনি আমাদের কোচ বুচান স্যার।'

'শুঢঢাটা যা খাটাচ্ছে দেখলাম, তাতে তো তোদের টিবি হয়ে যাবে ভাই। তুই ভাল করে খাওয়া-দাওয়াটা করিস। কী খাবার তোর দরকার, কাল আমাকে বলিস তো? তোর জন্য রোজ আমাকে আলাদা কিছু রান্না করে দিতে হবে।'

সাধনদার গলার স্বরে আন্তরিকতা দেখে স্ট্যালোন একটু অবাকই হল। জেলে প্রায় পনেরো বছর কাটিয়ে দিয়েছে সাধনদা। এটাই এখন ওর ঘর-বাড়ি। ও অন্য মেটদের মতো নয়। কথাটা শুনে ওর খুব ভাল লাগল। ও বলল, 'তার দরকার হবে না সাধনদা। শুধু একটু দেখো, রাতে যেন ঠিকঠাক ঘুমোতে পারি। কেউ কেউ অনেক রাত্তির পর্যন্ত মাল খেতে খেতে তাস খেলে। লাইট জ্বালিয়ে রাখে। হল্লাগুল্লা করে। ঘুমোতে আমার খুব অসুবিধে হয়।'

'অ্যাদ্দিন আমায় বলিসনি কেন? তোদের মতো ভাল ছেলেদের নিয়েই আমার যত প্রবলেম। দ্যাখ ভাই, আমি নিজে কোনওদিন খেলাধুলো করিনি সত্যি কথা। রেল লাইনের ধারে বস্তিতে বড় হয়েছি। কিন্তু জানি, খেলায় নাম করতে গেলে কত মেহনত করতে হয়। তোকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে রাত ন'টার পর তোকে কেউ ডিসটার্ব করবে না। আর সেটাও যদি তোর পছন্দ না হয়, তা হলে সেল-এ চলে যেতে পারিস। পাখা লাগানো আছে, নিশ্চিন্তে ঘুমোবি। আমি জেলার সাহেবকে বলে রাখব।'

'না সাধনদা, রাহুল স্যারকে কিছু বলতে হবে না।'

'তোর যেমন মর্জি।' কথাটা শেষ করেই খপ করে ওর হাতটা ধরে

BanglaBook.org

সাধনদা বলল, 'স্ট্যালোনভাই, তোর কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে... এই বক্সিং টুর্নামেন্টে তোকে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে। দমদম জেলের প্রেস্টিজ জড়িয়ে রয়েছে। লাস্ট ইয়ার প্রেসিডেন্সির ওরা ফুটবল ম্যাচে আমাদের তিন গোল দিয়ে গিয়েছিল। সেই রাত্তিরে আমি ঘুমোতে পারিনি ভাই। ভলিবল ম্যাচেও আমরা আলিপুরের কাছে পাঁচ গেমে হেরেছি। বক্সিংয়ে যেন আমরা জিতি।'

প্র্যাকটিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বুচান স্যার এসে যদি ওকে দেখতে না পান, তা হলে গালাগাল দেবেন। হাত ছাড়িয়ে স্ট্যালোন বলল, 'আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব সাধনদা।'

তাড়াতাড়ি ইন্ডোর হলে পৌঁছে স্ট্যালোন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। না, বুচান স্যার এখনও আসেনি। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েও দেখল, প্রায় সোয়া দুটো বাজে। দিন কুড়ি হল বুচান স্যার ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করেছেন। কখনও এক মিনিট দেরি করেননি। আজ পনেরো মিনিট লেট! স্ট্যালোন একটু অবাকই হল। তা হলে কি বুচান স্যারের শরীর খারাপ হল? না, তা হতে পারে না। হলে নিশ্চয়ই উনি রাশেল স্যারকে খবর দিতেন। এমনিতেই ওঁর অনেক চাপ কমে গিয়েছে। ন'জনকে নিয়ে উনি ট্রেনিং শুরু করেছিলেন। কমতে কমতে এখন দলটা তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছে। চারজন বাদ পড়েছে ওভারওয়েট বলে। তাদের ওজন প্রায় পঁয়ষট্টি কেজির কাছাকাছি। ব্যান্টমওয়েটে নামতেই পারবে না। টুর্নামেন্টে বিদেশিরা অংশ নিতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা আছে। সেই কারণে বাদ গিয়েছে আন সুং আর বিনোদ। মানে ওরা ইন্ডোর হলে আসছে বটে, কিন্তু, বুচান স্যার ওদের ট্রেনিং দিচ্ছেন না। ক্যাম্পে শুধু টিকে আছে স্ট্যালোন নিজে, জীবন আর আসিফ। হলের ভিতর দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করতে দেখলে, বুচান স্যার রেগে ফায়ার হয়ে যাবেন। সেই কারণে নিজেই ট্রেনিং শুরু করে দিল স্ট্যালোন। জীবন আর আসিফকে নিয়ে ফুটবল মাঠে ও জগিং করতে বেরল। রোজ এই সময়টায় যখন ওরা মাঠে দৌড়য়, তখন ঠিক মধ্যিখানে বাঁশি হাতে নিয়ে বুচান স্যার দাঁড়িয়ে থাকেন। ওরা ফাঁকি মারছে কিনা, তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। ওর ছোট্ট বক্সিং কেরিয়ারে স্ট্যালোন আজ পর্যন্ত মোট তিনজন কোচের

BanglaBook.org

কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। চিন্টুদা, বুচান স্যার আর সাইয়ের হরবিন্দর সিংহ। কিন্তু, বুচান স্যারের কোচিংয়ের ধরনটাই আলাদা। কষ্টকর, মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, একধরনের অত্যাচার। তবুও, দিনের শেষে বোঝা যায়, ও এগোচ্ছে।

ছোটবেলায় বহরমপুরে চিন্টুদা কত ভুল টেকনিক শিখিয়েছে! ওকে বলত, 'নকআউট পাঞ্চারের সম্মানই আলাদা। ভাব তো, তোর এক ঘুসিতে অপোনেন্ট রিংয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে! দেখে, তোকে মাথায় করে নাচবে সবাই।' চিন্টুদার কথা শুনে স্ট্যালোন তখন ভাবত, মাইক টাইসনের মতো নকআউট পাঞ্চার হবে। কিন্তু, কলকাতায় জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে ওর ভুল ভাঙে। ওখানে বুচান স্যারের ক্যাম্পে কয়েকটা দিন কাটানোর পর ওর মনে হয়েছিল, ক্লাসিক বক্সারের সম্মান অনেক বেশি। বুচান স্যারই ওকে প্রথম বলেন, 'তোর স্টাইলটা বদলাতে হবে স্ট্যালোন। না হলে তুই বেশিদূর এগোতে পারবি না।'

স্ট্যালোন তো তখনই জানত না, কত রকম স্টাইলের বক্সার আছে। বুচান স্যারই বলেছিলেন, 'স্ট্যাইলটা গড়ে ওঠে বক্সারের শারীরিক আর মানসিক গঠনের উপর, বুঝলি। বক্সিংয়ে মেনলি তিনটে স্টাইল আছে। এক ধরনের বক্সার আছে, যাদের বলে আউট ফাইটার। আর এক ধরনের বক্সারকে বলে ব্রলার বা স্লাগার। তিন নম্বরটা হল ইন ফাইটার বা সোয়ার্মার। আমাদের দেশে বক্সিং তো খুব জনপ্রিয় নয়। সেই কারণে লোকে এতসব স্টাইলের কথা জানে না। কিন্তু, আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে আউট ফাইটার, স্লাগার বা সোয়ার্মার বললেই লোকে বুঝে যায়, সে কোন্ স্টাইলে বক্সিং লড়ে। আরও দু'তিনটে কম জনপ্রিয় স্টাইল অবশ্য আছে। যেমন বক্সার পাঞ্চার, কাউন্টার পাঞ্চার। তুই যেমন বক্সার পাঞ্চার টাইপের।

চিন্টুদা এতসব স্টাইলের কথা জানতই না। বক্সিং শেখানোর জন্য মাসে দুশো টাকা করে নিত। আর প্র্যাকটিসে বড় বড় বুলি ঝাড়ত, স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে একটুর জন্য কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। বুচানদার কাছে শিখে, সেভেন স্টারস ক্লাবে প্র্যাকটিসে গিয়ে স্ট্যালোন যখন এইসব স্টাইলের কথা বলত, তখন অন্যরা হাঁ করে তাকিয়ে

BanglaBook.org

থাকত। কেউ বোধহয় চিন্টুদার কান ভারী করেছিল। একদিন চিন্টুদা ওকে ডেকে বলেছিল, 'এই শোন, ক্লাবটা আমার। প্র্যাকটিস করার ইচ্ছে হলে তুই আসবি। কিন্তু, অন্যদের বক্সিং শেখাতে যাস না।' সেদিন স্ট্যালোনের খুব খারাপ লেগেছিল, চিন্টুদার ধমক খেয়ে। ভাগ্যিস, ও জুনিয়র ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। না হলে হয়তো চিন্টুদা কোনও না কোনও ছুঁতোয় ওকে ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দিত।

মাঠে ছয় নম্বর পাকটা দেওয়ার সময় সময় স্ট্যালোন দেখল, ক্যান্টিনের কাছে ছাওয়ায় বুচান স্যার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সরদারা সিংহের সঙ্গে কথা বলছেন। বুচান স্যারকে দেখেই স্ট্যালোন গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন আর আসিফের আর্তস্বর ও শুনতে পেল, 'প্লিজ স্ট্যালোনদা, 'স্পিড বাড়িও না।'

পরের পাকটা দেওয়ার সময় ওরা তিনজন বুচান স্যারকে দেখতে পেল না। মনে হয়, সরদারা সিংহের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্যার ইন্ডোর হলে ঢুকে গিয়েছেন। কিন্তু, এমনটা হওয়ার তো কথা নয়। সরদারা সিংহও এই জেলের সাজাওয়ালা। বিশাল চেহারা, ঝুঁটি বাঁধা পুরো চুলটাই ওঁর সাদা। বয়স প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। এখনও রোজ সকালে মাঠে হাঁটতে আসেন। ট্র্যাক ড্রাইভার ছিলেন। দিল্লি রোডে একবার কী কারণে যেন ট্র্যাক ড্রাইভারদের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। সেই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে সরদারা সিংহ নাকি দু'জনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। গত তিরিশ বছর ধরে উনি জেলে আছেন। ভদ্রলোক যেচে একদিন আলাপ করেন বুচান স্যারের সঙ্গে। সেদিন বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর অমৃতস্বরে একবার জাতীয় বক্সিং হয়েছিল। সেখানে নাকি উনি হেভিওয়েটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

দশ পাক দৌড় শেষ করে স্ট্যালোন ইন্ডোর হলে ফিরে এসে দেখল, পোডিয়ামের উপর চেয়ারে বসে বুচান স্যার কথা বলছেন সরদারা সিংহের সঙ্গে। বুচান স্যারের মুখটা শুকনো, চুল উস্কোখুস্কো। প্র্যাকটিসে এলে চোখ মুখে যে তেজটা দেখা যায়, সেটাই নেই। পোডিয়ামে উঠে স্যার আর সরদারা সিংহকে পা ছুঁয়ে ও প্রণাম করতেই বুচান স্যার বললেন, 'কাল রাতে তোদের ষোলোজনের নাম ফাইনাল

BanglaBook.org

হয়ে গেল রে স্ট্যালোন। টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর তিন সপ্তাহ বাকি। টেনথ আগস্ট শুরু হবে।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের এখান থেকে কে কে চান্স পেল স্যার?'

'তোরা তিনজনই আছিস। তুই, জীবন আর আসিফ। বিনোদটাকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। আসিফের থেকে ও বেটার ফাইটার। কিন্তু শুনলাম, হিমাংশু আপত্তি তুলেছে। ফরেনার নেওয়া যাবে না।'

'হিমাংশু কে স্যার?'

'হিমাংশু দাশগুপ্তকে তুই চিনিস না? সে কী রে? ও তো একটা সময় আমারই ছাত্র ছিল। কমনওয়েলথ গেমসে মেডেল পাওয়ার পর থেকে আমায় চিনতে পারে না। বলে বেড়ায়, বিলেত থেকে বক্সিংয়ের কী সব লেটেস্ট টেকনিক শিখে এসেছে। আমি নাকি পুরনো আমলের কোচ। অসিত ওকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়েছে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।'

'যারা সিলেক্টেড হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কি কিছু জানেন স্যার?'

'অসিত লিস্টটা আমায় দেখিয়েছিল। একবার চোখও বুলিয়েছি। সবাই সেন্ট্রাল জেল থেকে। আমাদের রাজ্যে মোট ছ'টা সেন্ট্রাল জেল আছে। দমদম, প্রেসিডেন্সি, আলিপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর আর জলপাইগুড়িতে। শুনলাম, সব জেলেই নাকি জোর কদমে প্র্যাকটিস চলছে। দেখা যাক, কোন্ জেল থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়।'

'অন্যরা কে কী রকম লড়ে, কিছু শুনেছেন স্যার?'

'তুই তো আচ্ছা বোকার হদ্দ। আমি সেসব জানব কী করে? অসিত অবশ্য আমায় সিলেকশনের দায়িত্বটা নিতে বলেছিল। কিন্তু এই বয়সে জেলায় জেলায় ঘুরে...ছেলে বাছার মতো শক্তি আমার নেই। তাই যাইনি। যাক সেসব কথা। আজ তোরা নিজেরাই প্র্যাকটিস কর। আমার শরীরটা ভাল নেই।'

'কী হয়েছে স্যার আপনার?'

'আমার একটাই মাত্তর মেয়ে। বিয়ের পর হাসবেন্ডের সঙ্গে চলে গিয়েছিল আমেরিকার বোস্টনে। সকালে খবর পেলাম, সে অ্যাক্সিডেন্টে

BanglaBook.org

মারা গিয়েছে।'

শুনে চমকে উঠল স্ট্যালোন। বলল, 'আপনি তাহলে আজ এলেন কেন স্যার?'

'সেটাই যদি বুঝতিস, তা হলে জেলে এসে পচতিস না।' গলার স্বর চড়ালেন বুচান স্যার, 'আমি একজন প্রোফেশনাল। জীবনে যত দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, আমার কাজটা আমাকে করে যেতেই হবে। আবেগে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না ভাই। তোকে বলি, যেদিন আমার মা মারা যান, সেদিনই ওয়াইএমসিএ বক্সিং টুর্নামেন্টের ফাইনাল। আমার অপোনেন্ট ছিল এন্টালির রজার গোমস। সকালে শরীরের ওজন দিয়ে, দুপুরে বাড়ি ফিরে, মাকে নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে গেছিলাম। বিকেলে শ্মশান থেকেই চৌরঙ্গির ওয়াইএমসিএতে।

সেই বাউটে নকআউট করেছিলাম গোমসকে। তোরা পারবি?'

এই প্রথম বুচান স্যারের চোখে জল দেখতে পেল স্ট্যালোন! রুক্ষ মনুষটার অন্য রূপ!

কুড়ি

বেলা দেড়টার সময় ট্রেন থেকে বহরমপুর স্টেশনে নামতেই নুরুলকে দেখতে পেল কালকেতু। স্ট্যালোনের মার্ডার কেসের তদন্ত করতে এসেছে ও। একজন লোকাল রিপোর্টার সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়। সেই কারণেই, ট্রেন যখন পলাশীতে, তখন ও ফোন করেছিল নুরুলকে, 'অফিসের একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে আসবি। কোহিতুর আম কেনার জন্য লালবাগে যাব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বহরমপুরে আসছি।' সেইসঙ্গে নুরুলকে কালকেতু এও বলে রেখেছিল, 'এসপি হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবি। বলবি, আমি আলাদা কথা বলতে চাই।'

প্ল্যাটফর্মে সামনাসামনি হতে প্রথমেই নুরুল বলল, 'এসপি সাহেবকে আপনার কথা বলে রেখেছি কালকেতুদা। সন্ধে ছ'টার পর উনি আপনাকে ওঁর বাংলোতে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

BanglaBook.org

জয়ন্তনারায়ণকেও কালকেতু সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কোহিতুর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত আম। নবাবদের জন্য নাকি ফলানো হত এই আম।

দু'হাতের তালুতে ধরতে হত সেই আম, এত বড়। খুব সুস্বাদুও। সেই গল্প শুনেই জয়ন্তনারায়ণ বহরমপুরে চলে এসেছে। হাইকোর্টের কোন এক জজসাহেবকে নাকি কোহিতুর আম খাওয়াবে। আসলে কলকাতায় ব্যস্ততা থেকে দু'জনে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ট্রেনে ঘণ্টা পাঁচেক ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় বসে দু'জনে মিলে বিশদ আলোচনা সেরে নিয়েছে, স্ট্যালোনের কেসটা কীভাবে সাজাতে হবে। কালকেতু ইতিমধ্যেই খুনী অবধি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু, হাতে কিছু প্রমাণ রাখা দরকার। সেই কারণেই ওদের বহরমপুর আসা। ইচ্ছে করেই আসল উদ্দেশ্যটা নুরুলকে জানায়নি।

গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে নুরুল জিজ্ঞেস করল, 'আগে লাঞ্চ সেরে নিন কালকেতুদা। আমি সম্রাট হোটেলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওখানে ভাল চাইনিজ পাওয়া যায়।'

ট্রেনে সেই সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট করেছে দু'জন। পেটে মোচড় দিচ্ছে। কালকেতু বলল, 'শিগগির চল। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'স্টেশনের বাইরে অসংখ্য সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। রিকশাওয়ালারা হাঁকডাক করছে। রিকশাগুলোকে এড়িয়ে কোনও রকমে অফিসের মারুতি ওমনি-র কাছে ওদের নিয়ে গেল নুরুল। জিজ্ঞেস করল, 'লাঞ্চের পরই কি লালবাগে যাবেন কালকেতুদা? এখান থেকে ঘণ্টাখানেক লাগবে কিন্তু লালবাগ যেতে। তখন আলো কমে যাবে। বিকেলের দিকে আম পাড়ার লোক পাবেন না। কোহিতুর আম কেনার সবথেকে ভাল সময় হল সকাল দশটা-এগারোটা।'

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'কোহিতুর আম নাকি গাছে তুলো দিয়ে মোড়া থাকে? এত যত্ন করতে হয়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন। ও বাগান একেবারে আলাদা। যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবে ওই আম একবার খেলে সারা জীবন আপনাদের মনে থাকবে। লোকাল মার্কেটে কোহিতুর পাওয়া যায় খুব কম। সবই বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়।'

BanglaBook.org

গাড়িতে কোহিতুর আমের প্রশংসা শুনতে শুনতেই কালকেতু আর জয়ন্তনারায়ণ সম্রাট হোটেলের রেস্তোরাঁয় পৌঁছে গেল। আজকাল হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়ার চল মফস্বল শহরেও পৌঁছে গিয়েছে। রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। নুরুলের বোধহয় এই হোটেলে একটা ঠেক আছে। হোটেলের রিসেপসনিস্ট থেকে শুরু করে বেয়ারা, এমনকী ম্যানেজারও ওর চেনা। আগে থেকেই এক কোণে ওরা একটা টেবিল খালি রেখে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসার সময় কালকেতু টের পেল অনেকেই ওর দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো টিভিতে ওকে দেখে থাকবে। টিভিতে নিয়মিত প্রোগ্রাম করার এই মুশকিল। আত্মগোপন করা যায় না।

অর্ডার দেওয়ার সময় নুরুল মনে করিয়ে দিল, 'আপনাদের সঙ্গে আমি কিন্তু লাঞ্চ করতে পারব না দাদা। রমজান মাস, আমাদের এখন রোজা চলছে।'

হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ, মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। অর্ডার দিয়ে কালকেতু বলল, 'বছর দশেক আগে লং ডিসট্যান্স সুইমিং কভার করতে একবার বহরমপুরে এসেছিলাম। এই ক'বছরে দেখছি, শহরটা অনেক বদলে গিয়েছে। রাস্তা-ঘাটগুলো সুন্দর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে।'

নুরুল খুশি হল কথাটা শুনে। বলল, 'সন্ধেবেলায় দেখবেন লালদীঘির ওদিকটা কী সুন্দর হয়েছে। ঝর্না আর বাহারি লাইট দিয়ে সাজানো পুরো অঞ্চলটা। ব্রিজ থেকে খাগড়া পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটটা বাঁধানো। এখন আর সেই বহরমপুর নেই। লাঞ্চের পর যাবেন নাকি ওই দিকটায়? আপনাদের কিন্তু ভাল লাগবে।'

'জয়ন্ত যাবে নাকি?' কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, 'চলো, একবার ব্রিজের উপর দিয়ে খাগড়াঘাট পর্যন্ত ঘুরে আসি। তারপর একবার খাগড়া বাজারে যাব।'

শুনে নুরুল বলল, 'ডোমকলে আজ একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কালকেতুদা। পুরো স্টোরিটা পেয়ে গিয়েছি। লাঞ্চের পর আপনি অফিসের গাড়িটা নিয়ে যেখানে ইচ্ছে, সেখানে যান। আমি রিপোর্টটা কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এখানে ফিরে আসছি।

BanglaBook.org

'আপনাদের জন্য এই হোটেলে একটা ঘর বুক করা আছে। ইচ্ছে হলে আপনারা রাতেও থেকে যেতে পারেন।'

কালকেতু বলল, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। ফোনে তোমাকে ডেকে নেব।'

ডোমকলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে না গিয়ে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা না বলেই নুরুল রিপোর্ট পাঠাচ্ছে অফিসে! কতটা সত্যের কাছাকাছি থাকবে সেই রিপোর্ট? প্রশ্নটা একবার কালকেতুর মনে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। কিন্তু, পরক্ষণেই মনে হল, নুরুলরা করবেই বা কী? এত বড় জেলা, একজনের পক্ষে সব খবর কভার করা সম্ভব নাকি? নুরুল চলে যাওয়ার পর জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'কোত্থেকে শুরু করবে কালকেতু?'

'প্রথমে খাগড়া বাজারে রুসাতিদের দোকানে যাব। ওর সঙ্গে কথা বলে একবার ঘুরে আসব শ্মশানঘাটের গলিতে...যেখানে কৃষ্ণণার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। তার পর যাব চিন্টুদার সেভেন স্টারস ক্লাবে। সেখান থেকে গোরাবাজারে সদাশিববাবুর বাড়িতে। সোয়া পাঁচটার মধ্যে রাউন্ড দিয়ে আসতে হবে। তারপর এখান থেকে সোজা হুমায়ুনের কাছে। আমার মনে হয়, রাতের ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না।'

...মিনিট পনেরোর মধ্যেই খাবার এসে গেল। স্যুপ মুখে দেওয়ার আগে কালকেতু দেখল, ওর মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে। সাধারণত, সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ পড়ার অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু, ওর কী মনে হল, কৌতূহলী হয়েই মেসেজটা খুলে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তেই ও সোজা হয়ে বসল। মেসেজে লেখা আছে, 'কালকেতু আমি জানি, তুই এখন বহরমপুরে। আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে তোকে বারণ করেছিলাম। তবুও শুনলি না। মেসেজটা পড়েই কালকেতু উত্তর দিল, 'তুই কে আমি জেনে ফেলেছি। স্টেশনে তো তোর সঙ্গে দেখা হল না। আজ রাতে পুলিশ লকআপে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন মেসেজ এল, 'ভুল ভাবছিস। রাতে তুই আর তোর বন্ধু হাসপাতালের লাশঘরে থাকবি।'

BanglaBook.org

স্যুপ খেতে খেতে জয়ন্তনারায়ণ মেসেজ চালাচালি লক্ষ্য করছিল। ও জিজ্ঞেস করল, তোমাকে আবার কে মেসেজ পাঠাল এখন? আর্জেন্ট কোনও কিছু?'

মোবাইল সেটটা এগিয়ে দিয়ে কালকেতু ফিসফিস করে বলল, 'পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ভয় পেও না। হুমায়ুন দু'জন ওয়াচারকে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্টেশন চত্বর থেকেই ওরা আমাদের সঙ্গে আছে।'

দ্রুত মেসেজগুলো পড়েই জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'এই লোকটাই তোমাকে হুমকি দিয়েছিল, তাই না? আমরা যাকে সন্দেহ করছি, সেই লোকটাই।'

ওর হাত থেকে মোবাইল সেটটা নিয়ে কালকেতু বলল, 'ঠিক তাই। ফাঁদে পা দিয়েছে। এক্ষুনি এই মেসেজটা হুমায়ুনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের লাঞ্চ শেষ হতে না হতেই ও জানিয়ে দিতে পারবে, ফোনে সিমকার্ডটা কার? নাও, এখন খাওয়া শুরু করে দাও।' পরশু রাতেই ফোন করে হুমায়ুনকে সব জানিয়ে...কালকেতু সাহায্য চেয়েছিল। দু'বছর আগে কঙ্কণা যেদিন কিডন্যাপড হয়, সেদিন কালাচাঁদ, সদাশিববাবু আর স্ট্যালোন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ফোনে কার কার সঙ্গে কথা বলেছিল, তার ডিটেল হুমায়ুনকে বের করে রাখতে বলেছে ও। টেলিফান কোম্পানি পুলিশ ছাড়া আর কাউকেই কাস্টমারদের কলড লিস্ট দেয় না। মাঝে এতগুলো দিন কেটে গিয়েছে। চট করে ওই লিস্ট বের করাও কঠিন। কিন্তু, লিস্টটা তদন্তের জন্য খুব জরুরী। পেলে কালকেতু একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে যাবে, আসল খুনী কে? খুনের সময় হুমায়ুন অবশ্য মুর্শিদাবাদের এসপি ছিলনা। তখন ও ছিল মেদিনীপুর জেলে। তবুও, সব রকম সাহায্য করতে ও রাজি হয়েছে। বলেছে, 'সবথেকে ভাল হয়, তুমি যদি একদিনের জন্য হলেও বহরমপুরে আসো। তোমার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আমি করে রাখব।'

চিকেন মাঞ্চুরিয়ানটা মন্দ নয়। খেতে খেতে ফুল্লরার কথা মনে পড়ল কালকেতুর। ফুল্লরা চাইনিজ ডিশ খুব পছন্দ করে। ওকে সঙ্গে নিয়ে এলে লালবাগে হাজারদুয়ারিও ঘুরে আসা যেত। কালকেতু মনে মনে ঠিক করে নিল, রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে লালবাগে যাবে।

BanglaBook.org

ওখানে হাজারদুয়ারি দেখে, কোহিতুর আম কিনে, বিকেলের ভাগিরথী এক্সপ্রেস ধরে ওরা কলকাতায় ফিরে যাবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে হুমায়ুনের উপর। ও যদি কলড লিস্ট পায়, তা হলেই ভাবনামতো সব হবে। খাওয়ার ফাঁকে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, প্রায় সোয়া তিনটে বাজে। রুসাতিদের দোকানে ওদের যাওয়ার কথা সাড়ে তিনটের সময়। দোকানের নাম রিমিতা, খাগড়া বাজারে নাকি সবাই চেনে।

কালকেতু যখন রিমিতায় পৌঁছল, তখন বেলা চারটে বাজে। বিশাল বড় এয়ারকন্ডিশনড দোকান। দশ-বারো জন সেলস গার্ল খদ্দের সামলাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ সিল্কের একই প্রিন্টের শাড়ি পরা, মেয়েগুলো প্রত্যেকেই সুশ্রী। এ নিশ্চয় রুসাতির আইডিয়া। এদিক ওদিক তাকিয়ে রুসাতিকে খুঁজতে লাগল কালকেতু। তখনই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখল ওকে। সামনে এসে হাসিমুখে রুসাতি বলল, 'সিসিটিভিতে আপনাকে দেখে নীচে নেমে এলাম কালকেতুদা। উপরে আমার ঘরে চলুন। বাবা ওখানেই অপেক্ষা করছেন।'

দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রুসাতি কতটা খুশি হয়েছে, ওরা এসেছে বলে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কালকেতু বলল, 'তোমার সেলসগার্ল রাখার আইডিয়াটা আমার ভাল লাগল রুসাতি।'

'থ্যাঙ্কস কালকেতুদা। আইডিয়াটা কিন্তু আমার নয়...স্ট্যালোনের। ন্যাশনাল কোচিং ক্যাম্পে থাকার সময় পাতিয়ালায় কোন এক শাড়ির দোকানে নাকি ও দেখে এসেছিল। আমারও মনে ধরে গেল। সত্যিই তো, মেয়েদের রুচি, মেয়েদের প্রয়োজন মেয়েরা ছাড়া কে বুঝবে? ব্যবসাটা এখন পুরো আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন বাবা। তারপর আমি দুটো ডিসিশন নিয়েছি। এক, মেয়েদের সেলস কাউন্টারে বসিয়ে দেওয়া। তার পর থেকে বিক্রিবাট্টা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কেননা, মেয়ে কাস্টমাররা মন খুলে পছন্দের কথা বলতে পারে। দুই হচ্ছে, সিসিটিভি লাগানো। তাতে শাড়ি চুরির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে।'

মেজেনাইন ফ্লোরে নিজের ঘরে ঢুকে রুসাতি ওর বাবা মহিমবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। জয়ন্তনারায়ণকে দেখিয়ে কালকেতু বলল, 'এ

BanglaBook.org

আমার বন্ধু। পেশায় ল'ইয়ার। টিভিতে হয়তো একে দেখে থাকবেন। হাইকোর্টে স্ট্যালোনের আপীল মামলাটা এবার থেকে জয়ন্তই লড়বে।' বাবার সামনে ওদের দু'জনকে বসিয়ে দিয়ে রুসাতি 'আসছি' বলে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। মহিমবাবুর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই কালকেতু বুঝতে পারল, নিপাট ভালমানুষ। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্নর বেশি হবে না। কিন্তু, মাথার চুল পুরো সাদা হয়ে গিয়েছে। চোখে পুরু কাচের চশমা। পুরো মুখেই বিষণ্ণতার চিহ্ন প্রকট। দেখলে মনে হয়, বয়স আরও দশ বারো বছর বেশি। মহিমবাবু বললেন, উনি বহরমপুর ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। সবাই খুব মান্য করেন ওকে। ওঁর কোনও কিছুর অভাব নেই। শুধু মেয়ের হাসিমুখ দেখতে চান। ভদ্রলোক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'নির্দোষ ছেলেটাকে জেল থেকে আপনারা বের করে আনুন স্যার। মেয়ের খুশির জন্য, যত টাকা লাগে আমি খরচা করব।'

ইতিমধ্যে রুসাতি ঘরে ঢুকে এসেছে। ওর পিছন পিছন দুটি মেয়েও...ওদের হাতে ঢাকা দেওয়া কাচের ডিশ আর গ্লাস। খুব সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল কালকেতুর। আর তখনই রুসাতি হাসিমুখে বলল, 'আপনাদের আজ একটা এমন জিনিস খাওয়াব, যা আপনারা কোনওদিন খাননি কালকেতুদা। কোহিতুর আম। আপনার জন্য এক কার্টেন আনিয়েও রেখেছি লালবাগ থেকে। কলকাতায় নিয়ে যাবেন।' শুনে জয়ন্তনারায়ণের দিকে তাকিয়ে কালকেতু বলল, 'খাওয়াবে হরি, আটকাবে কে, বলো?'

'কী বললেন কালকেতুদা? আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না।'

রুসাতির দিকে ঘুরে কালকেতু বলল, 'আরে, কাল আমার কাছে শোনার পর থেকে জয়ন্ত কোহিতুর আম খাবে বলে মুখিয়ে আছে। সমস্যা হচ্ছে, এইমাত্তর আমরা লাঞ্চ খেয়ে এলাম। পেটে আর জায়গা নেই।'

'জায়গা নেই বললে চলবে না কালকেতুদা। বাবা, আজ সকালে লালবাগে লোক পাঠিয়ে আমগুলো নিয়ে এসেছে। চটপট কোহিতুরের স্বাদ নিয়ে নিন। একজন আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলে বসে আছে।'

'কার কথা বলছ রুসাতি?'

BanglaBook.org

'প্রিয়া। দিনসাতেক হল, চিন্টুদার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে প্রিয়া। এই কথাটা আপনাকে আগে বলিনি। ও এখন আছে বাপের বাড়িতে। আমার দোকানেই এখন চাকরি করে। দাঁড়ান, ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ও যেন কী একটা জিনিস দিতে চায় আপনাকে।'

একুশ

ইন্ডোর হলে ঢুকে স্ট্যালোন দেখল, সিমেন্টের পোডিয়ামটা রাতারাতি বক্সিংয়ের রিং হয়ে গিয়েছে। তিনটে দড়ি দিয়ে চৌকো একটা জায়গা ঘেরা। দুই কোণে দুটো টুল বসানো। নীচে দর্শকদের জন্য বেশ কিছু চেয়ার পাতাও রয়েছে। দৃশ্যটা দেখে ওর চোখের কোণে জল এসে গেল। সত্যি সত্যি ও তা হলে রিংয়ে নামছে! পোডিয়ামে এতদিন ওরা শুধু নাচের প্রোগ্রাম দেখেছে। জেলেরই বারো-চোদ্দোজন এই প্রোগ্রামটা করে। কোনওদিন ওকে ঘিরে কোনও অনুষ্ঠান হবে, স্ট্যালোন স্বপ্নেও ভাবেনি। গতকালই বুচান স্যার বলে গিয়েছিলেন, তোরা কীরকম তৈরি হলি, আমাকে একবার দেখে নিতে হবে। রাহুলবাবুকে বলে রেখেছি, কাল রেলওয়েজের দুটো ছেলেকে আমি নিয়ে আসব। ওরা ব্যান্টমওয়েটে চ্যাম্পিয়ন। তুই আর আসিফ ওদের সঙ্গে লড়বি। তোদের খুঁতগুলো আমায় দেখে নিতে হবে।'

স্ট্যালোন বলেছিল, 'স্যার, রিংয়ের কী হবে?'

'অসিত বলেছে, সকালের দিকে লোকজন নিয়ে এসে বানিয়ে নেবে। রিং নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বডি ওয়েট যাতে ছাপ্পান্নর মধ্যে থাকে, কাল সকালে হাসপাতালে গিয়ে একবার মেপে রাখিস। যদি বেশি হয়, তা হলে কিন্তু তোর বদলে জীবনকে নামাতে হবে। প্র্যাকটিস ম্যাচের আগে আমি একবার মাপাব।'

কাল রাতে ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল স্ট্যালোন। সন্ধেবেলায় একবার ওজনটা মেপেছিল। তখন দেখেছিল ৫৬.২ কেজি। ডাক্তারবাবু ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'সামান্য বেশি, ও নিয়ে তুমি ভেবো না। কাল

Bangla Boi.org

বেলা দশটায় গায়ে কম্বল জড়িয়ে মাঠে পাঁচ ছ'পাক দিলেই দেখবে, ওজন ছাপ্পান্নর নীচে নেমে যাবে।'

ওজন দিয়ে বরাবর স্ট্যালোনের খুব ভয়। পাতিয়ালার ক্যাম্পে একবার পাকিস্তানের কয়েকজন বক্সার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে এসেছিল। বাউটের দিন ওর ওজন ছিল ওই ৫৬.২ কেজি। দেখে চিফ কোচ হরবিন্দর স্যার ওর উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। উনি অনেক রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের কোচ ব্যান্টমওয়েটে ওকে নামতে দেননি। শেষে স্ট্যালোনকে লড়তে হয়েছিল ওপরের গ্রুপ অর্থাৎ লাইটওয়েটে। চার কেজি ওজন বেশি, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। তবুও, ম্যাচটা ও জিতেছিল। হরবিন্দর স্যারের রাগ সেদিন গলে জল হয়ে গিয়েছিল। তখন একবার মনে হয়েছিল, ব্যান্টমওয়েট ছেড়ে, শরীরের ওজন তিন-সাড়ে তিন কেজি বাড়িয়ে ও পাকাপাকি লাইটওয়েটে চলে যাবে। কিন্তু, হরবিন্দর স্যার মানা করেছিলেন। লাইটওয়েটে যে ছেলেটা তখন নামত, সেই পরমজিৎ সিংহ বক্সিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিজয় মাট্টুর গ্রামের ছেলে। ওকে হারালেও স্ট্যালোন কোনওদিন ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেত কিনা সন্দেহ।

ইন্ডোর হলের পিছনদিকে জীবনকে ঘিরে একটা জটলা দেখে স্ট্যালোন সেইদিকে এগোল। জীবন উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলছে। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে অন্যরা। স্ট্যালোন কাছাকাছি যেতেই সবাই চুপ করে গেল। কাঁধের কিট ব্যাগটা ও মেঝেতে রাখতেই বিনোদ ফিসফিস করে বলল, গুরুদেব, জীবন খুউব রাইগ্যা গ্যাসে।'

স্ট্যালোন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন রে?'

'পাগলা স্যার অরে টিমে রাখে নাই বইল্যা। কইত্যাসে, আর বক্সিং করব না।'

আড়ালে বুচান স্যারকে বিনোদ বলে, পাগলা স্যার। বলতে ওকে বারণ করেছে স্ট্যালোন। কড়া চোখে ওর দিকে তাকাতেই বিনোদ কানমলা খাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'ছরি গুরুদেব, আর কমু না।'

শুনে বাঙালটাকে মাফ করে দিল স্ট্যালোন। জীবন রাগ করেছে শুনে, ওর ভালই লাগল। তার মানে ওর অহং বোধে ঘা লেগেছে।

BanglaBook.org

এটাও বুচান স্যারের একটা ট্যাকটিক্স। জীবনকে তাতিয়ে রাখছেন। স্যার সবসময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ওদের সঙ্গে কথা বলেন। যাতে ওরা মারাত্মক রেগে যায়। রাগ নাহলে কি নিজের সেরাটা বের করে আনা সম্ভব? শুধু ভালবেসে কথা বললেই চ্যাম্পিয়ন তুলে আনা যায় না। জীবন জানেনা, স্যার কিন্তু কাল যাওয়ার সময় বলে রেখেছেন, 'তোর জায়গায় জীবনকেও নামিয়ে দিতে পারি।'

স্ট্যালোনের ধারণা, প্রথম দিনই জীবন কিন্তু বুচান স্যারের চোখে পড়ে গিয়েছে। না হলে স্যার, বিনোদ আর আসিফ...দু'জনকে সেদিন একই সঙ্গে জীবনের পিছনে লেলিয়ে দিতেন না। স্যার সেদিনই বুঝে নিতে চেয়েছিলেন, মার খেলে জীবন পাল্টা মার দিতে পারে কি না? সেই পরীক্ষায় ও পাস করে গিয়েছে। স্যার একবার বলেছিলেন, 'তোদের মতো ভদ্দরলোকের বাচ্চারে দিয়ে বক্সিং হবে না। স্ট্রিট ফাইটার্স ক্যান বি গুড বক্সারস। আমেরিকার বহু টপ ক্লাস বক্সার উঠে এসেছে ওই রাস্তা থেকেই। বুচান স্যারের বক্সিং ফিলোজফির সঙ্গে খাপ খায় জীবন। রাগ করে ও যদি স্যারের কাছে আর না আসে, তা হলে ভুল করবে। স্যার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে হবে।

'স্ট্যালোন কোথায়? ওকে একটু ডেকে দেবে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে স্ট্যালোন দেখল, অসিত স্যার। প্রায় দু'বছর পর ভদ্রলোককে ও দেখল। ওঁর সঙ্গেই জীবনের প্রথমবার ট্রেনে করে পাতিয়ালায় গিয়েছিল স্ট্যালোন। ন্যাশনাল ক্যাম্প থেকে ডাক পাওয়ার পর মা কিছুতেই ওকে পাতিয়ালায় যেতে দিচ্ছিল না। সবথেকে বেশি আপত্তি তুলেছিল রুসাতি। কোথায় থাকবে, কী খাবে? অত দূরের রাস্তা, একা কী করে যাবে? কতরকম চিন্তা। শেষে কলকাতা থেকে এই অসিত স্যারই বহরমপুরে গিয়ে মাকে রাজি করায়। বলেছিল, 'ঠিক আছে, ওকে একা একা যেতে হবে না। স্ট্যালোনকে আমি নিজে পৌঁছে দেব পাতিয়ালায়। বাংলা থেকে একটা ছেলেই চান্স পেয়েছে। ও না গেলে অন্য কোনও প্রভিন্সের ছেলে ক্যাম্পে ঢুকে যাবে। মাসিমা, এই সুযোগটা নষ্ট হতে দেবেন না।' সত্যি সত্যি, অসিত স্যার পাতিয়ালা পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেবার।

BanglaBook.org

পিছিয়ে এসে অসিত স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল স্ট্যালোন, কেমন আছেন স্যার?'

'খুউব ভাল। তোদের মধ্যে জীবন ছেলেটা কে রে? বুচানদা তার খুব প্রশংসা করছিলেন আমার কাছে।'

কথাটা কানে গিয়েছে জীবনের। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'আমি স্যার।'

'এই...তোকে তো আমি চিনি। তুই ক্যাওড়াতলার ছেলে না? আমাকে চিনিস? আমি কিন্তু ওখানেই থাকি।'

'এইবার চিনেছি স্যার। আপনি তো অসিতদা।'

'গুড। তোরা এবার আয় ওজন মাপার জন্য। রেলের কোচ দাঁড়িয়ে আছেন। জীবন, শোন ভাই, তোকেও আজ লড়তে হবে। রেল থেকে দু'জনের আসার কথা ছিল। ওরা তিনজন বক্সার নিয়ে এসেছে। ফার্স্ট বাউট কিন্তু তুই-ই লড়বি। এই কথাটা বলার জন্য তোকে বুচানদা ডাকছে।' শুনে জীবনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন নিশ্চিত হয়ে গেল, প্রথম লড়াইতে ওরা এক শূন্য এগিয়ে থাকবে। বুচান স্যার জানেন, কাকে কখন কীভাবে লড়াইতে নামাতে হয়।

...সন্ধে ছ'টার সময় শেষ গুনতিটা করে বন্দিদের ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া নিয়ম। কিন্তু আজ কোনও নিয়মের বালাই নেই। ইন্ডোর হল ভর্তি হয়ে রয়েছে। বিকেলের পর বন্দিরা কেউ ওয়ার্ডে ফিরে যায়নি। প্রথম লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। জীবন প্রথম দু'রাউন্ডে এগিয়ে রয়েছে প্রায় পাঁচ পয়েন্টে। ও একবার করে পাঞ্চ করছে, আর হলঘর ফেটে পড়ছে উচ্ছ্বাসে। রেলের ছেলেটার নাম প্রদীপ্ত চ্যাটার্জি। জীবনের একটা আপারকাটে, ওর নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। দেখে লড়াই থামিয়ে দিলেন রেফারি। জয় নিশ্চিত জেনে ইন্ডোর হল থেকে বেরিয়ে এল স্ট্যালোন। ওয়ার্ম আপ করার জন্য মাঠে নেমে ও দৌড়তে লাগল। ক্যান্টিনের দিকে লাইট নেভানো। শুধু ওয়াচ টাওয়ারের আলো জ্বলছে। একটু পরে আলো-আঁধারিতে স্ট্যালোন টের পেল, ওর সঙ্গে আরও কে একজন যেন দৌড়চ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখল, শ্যামাচরণ লাহা। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'স্যার আপনি?'

BanglaBook.org

শ্যামাচরণ বললেন, 'এত অবাক হচ্ছ কেন বাছা? আমি তো রোজ এই সময়েই গা ঘামিয়ে নেই। অ্যাতক্ষণ ইন্ডোর হলে ছিলুম। তোমার ফাইট দেখতে গেছিলুম। কিন্তু, তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে, টেনশনে আছো। কোনও টিপস চাই নাকি?'

'থাকলে বলুন।'

'তোমাকে যার সনে লড়তে হবে, সে হল গে আউট ফাইটার ধরনের বক্সার। আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কোচের কথা অ্যাতক্ষণ শুনচিলুম। লড়ার সময় সে তোমার থেকে এট্টু দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। তুমি ওকে সেই সুযোগ দেবে না। রেলের ছেলেটা তোমার থেকেও ফাস্ট। লং রেঞ্জার পাঞ্চ করে। সেটা সামলিও বাছা। ও পয়েন্টে জিততে চাইবে। সেটা হতে দিও না।'

'বলে খুব ভাল করলেন স্যার। আপনার কথা মনে রাখব।'

'আর হ্যাঁ শোন। আরও একটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দিই কো। শাড়ির যে ব্যান্ডেজটা তোমায় সেদিন দিয়েচিলুম, সেটা কোমরে জড়িয়ে আজ নেমো। দেখতেই পাবে, পাঞ্চের জোর কত বেড়ে গ্যাচে। আমি অ্যাখন যাই বাছা। সেকেন্ড বাউটে তোমাদের আসিফ হেরে যাবে। শেষে তোমার জন্য রেজাল্ট হবে ২-১। বলে গেলুম, মিলিয়ে নিও।' কথাটা শেষ করে দৌড়ের স্পিড বাড়িয়ে দিলেন শ্যামাচরণ লাহা। তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

মাঠ থেকে স্ট্যালোন যখন ইন্ডোর হলে ফিরে এল তখন ওর শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে ও একটা শুকনো জার্সি পরে নিল। নীল রঙের জার্সিটা একটু আগে অসিত স্যার ওকে দিয়েছেন। কিট ব্যাগ থেকে শ্যামাচরণবাবুর দেওয়া শাড়ির পাড়টা বের করার সময় ও লক্ষ্য করল, ইন্ডোর হল একেবারে নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে সমস্বরে আফসোস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রিঙের দিকে একবার তাকিয়ে স্ট্যালোন দেখতে পেল, আসিফ মার খাচ্ছে। রেলের ছেলেটার হাতে কম্বো পাঞ্চ আছে। আসিফ সেই পাঞ্চ সামলাতে পারছে না। শ্যামাচরণবাবু তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। আসিফ জিততে পারবে না। কিন্তু উনি আগে থেকে বুঝতে পারলেন কী করে? স্ট্যালোন উত্তর খুঁজে পেল না।

BanglaBook.org

মিনিট দশেক পর রিঙে ওঠার সময় স্ট্যালোনের পা কাঁপতে লাগল। কতদিন পর ও রিঙে নামছে! ব্লু কর্নারে গিয়ে বসতেই বুচান স্যার ওর কানের কাছে এসে বললেন, 'তোর অপোনেন্ট হল খুচরো পাপ। তবুও ওকে ফেলতে একটু সময় নিস। একটু বেশি প্র্যাকটিস করে নে।' সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালোনর পা ঠকঠকানি থেমে গেল। কর্নার থেকে উঠে আসার সময়, ওর মাথায় একটা কথাই ঘুরতে লাগল 'খুচরো পাপ'। হ্যান্ড মাইক ও অসিত স্যারের গলা শুনতে পেল। উনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, 'ইন দ্য ব্লু কর্নার রণজয় মিত্র অফ দমদম সেন্ট্রাল জেল। ফর্মার জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন।' ইন্ডোর হল ফেটে পড়ল উচ্ছ্বাসে। 'ইন দ্য রেড কর্নার গৌতম ব্যানার্জি অফ ইস্টার্ন রেল। কারেন্ট ইন্টার রেল চ্যাম্পিয়ন।' সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করে শিস দেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ফর্মার জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন কথাটাই মারাত্মক তাতিয়ে দিল স্ট্যালোনকে। রেফারি 'বক্স' বলে সরে যেতেই ও খুনে চোখে তাকাল গৌতম ব্যানার্জির দিকে। শরীরের সমস্ত শক্তি ওর জড়ো হয়ে গেল হাতের মুঠোয়। শ্যামাচরণবাবুর ব্যান্ডেজের গুনে কি না ও বুঝতে পারল না।

গৌতম ব্যানার্জি সম্পর্কে বুচান স্যার ঠিকই বলেছিলেন, খুচরো পাপ। ঘুসোঘুসির কোনও ইচ্ছেই নেই। ছেলেটা বাঁ হাতে একটা আলতো জ্যাব করেই সরে যাচ্ছে। কিছুতেই ওর নাগালে আসতে চাইছে না। ওর ডান হাত কতটা চালু, সেটা বোঝার জন্য নিজের গার্ড একবার আলগাও করল স্ট্যালোন। না, সেই টোপটা গৌতম ব্যানার্জি খেল না। পয়েন্টের খেলা খেলছে। জ্যাব মেরে টুকটুক করে যা সঞ্চয় করা যায়, তাতেই লাভ। না, এই সুযোগটা ওকে দেওয়া ঠিক হবে না। স্ট্যালোন খুব বিপজ্জনক ভাবেই দু'একবার ওর ক্লোজ রেঞ্জে ঢুকে পড়ল। কিন্তু, বিপদ আন্দাজ করে গৌতম ব্যানার্জি ফের দূরে সরে গেল। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে, রেফারি খেলা থামিয়ে একবার ওকে সতর্ক করে দিলেন।

লড়াইটা তাড়াতাড়ি শেষ না করলে, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। রাহুল স্যারদের কাছে পরে ও মুখ দেখাতে পারবে না। ফার্স্ট রাউন্ড শেষ

BanglaBook.org

হতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। মুহূর্তের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিল স্ট্যালোন। তাড়া করে গৌতম ব্যানার্জিকে ও প্রথমে কর্নারে নিয়ে যাবে। তার পর রাইট-লেফট কম্বিনশন মেরে শুইয়ে দেবে। গত সাতদিন এই কম্বোটা নিখুঁতভাবে ওকে প্র্যাকটিস করিয়েছেন বুচান স্যার। কিন্তু, ওর নিজের মুখে দু'একটা পাঞ্চ না পড়লে রক্তে তুফান ছোটে না। হাত থেকে কম্বোও বেরিয়ে আসে না। তাই অ্যাটাকে যাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই ও দুটো পাঞ্চ নিল।

আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ট্যালোন বাঁ হাতে জ্যাব মারতে মারতে ক্লোজ রেঞ্জে চলে গেল। গৌতম ব্যানার্জির গার্ড সামান্য ঝুলে যেতেই ও ছুরি চালানোর মতো একটা রাইট আপারকাট মুখে মারল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে একটা লেফট আপারকাট। একেবারে নকআউট পাঞ্চ। পর পর দুটো ঘুসি সামলাতে না পেরে দড়ির উপর ঝুলে পড়ল গৌতম ব্যানার্জি। তার পর বাউন্স করে রিংয়ের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। স্ট্যালোন বুঝে গেল, আর উঠবে না। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, বিনোদরা পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। পুরো ইন্ডোর হল টগবগ করে ফুটছে। হ্যান্ডমাইনে অসিত স্যার কাউন্ট করছেন। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর...। গৌতম ব্যানার্জির কানের সামনে উবু হয়ে বসে একইসঙ্গে গুনছেন রেফারি। ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট...আউট। রেফারি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করার আগেই স্ট্যালোন দেখল, হুড়মুড় করে সবাই উঠে পড়েছে পোডিয়ামের উপর। অনেকে মিলে ওকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

কাঁধে চড়া অবস্থাতেই স্ট্যালোনের চোখে পড়ল, বুচান স্যার দ্রুতপায়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও বুঝতে পারল না, স্যার এত রেগে গেলেন কেন?

BanglaBook.org

বাইশ

রুসাতিদের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় এসপি হুমায়ুন আহমেদের ফোন পেল কালকেতু। 'তুমি যে সিমকার্ডের ব্যাপারে দুপুরে

জানতে চেয়েছিলে, তার খোঁজ পেয়েছি। সিমকার্ডটা কালাচাঁদ চৌধুরীর নামে করা। তিন বছর আগে যে দোকান থেকে ও কিনেছিল, তার মালিক আমাদের লোককে ডকুমেন্টস দেখিয়েছে। তুমি কি চাও, এই কালাচাঁদকে আমি অ্যারেস্ট করি?'

কালকেতু বলল, 'তাকে তুমি পাবে না। তার সিমকার্ড এখন যে লোকটা ইউজ করছে, সে-ই আসল কালপ্রিট। তুমি কি স্ট্যালোন অর্থাৎ রণজয় মিত্রের ফাইলে চোখ বুলিয়েছ?'

'সব পড়েছি। বহরমপুর থানার ওসিকে আজ আমার কাছে আসতে বলেছি। ফর্চুনেটলি, ওইসময় যিনি ওসি ছিলেন, এখনও তিনি আছেন। দরকার হলে কেস রিওপেন করতে বলব।'

'কয়েকজনের কলড লিস্ট তোমাকে বের করে রাখতে বলেছিলাম। পেয়েছ?'

'পেয়েছি। আমার কাছেই আছে। যদি চাও, কাউকে দিয়ে এখনই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অথবা তুমি সন্ধেবেলায় এসেও নিতে পারো।'

'না, না। পারলে এখনই হোটেলে পাঠিয়ে দাও। কলড লিস্ট খতিয়ে দেখলে, কনক্লুসন টানতে আমার সুবিধে হবে। আর একটা কথা। যদি কিছু মনে না করো, তা হলে কি তোমার বাংলোতে আমি আরও কয়েকজনকে নিয়ে যেতে পারি?'

'কোনও অসুবিধে নেই। তাদের সংখ্যাটা তুমি যদি জানিয়ে দাও, তা হলে ভাল হয়। তুমি আসছ শুনে আমার মিসেস ডিনারের বন্দোবস্ত করবে বলছে।'

'ধরো, আমার সঙ্গে আরও তিনজন যাবে। তাদের মধ্যে দু'জন মহিলা ও অন্যজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। বহরমপুরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে তুমি যদি ডেকে নিতে পারো, তা হলে আমার সুবিধে হয়। তারা প্রত্যেকেই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত।'

'বেশ তো, কাকে কাকে তুমি চাও, আমায় বলো।'

'বহরমপুর ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট মহিমবাবু, প্রোমোটার সদাশিববাবু, সেভেন স্টারস ক্লাবের সেক্রেটারি চিন্টুদা আর নেতাজি

BanglaBook.org

ব্যায়াম সমিতির জগাদা। থানার ওসি তো তোমার কাছে আসছেনই। আর একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট যদি হাজির থাকেন, তা হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, সবাইকে অমি খবর পাঠাচ্ছি। খাগড়া থেকে তুমি এখন যাবে কোথায় ভাই কালকেতু? তার আগে বলো, কোহিতুর আম কেমন খেলে?'

দূরে বসেও হুমায়ুন ওদের সব খবর রাখছে। হেসে কালকেতু বলল, 'দারুণ! এক কার্টেন আম কলকাতাতেও নিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে ছিল, এখন একবার ব্রিজের দিকে যাব।'

'না, যেও না। আমার ওয়াচাররা বলছে, ব্রিজে যাওয়া তোমার উচিত হবে না।'

'তা হলে সেভেন স্টারস ক্লাব ঘুরে আমরা হোটেলে ফিরব। কলড লিস্ট তুমি হোটেলেই পাঠিয়ে দাও।'

'সেই ভাল। সন্ধে ছ'টায় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।' বলেই লাইন ছেড়ে দিল হুমায়ুন।

খাগড়া বাজার থেকে কালেক্টোরেটের মোড় বেশ খানিকটা দূরে। রাস্তাটা চওড়া নয়। গাড়ি করে আসার সময় ওরা দেখল, দু'পাশে পরিচিত ব্র্যান্ডের বিরাট বিরাট দোকান। দেখে জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'এখানে তো দেখছি, সবই পাওয়া যায়। কোনও কিছু কেনার জন্য কলকাতায় যাওয়ার দরকার হয় না।'

কালকেতু বলল, 'বহরমপুরের লোকেদের হাতে প্রচুর পয়সা এসে গিয়েছে, বুঝলে। বর্ডারিং এরিয়ার হিন্দুরা সব জমিজমা বিক্রি করে শহরে চলে আসছেন। এখানে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন। যাতে তাদের ছেলে-মেয়েরা এখানে থেকে পড়াশুনো করতে পারে। শহরের ঘিঞ্জি এলাকার বাইরে গেলেই তুমি দেখবে নতুন নতুন আবাসন গড়ে উঠছে। মনে হয়, প্রোমোটিং করেও একদল লোক ভাল কামাচ্ছে। তবুও ভাল, এখনও পর্যন্ত ভাগিরথীর ধারটা অক্ষত আছে। প্রোমোটারদের নজরে পড়েনি।'

'প্রোমোটিংয়ের কথা তুললে বলে আমার মনে পড়ল, এখানে

BanglaBook.org

জমিজমা নিয়ে মামলাই খুব বেশি। বহরমপুর কোর্টে আমার এক চ্যালা আছে। তার নাম বিক্রম, ল'ইয়ার। এখানকার মামলা হাইকোর্টে গেলে অনেক কেস ও আমার কাছে নিয়ে যায়। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হত। স্ট্যালোনের মামলাটা এখানে কে করেছিল, নিশ্চয়ই ও তা জানে। সেই ল'ইয়ারের সঙ্গে কথা বলে গেলে ভাল হত।'

'বিক্রমকে একবার ফোন করে দেখো না।'

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে জয়ন্তনারায়ণ কথা বলতে লাগল বিক্রমের সঙ্গে। মিনিট দুয়েক কথা বলার পর ও বলল, 'বিক্রম আমাকে এখনই একবার কোর্টে যেতে বলছে কালকেতু। একবার ঘুরে আসবে নাকি? কথা বলে মনে হল, স্ট্যালোনের কেস নিয়ে ও অনেক কিছু জানে।'

'কিন্তু আমাকে যে একবার সেভেন স্টারস ক্লাবে যেতে হবে।'

'তা হলে এক কাজ করো। তোমাকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে আমি কোর্টে চলে যাই। বিক্রমের সঙ্গে কথা শেষ করে ফের আমি তোমায় তুলে নেবো।'

কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে গেল সেভেন স্টারস ক্লাবে। বেলা প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। বাইরে থেকেই কালকেতু দেখতে পেল, লনে পনেরো-কুড়িজন ছেলে-মেয়ে ওয়ার্ম আপ করছে। গেটের বাইরে প্রচুর সাইকেল আর বাইক দাঁড় করানো। দেখেই ও বুঝতে পারল, মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে শরীরচর্চা করতে আসে। চিন্টুদা তা হলে ভালই রোজগার করে। গেটের লাগোয়া একটা সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। গাড়ি থেকে নেমে কালকেতু সাইনবোর্ডে চোখ বোলাতে লাগল। ক্লাবে বক্সিং, ক্যারাটে, আর যোগব্যায়াম শেখান প্রিয়া চক্রবর্তী। ক্লাবের ভিতরে পা দিয়ে কালকেতু দেখল, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি এক ভদ্রলোক। ওকে দেখে উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি রিপোর্টার কালকেতু নন্দী না?'

'হ্যাঁ।' কালকেতু বলল, 'এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ঢুকে পড়লাম। সেভেন স্টারস ক্লাবের খুব নাম শুনেছি। আপনাদের ক্লাবটা একটু ঘুরে দেখা যাবে?'

BanglaBook.org

শুনে ভদ্রলোক আপ্লুত। বললেন, 'আমাদের কী সৌভাগ্য। আসুন, আসুন। আমাদের ক্লাবে ষোলো স্টেশনের একটা জিম আছে। বহরমপুরে আর কোনও ক্লাবে নেই। কী আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, সপ্তাহ খানেক আগে, ক্লাবের মিটিংয়ে আপনার কথাই হচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে আমাদের ক্লাবে একটা অনুষ্ঠান হয়। এবার চিন্টুদা বলছিল, আপনাকে ইনভাইট করবে। খেলাধুলো নিয়ে কিছু বলার জন্য।'

'চিন্টুবাবু কি এখন আছেন?'

'উনি এখনও আসেননি। নর্মালি সন্ধে ছ'টার পরে ঢোকেন। নানা ধরনের ব্যবসা করেন। খুব ব্যস্ত মানুষ। ততক্ষণ আমি সামলাই।'

'আপনি এই ক্লাবের কে?'

'আমি কার্তিক মল্লিক, এই ক্লাবে যোগব্যায়াম শেখাই। আমি তুষার শীলের ছাত্র। এশিয়াশ্রী ছিলেন, চেনেন নাকি তাঁকে?'

'খুব ভাল করে চিনি। চলুন, আপনাদের ক্লাবের ভিতরটায় একবার ঘুরে আসা যাক।'

বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ক্লাবের ভিতরটা কী রকম সাজানো গোছানো। জিম ছাড়া একটা কনফারেন্স রুম আছে। দুটো টয়লেট আর শাওয়ার রুম। স্টিমবাথ নেওয়ারও আলাদা ঘর। পুরো ফ্লোরটা সাদা টাইলসে মোড়া। সেক্রেটারির ঘরে এয়ার কন্ডিশন মেশিন রয়েছে। ঘরে এটাই মাত্র জানলা। সেই জানলা খুলে দিলে কনফারেন্স রুম দেখা যায়। কালকেতু লক্ষ্য করল, সেক্রেটারির ঘর আর কনফারেন্স রুমের মাঝে একটা দরজাও আছে। এই কনফারেন্স রুমটা দেখার জন্যই কালকেতু ক্লাবের ভিতরে ঢুকেছে। ক্লাবের বাইরেটা তিন দিকে ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তাই রাস্তার দিক ছাড়া অন্য কোনও দিক থেকে ভিতরের অংশটা দেখা যায় না। ঘুরে ঘুরে সব দেখে কালকেতুর মনে হল, বহরমপুরে কেন, কলকাতাতেও এ রকম স্পোর্টস ক্লাব খুব কম আছে।

ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এই কনফারেন্স রুমটা তো বেশ বড় কার্তিকবাবু?'

'এই রুমেই মহিলারা যোগব্যায়াম শেখেন। আধ ঘণ্টা আগে এলে

BanglaBook.org

তাদের দেখতে পেতেন। বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে হেলথ কনসাসনেস ইদানীং খুব বেড়ে গিয়েছে। কেবল টিভিতে রোজ সকালে চিন্টুদা একটা প্রোগ্রাম করেন হেলথ নিয়ে। তারপর থেকেই দেখছি, হাউসওয়াইফরা খুব আসছেন।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই কালকেতু বাইরে বেরিয়ে এল। তার পর বলল, 'সত্যিই আপনাদের ক্লাবটা দারুণ। আজ চলি কার্তিকবাবু। চিন্টুবাবুকে আমার কথা বলবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে কালেক্টোরেটের মোড় পর্যন্ত এসে জয়ন্তনারায়ণকে ফোন করল কালকেতু, 'আমার যা জানার, হয়ে গিয়েছে। তোর কতক্ষণ লাগবে?'

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'আরে ভাই, এখানে যে দুটো কোর্ট আছে, কী করে জানব? আমি জজকোর্টের দিকে চলে গিয়েছিলাম। গার্লস কলেজের পাশে। ওখানে গিয়ে শুনি, বিক্রম আমার জন্য বসে রয়েছে কালেক্টোরেটের দিকে ফৌজদারি কোর্টে।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'নতুন কালেক্টোরেট বিল্ডিংয়ের পিছনেই। সেভেন স্টারস ক্লাব থেকে তুই হেঁটেও চলে আসতে পারিস। মিনিট চারেকের রাস্তা। নাকি গাড়ি পাঠিয়ে দেব? ড্রাইভারটা কিন্তু রবীন্দ্রসদনের কাছে গিয়েছে, পেট্রোল পাম্প থেকে তেল কেনার জন্য।'

কালকেতু বলল, 'গাড়ির দরকার নেই। আমি একটা রিকশা ধরে চলে আসছি।'

রাস্তার উল্টোদিকে কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশপাশে হকাররা দোকান সাজিয়ে বসেছে। ফুটপাতে বসা বাজারে কালকেতু ইলিশ মাছও দেখতে পেল। সাইজ বেশ বড় বড়। সম্ভবত, ভাগিরথী থেকে খানিক আগেই তুলে আনা। দাম কত, জানার কৌতূহলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময়ই কে যেন ওকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে কালকেতু দেখল, একটা লাল রঙের মরুতি গাড়ি ওর শরীর ঘেঁথে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল। ধাক্কা না খেলে মারুতিটা ওকে নির্ঘাত পিষে দিত। কে ওকে ধাক্কাটা মারল, তা

BanglaBook.org

দেখার জন্য কালকেতু মুখ তুলে তাকাল। ওর চারপাশে বাজারের লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। কে একজন হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল। দেখেই কালকেতু বুঝতে পারল, সাদা পোশাকে পুলিশের লোক। ওহ, এই ওয়াচারের জন্যই ও তা হলে আজ বেঁচে গেল।

তেইশ

রুসাতি আর প্রিয়াকে নিয়ে কালকেতু যখন এসপি-র বাংলোতে পৌঁছল, তখন ঠিক সন্ধে ছ'টা। ওদের দেখে হুমায়ুন এগিয়ে এসে বলল, 'এসো ভাই। যাঁদের তুমি ডাকতে বলেছিলে, তাঁরা সবাই এখন আমার ড্রয়িং রুমে। কিন্তু, তোমার এই তিন সঙ্গীকে তো চিনতে পারলাম না। এরা কারা?

কালকেতু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর হুমায়ুন ওকে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, শুনলাম, ঘণ্টাখানেক আগে তোমার উপর অ্যাটেম্পট হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তোমার ওয়াচাররা না থাকলে, আমি হয়তো এখন হাসপাতালে শুয়ে থাকতাম।'

'খবরটা তোমায় দিয়ে রাখি। মারুতি গাড়ির ড্রাইভার হাইওয়েতে ধরা পড়েছে। লালগোলার এক সুপারি কিলার। তুমি যাকে সাসপেক্ট করছ, সে-ই ওকে সুপারি দিয়েছিল। থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার পর ড্রাইভার সেই নামটা বলে দিয়েছে। তোমার কথামতো সেই নামে আমি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট রেডি করে রেখেছি। তুমি মিটিংটা সেরে নাও। এখান থেকেই তাকে সোজা থানার লকআপে পাঠিয়ে দেব।'

কালকেতু প্রস্তুত হয়েই এসেছে। কঙ্কণা হত্যার রহস্যভেদ করবেই। আধ ঘণ্টা আগে হোটেলের ঘরে যখন ওরা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ফোন করে বলে, 'আপনাদের জন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছেন এসপি সাহেব। বলেছেন, খুব আর্জেন্ট চিঠি। রুমে কি পাঠিয়ে দেব স্যার?'

BanglaBook.org

শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল কালকেতু। এই কলড লিস্টটার জন্যই ও ছটফট করছিল। ফোনের লিস্টটা না দেখে ও নিশ্চিত হতে পারছিল না, খুনী কে? রুসাতির দোকানে প্রিয়া অবশ্য ওর হাতে একটা বড় প্রমাণ তুলে দিয়েছিল। তবে সেই অস্ত্রটা ও এখন বের করতে চায় না। হাইকোর্টে শুনানির সময় জজসাহেবকে দেখাবে। জয়ন্তনারায়ণ কখনও বড় বড় কথা বলে না। কিন্তু প্রিয়ার দেওয়া প্রমাণটা দেখে ও বলেছে, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো কালকেতু। আমি তুড়ি মেরে তিন দিনেই স্ট্যালোনকে বের করে আনব।'

হোটেলেই হুমায়ুনের পাঠানো খাম খুলে কলড লিস্টগুলোয় চোখ বুলিয়ে এসেছে কালকেতু। দু'হাজার এগারো সালের পনেরো আর ষোলোই জুন। সকাল ন'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত...স্ট্যালোন, কালাচাঁদ, কঙ্কণা সদাশিববাবু আর চিন্টুদা কাকে কাকে ফোন করেছিল, সেই সব নাম্বার হাতের মুঠোয়। কালকেতু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব নাম্বার দেখে এসেছে। সবথেকে কমবার ফোন করেছিল স্ট্যালোন। মাত্র দশটা। সবথেকে বেশি চিন্টুদা। তেত্রিশটা। লিস্ট দেখে কালকেতু আবিষ্কার করেছিল, চিন্টুদা তিন তিনটে নাম্বারের সিমকার্ড ইউজ করে। লিস্টের কয়েকটা ফোন নাম্বারে দাগ মেরে কালকেতু উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও যা আন্দাজ করেছিল, মিলে গিয়েছে। খুশি হয়ে জয়ন্তনারায়ণকে ও বলেছিল, 'এ বার চলো। হুমায়ুনের কাছে যাওয়া যাক।'

ড্রয়িংরুমে ঢুকে কালকেতু দেখল, সোফায় পাঁচজন বসে। উর্দি দেখে বহরমপুর থানার ওসিকে ও চিনতে পারল। নাম শঙ্কর সান্যাল্। রুসাতির বাবা মহিমবাবুর সঙ্গে দুপুরেই ওর পরিচয় হয়েছে। তাঁর পাশে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা ভদ্রলোককে দেখে ও আন্দাজ করে নিল, ইনিই সদাশিববাবু। বাকি দু'জন তা হলে চিন্টুদা আর ওর প্রতিদ্বন্দ্বী জগাদা। ছবিতে চিন্টুদাকে কালকেতু দেখেছে। মধ্য চল্লিশ, পরনে লাল টি শার্ট। হাতের পেশিগুলো ফেটে বেরোচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, রোজ লোহা তোলেন। গলায় সোনার মোটা চেন। হঠাৎ পয়সা হওয়া লোকেদের মধ্যে এই রকম দেখনদারির বাতিক থাকে। একটু দূরে আলাদা একটা সিঙ্গল সোফায় বসে আছেন প্রবীণ এক ভদ্রলোক। হুমায়ুন তাঁর সঙ্গে

BanglaBook.org

পরিচয় করিয়ে দিল। আতাহার মল্লিক, পারিবারিক বন্ধু। ইনি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কালকেতু বলল, 'আপনাদের এসপি নিশ্চয়ই আমার পরিচয় দিয়েছেন। একটা খুনের মামলা তদন্ত করার জন্য আমি বহরমপুরে এসেছি। দু'বছর আগের একটা ঘটনা। আশাকরি, তদন্তে আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন। আপনাদের উপর একটা ছেলের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এমন একটা ছেলে, যে ভারতের বক্সিংয়ের বিস্ময়। যাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে এখন দমদম জেলে আটকে রাখা হয়েছে।'

ওসি শঙ্করবাবু বললেন, 'আপনি কি স্ট্যালোনের কথা বলছেন? তার তো সাজা হয়ে গিয়েছে।'

'ঠিক ধরেছেন।' কালকেতু বলল, আমরা দু'একদিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল মামলা করব। আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, আসল কিডন্যাপার ও খুনী আড়ালেই থেকে গিয়েছে। বহরমপুর শহর থেকে সে দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইট ওয়াজ আ কন্সপিরেসি এগেনস্ট স্ট্যালোন। স্বার্থে ঘা পড়ায় আসল অপরাধী এই ঘৃণ্য কাজটা করেছে। তাকে মদত দিয়েছেন পুলিশের একাংশ।'

শঙ্করবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'ইট'স টু মাচ। আপনি কী বলতে চাইছেন কালকেতুবাবু?'

মাথা ঠান্ডা রেখে কালকেতু বলল, 'এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই অফিসার। দোষটা আমি আপনাকে দিচ্ছি না। আপনার আইও বিমলবাবু আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। চার্জশিট দেওয়ার সময় আপনি সপরিবারে কিছুদিনের জন্য পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কী, মনে পড়ছে?'

হুমায়ুনের দিকে চোখ পড়ায় শঙ্করবাবু কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। ঠান্ডা গলায় হুমায়ুন জিজ্ঞেস করল, 'চক্রান্তটা করেছিল কে কালকেতু?'

'সেটা ডিসক্লোজ করার জন্যই তোমার এখানে এসেছি। সবার আগে চিন্টুবাবুকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি, আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।'

BanglaBook.org

চিন্টুদা বললেন, 'এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন?'

হুমায়ুন ধমক দিয়ে বলল, 'কালকেতু যা জিজ্ঞেস করছে, তার উত্তর দিন। পাল্টা প্রশ্ন করবেন না।'

ধমক খেয়ে চিন্টুদা দমে গেলেন। কালকেতু বলল, 'চিন্টুবাবু, শুনলাম আপনি ব্যবসা করেন। কী ব্যবসা, বলবেন?

চিন্টুদা বলল, 'প্রোমোটারি। সবাই জানেন।'

'বছর আড়াই আগে সদাশিববাবুর সঙ্গে কি আপনার মারাত্মক ঝামেলা হয়েছিল? গোরাবাজারে প্রতিমা ঘোষ বলে এক মহিলার বাড়ি দখল নিয়ে? আপনারা দু'জনেই ওই বাড়িটা কিনে প্রোমোটারি করতে চেয়েছিলেন। আপনি তখন সাকসেসফুল হননি। কেননা, ওই মহিলা ছিলেন স্ট্যালোনের আত্মীয়া। স্ট্যালোন মাঝখানে এসে প্রতিমা ঘোষকে প্রোটেকশন দিয়েছিল।'

'এ কথা সত্যি নয়। ওই বাড়িটা নিয়ে আমার কোনও ইন্টারেস্টই ছিল না।'

'ইন্টারেস্ট ছিল কিনা সেটা তো বলবেন সদাশিববাবু। বলুন সদাশিববাবু, নির্ভয়ে বলুন। আগের এসপি কার নাম করে আপনাকে ভয় দেখিয়েছিলেন? কাকে জমি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন? হুমায়ুনের সামনে বলতে পারেন। যা ক্ষতি হওয়ার তো আপনার হয়ে গিয়েছে। আর কোনও ক্ষতি আপনার হবে না।'

সদাশিববাবু বললেন, 'স্যার আমার মেয়েটা খুন হয়ে গেল। আমার ব্যবসাটাও চৌপাট হয়ে গেল। সব দোষ ওই চিন্টুটার।'

'কী হয়েছিল সেইসময় আমাদের বলুন তো?'

গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন সদাশিববাবু, 'এই চিন্টু একটা সময় ক্লাব চালানোর জন্য নিয়মিত আমার কাছ থেকে টাকা নিত স্যার। সেইসঙ্গে আমার বিজনেস ইন্টারেস্টও দেখত। জানেনই তো, প্রোমোটারি ব্যবসায় নানা হ্যাপা। উচ্ছেদ করার জন্য লোকজনের দরকার হয়ে পড়ে। চিন্টু ওর স্যাঙাত কালাচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওই গুন্ডাগর্দিটা করত। হঠাৎ একটা সময় ওর ইচ্ছে হল, জমির দালালি করবে। ইন্দ্রপ্রস্থে তখন নতুন বসতি হচ্ছে। মিথ্যে বলব না, ও তখন

BanglaBook.org

আমাকে অনেক জমির ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। জমির দালালি করে হাতে কিছু টাকাপয়সা করে ফেলেছিল চিন্টু। আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ ও প্রোমোটারিতে নেমে পড়ল। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে ছোটখাট ক্ল্যাশ হচ্ছিল। পরে গোরাবাজারের ওই বাড়িটা নিয়ে আমাকে হুমকি দিল, দেখে নেবে।'

'আপনার মেয়ে কিডন্যাপ হওয়ার কদ্দিন আগেকার ঘটনা?'

'মাসখানেক আগে হবে। স্ট্যালোন তখন পাতিয়ালায় খেলতে গিয়েছে। পিকচারেই ছিল না। তলায় তলায় পুলিশকে যে চিন্টু ম্যানেজ করে ফেলেছে, সেটা আমি জানতাম না। আগের এসপি সুবোধবাবু হঠাৎ একদিন আমায় ডেকে থ্রেটেন করলেন। আমি ডিএম সাহেবকে গিয়ে ধরলাম। কিন্তু উনি তখন রাইটার্সে বদলি হওয়ার মুখে। তাই আমাকে বললেন, খবরটা স্ট্যালোনকে দিন। চিন্টুবাবুকে পারলে ও-ই শায়েস্তা করতে পারবে। অ্যাদ্দিন কাউকে যা বলিনি, আজ তা বলছি স্যার। স্ট্যালোনের বাবার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে আমি একদিন ওর সঙ্গে কথাও বললাম। ও বলল, দিন দশেকের ছুটিতে বহরমপুরে আসছে। ততদিন যেন অমি চুপ করে থাকি। আমিও ভাবলাম, বাড়িটা আমি যদি না পাই, তা হলে চিন্টুকেও পেতে দেব না।'

'স্ট্যালোন পাতিয়ালা থেকে আসার পর ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল?'

'না স্যার। দেখা হয়নি। ও যে বহরমপুরে সেটা আমি জেনেছিলাম, আইও বিমলবাবুর কাছ থেকে। বিমলবাবুই আমায় বলেন, কঙ্কণাকে নাকি স্ট্যালোন কিডন্যাপ করেছে।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেছিলেন, সে কথা?'

'একদম না। কঙ্কণাকে ও কিডন্যাপ করতেই পারে না। কঙ্কণাকে ও জন্মাতে দেখেছে। খুব ভালবাসত। পাতিয়ালা থেকে সেবার ও নাকি কঙ্কণার জন্য গিফটও নিয়ে এসেছিল।'

'মুক্তিপণের টাকা চেয়ে স্ট্যালোন কি তখন আপনাকে ফোন করেছিল সদাশিববাবু?'

'না, স্ট্যালোন আমাকে ফোন করেনি। তবে ওই রাতে একটা

BanglaBook.org

অচেনা লোক আমাকে ফোন করেছিল। লোকটা বলেছিল, বিকেলবেলায় সেভেন স্টারস ক্লাব থেকে বেরোনোর সময় স্ট্যালোনের বাইকে কঙ্কণাকে ও দেখেছে। সেই লোকটা কে, স্যার বলতে পারব না।'

কালকেতু বলল, 'চিন্টুবাবু আপনি কি বলতে পারবেন?'

চিন্টুদা বললেন, 'আশ্চর্য, আমি কী করে বলব?'

'কিন্তু আমার কাছে যে প্রমাণ আছে, আপনার নাম্বার থেকেই সেদিন ফোনটা সদাশিববাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেটা নতুন একটা নাম্বার।

সদাশিববাবু সেই নাম্বারটা জানতেন না। আপনার কলড লিস্ট বলছে, রাত দশটা পঁচিশ মিনিটে ফোনটা আপনি করেছিলেন। মনে পড়ছে?'

'বলতে পারব না। এমনও হতে পারে, আমার ফোন নিয়ে অন্য কেউ হয়তো করেছিল। অনেক সময় এমনও হয়, রাতের দিকে রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারতে যাই। সেখানে হয়তো কেউ ফোনটা চেয়ে নিয়েছিল।'

'স্ট্যালোনকে আপনি ফাঁসালেন কেন চিন্টুবাবু?'

'আমার কী স্বার্থ ছিল যে ফাঁসাব?'

'অনেক স্বার্থ ছিল। প্রথম কথা, ওই যে বললাম, প্রতিমা ঘোষের বাড়িটা। স্ট্যালোন জেলে যাওয়ার পর যে বাড়িটা আপনি দখল করে একা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি তুলেছেন। দ্বিতীয়ত, স্ট্যালোনের পপুলারিটি আপনি সহ্য করতে পারছিলেন না। গোরাবাজারে স্ট্যালোন একটা বক্সিং ক্লাব খুলতে চেয়েছিল। তাতে আপনি ভয় পেয়ে যান। আপনার সব ছেলে সেখানে চলে যাবে বলে। এই কথাটা জগাবাবুও জানেন। কী জগাবাবু, যা বলছি, ঠিক কিনা?'

প্রশ্নটা আশা করেননি জগাবাবু। শুনে চমকে উঠে বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্ট্যালোন আমাকে বলেছিল বটে। দলবল নিয়ে ও আমার নেতাজি ব্যায়াম সমিতিতে চলে আসতে চাইছিল। কিন্তু তখন আমি ওকে মানা করি। ওকে নিলে, আমাকে অনেক প্রবলেমে পড়তে হত। তখনই স্ট্যালোন আমাকে বলে গোরাবাজারেই ওর এক আত্মীয় আছেন। তাঁর কেউ নেই। ওই বাড়িতে ও নিজেই ক্লাব খুলবে। তার পরেই অবশ্য ও পাতিয়ালায় চলে যায়।'

BanglaBook.org

শুনে কালকেতু বলল, 'চিন্টুবাবু, অপনি যে শুধু যোগব্যায়াম জানেন, বক্সিং বা ক্যারাটের কিছু জানেন না...এই কথাটা স্ট্যালোন তখন সবাইকে বলে বেড়াত। তাই আপনি ওর উপর মারাত্মক চটে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আরও বড় অভিযোগ ও করেছিল আপনার সম্পর্কে, সেটা মেয়েঘটিত। ঠিক কিনা?'

'বাজে কথা। এই রকম অভিযোগ কেউ কোনওদিন আমার সম্পর্কে করেনি।'

'আমার কাছে ভিডিয়ো ক্লিপিংস আছে চিন্টুবাবু। আপনার কুকীর্তি তাতে ফাঁস হয়ে যাবে। যাক, সেই অস্ত্রটা আমি এখন ব্যবহার করতে চাই না। এসপি সাহেবের কাছে শুধু বলুন, কঙ্কণাকে সেদিন স্ট্যালোনের নাম করে...ফোনে কেন দুপুরবেলায় ক্লাবে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? ওকে মলেস্ট করার জন্য? সদাশিববাবুর উপর রাগ মেটানোর জন্য? কেন ডেকেছিলেন, স্বীকার করুন?' শেষের প্রশ্নটা কালকেতু এমন জোরে করল যে ঘরের সবাই চমকে উঠলেন।

'কী প্রমাণ আছে, আমি সেদিন কঙ্কণাকে ডেকেছিলাম?'

'আপনার কলড লিস্ট। কঙ্কণাকে আপনি ফোন করেছিলেন, বেলা দেড়টায় স্কুলের টিফিনের সময়। কঙ্কণা যে আপনার কলটা রিসিভ করেছিল, তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। আপনি ঠিক এক মিনিট দু'সেকেন্ড·ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গিফট দেওয়ার কথাটাও আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছিল। স্ট্যালোন কিছু জানতও না। কিন্তু, পাপ কখনও চাপা থাকে না চিন্টুবাবু। সত্যি হল, কঙ্কণাকে প্রথমে কিডন্যাপ আর তারপর মার্ডার করার প্ল্যানটা আপনার। তাতে সামিল করেন কালাচাঁদকে।'

'কালাচাঁদকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন কালকেতুবাবু?'

সত্যিটা বের করার জন্য কালকেতু মিথ্যের আশ্রয় নিল, 'কালাচাঁদ কলকাতায় ধরা পড়েছে, সেটা কি আপনি জানেন? ও কিন্তু সব উগড়ে দিয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। ও বলেছে, আপনার কথামতোই ও স্ট্যালোনের বাইকে চেপে ব্রিজের উপর গিয়েছিল। আপনার কথামতোই কঙ্কণার ডেডবডিটা রাতের অন্ধকারে ক্লাব থেকে বের করে নিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল খাগড়ার পোড়ো মন্দিরে। এ বার এসপি সাহেবকে বলুন, কেন বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে ফেলতে আপনি বাধ্য হয়েছিলেন? আপনি বলবেন, না আমি বলব? সিআইডি কিন্তু কালাচাঁদকে নিয়ে বহরমপুরে আসছে। কাল অথবা পরশুর মধ্যে।'

শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল চিন্টুদার মুখ। দেখে কালকেতু মনে মনে হাসল। হুমায়ুনের দিকে তাকিয়েও বলল, 'কঙ্কণা কীভাবে খুন হয়েছে, সেটা এখন বলবেন একজন আই উইটনেস। তাকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমাদের মাঝে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন। ইচ্ছে হলে তিনি রেকর্ডও করতে পারেন।' কথাগুলো বলেই কালকেতু পাশ ফিরে বলল, 'প্রিয়া তুমি এ বার শুরু করো। দু'হাজার এগারো সালের পনেরোই জুনের বিকেলে তুমি কী দেখেছিলে?'

প্রিয়া চোখ মুছ বলল, 'ওইদিন মুভি ক্যামেরাটা নিয়ে আমি গোরাবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। কিছু ছবি সিডিতে তুলে নেব বলে। রিকশায় যেতে যেতে দেখি, চিন্টুর গাড়িটা ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ক্লাব বন্ধ। চিন্টু কিসের জন্য এসেছে, সেটা দেখতেই আমি ক্লাবে ঢুকেছিলাম। সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখি ঘর অন্ধকার, কেউ নেই। তখনই কনফারেন্স রুম থেকে একটা মেয়ের গলা শুনতে পাই। সেক্রেটারির ঘরে একটা জানলা আছে, যেখান থেকে কনফারেন্স রুমটা দেখা যায়। সেই জানলাটা আলতো ফাঁক করে দেখি, কঙ্কণাকে চিন্টু রেপ করছে। সদাশিববাবুর নাম করে অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে। এমনিতেই চিন্টুর এই স্বভাবটা আমি জানতাম। আমি নিজেও তার ভিক্টিম। রাগের থেকে বেশি ঘৃণা হল দৃশ্যটা দেখে। কী মনে হল, হাতে প্রমাণ রাখার জন্য আমি মুভি ক্যামেরাটা চালু করে দিলাম।'

হুমায়ুন জিজ্ঞেস করল, 'সেই ছবি আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ। তারিখ আর সময়ও তাতে আছে। কনফারেন্স রুমের জানলাগুলো খোলা ছিল বলে ফ্ল্যাশ মারার দরকার হয়নি। একটু পরে দেখলাম, কঙ্কণা নেতিয়ে পড়েছে। রক্তে সোফা ভেসে যাচ্ছে। চিন্টু বুঝতে পারছে না, কঙ্কণাকে নিয়ে ও কী করবে? ভয়ে আমার পা কাঁপতে লাগল। আমাকে দেখতে পেলে ও বোধহয় মেরে ফেলবে। আমি

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি ক্লাব থেকে পালিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে শুনলাম, কঙ্কণাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চিন্টুবাবু যে স্ট্যালোনকে ফাঁসাচ্ছেন, আপনি জানতেন?'

'জানতাম। ফোনে চিন্টু আর কালা-র কথাবার্তা আমি আড়াল থেকে শুনে ফেলেছিলাম। ওরা তখন আলোচনা করছিল, টোপ দিয়ে স্ট্যালোনকে কীভাবে ব্রিজ অবধি নিয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন, আমি তখন স্ট্যালোনকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফোনে ওকে কন্টাক্ট করতে পারিনি। পরে ভয় হয়েছিল, চিন্টুকে যদি পুলিশ ধরে, তা হলে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। তাই চুপ করে যাই। আমার খুব খারাপ লেগেছিল, যেদিন স্ট্যালোনের সাজা হয়। কিন্তু, তারপর থেকেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আমি ওকে ভাইয়া বলে ডাকতাম। ফোঁটা দিতাম। অথচ জেনেশুনেও ওকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম। ওর সঙ্গে আমি একবার দমদম জেলে দেখা করতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু, ভাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি। তখনই বুঝেছিলাম, খুনের নেপথ্যে যে চিন্টু, সেটা ও জানে। ধরে নিয়েছে, আমিও চিন্টুর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু, যেদিন রুসাতির মুখে শুনলাম, কালকেতুবাবু কেসটা রিওপেন করছেন, সেদিনই ঠিক করে নিলাম, সিডি-টা ওঁর হাতে তুলে দেব। চিন্টুর বাড়ি থেকে সেদিনই আমি বেরিয়ে এসেছি। ঠিক করেই বেরিয়েছি, একজন রেপিস্টের সঙ্গে আর ঘর করব না।'

কথা শেষ করেই প্রিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সোফায় বসা প্রত্যেকের মুখের দিকে চোখ বোলাল কালকেতু। রুসাতির মুখ রাগে থমথম করছে। জগাদার মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। উনি তাকিয়ে আছেন হুমায়ুনের দিকে। হঠাৎ সদাশিববাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'জানোয়ার, আমার বাচ্চা মেয়েটাকে তুই খুন করেছিস? তোকে আমি ছাড়ব না।'

থানার ওসি শঙ্কর সান্যাল সঙ্গে সঙ্গে ওকে জাপটে ধরলেন, 'না, না সদাশিববাবু। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। সেজন্য আমরা আছি। লকআপে নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি দিলেই, চিন্টুবাবু সুড়সুড় করে

BanglaBook.org

সব বলে দেবেন। স্যার, একে কি এখনই অ্যারেস্ট করব? ওয়ারেন্ট কিন্তু ইস্যু করা আছে।'

হুমায়ুন বলল, 'হ্যাঁ, এখনই নিয়ে যান। দেখবেন, এ বার যেন পালাতে না পারে। আরও একটা বাড়তি ধারা জুড়ে দেবেন। কালকেতুকে হুমকি দেওয়া এবং মেরে ফেলার চেষ্টা।'

শুনে চমকে উঠল জয়ন্তনারায়ণ। দেখে মুচকি হাসল কালকেতু। ১২,৬৪৮

চব্বিশ

রাহুল স্যার কয়েকটা কাজ দিয়েছেন। জেলের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা স্যুভেনির বেরোবে। তার প্রস্তুতি চলছে। জেলের ইতিহাস নিয়ে বোধহয় একটা লেখা কেউ লিখবেন। তাঁর কাছে কয়েকটা তথ্য পাঠাতে হবে। গত বছর অবশ্য প্ল্যাটিনাম জুবিলি হয়ে গিয়েছে জেলের। তখন কারও খেয়াল হয়নি। রাহুল স্যার আসার পর টনক নড়েছে। পুরনো কাগজপত্তর দেখে উনি তথ্য বের করছেন। আর স্ট্যালোনকে তা দিচ্ছেন কম্পিউটারে তুলে রাখার জন্য। যেমন আজ কিছু রেকর্ড দিয়ে গেলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা এই জেলের জেলার বা সুপার ছিলেন, তাঁদের সবার নাম, মেয়াদকাল আর পরিচিতি।

ব্রেকফাস্ট করে এসে রাহুল স্যারের অফিসে ঢুকেছে স্ট্যালোন। কম্পিউটার খুলে একটা করে নাম লিখে যাচ্ছে। সব ইংরেজদের নাম। শুরুতে এটা অবশ্য জেল ছিল না। বিল্ডিংগুলো বানানো হয়েছিল, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি চালু হয়েছিল ইংরেজ আমলে। সেখানে এখনও অস্ত্র বানানো হয়। রেকর্ডের কাগজ দেখে স্ট্যালোন অবাক হল, এই জায়গাটাতেই বসেই নাকি অস্ত্র কারখানার চার্লস থ্যাচার নামে এক কর্মী বিশেষ এক ধরনের বুলেট বানিয়েছিলেন। তখন ইংরেজ সেনারাও এখানে বসবাস করতেন। স্ট্যালোনের হাসি পেল ভেবে, সেইসব ব্যারাকে এখন থাকে চোর, ডাকাত আর খুনেরা।

রাহুল স্যার নামের যে তালিকাটা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা বেশ বড়।

BanglaBook.org

প্রায় তিরিশ-বত্রিশ জনের নাম আছে তাতে। দশ-বারো জনের নাম কম্পিউটারে তুলে স্ট্যালোন আর মনোসংযোগ করতে পারল না। ক্যান্টিনে ব্রেকফাস্ট করার সময় অচিন্ত্য ওকে বলেছিল, আজকের খবরের কাগজে ওদের বক্সিং টুর্নামেন্ট নিয়ে কী একটা যেন খবর বেরিয়েছে। তাতে ওর নামও আছ। কাগজটা দেখতে পেলে ভাল হত। ও ভেবেছিল, রাহুল স্যারের অফিসে এলে কাগজটা দেখতে পাবে। কিন্তু, এসে দেখল, নেই। বোধহয় সকালে বাড়িতে বসেই খবর পড়ে নেন রাহুল স্যার। লাইব্রেরিতে গেলে কাগজটা এখনই দেখা যায়। কিন্তু, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সেখানে যাবে কিনা, দোমনা করতে করতেই স্ট্যালোন দেখল, রাহুল স্যার অফিসে ঢুকলেন। স্যারের হাতে আজকের কাগজ। সেটা এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'এই দ্যাখো স্ট্যালোন, তোমার নামে কাগজে কী বাজে বাজে কথা লিখেছে।' কথাটা বলেই উনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে খেলার পাতায় স্ট্যালোন দেখল, বড় বড় হেডিং বেরিয়েছে, 'ফিরে এলেন স্ট্যালোন।' হেডিংয়ের নীচে ওর ছবি। দেখে লেখাটা তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করল ও। ওদের বক্সিং টুর্নামেন্টের খবর ছাপা হয়েছে। সেইসঙ্গে রেল টিমের বিরুদ্ধে সেদিনকার লড়াইয়ের রেজাল্ট। আন্তঃরেল চ্যাম্পিয়ন গৌতম ব্যানার্জি ওর কাছে কীভাবে হেরে গিয়েছে, তার বিবরণও আছে। পড়তে পড়তে মনটা খারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। যাঁরা জানত না, ও জেলে বন্দি হয়ে আছে, এই খবরটা পড়লে তারাও জেনে যাবে। খবরটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে বহরমপুরের লোকেদের। ইস, কী ভাববে ওরা কে জানে?

কাগজটা চোখের সামনে স্ট্যালোন ধরে রইল।

ওর মনে পড়ল, জুনিয়র ন্যাশনালে ওর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খবরটা কাগজে বেরোনোর পর বাবা গোরাবাজার স্টলের সব কাগজ কিনে ফেলেছিল। পরে মায়ের মুখে স্ট্যালোন শুনেছে, চেনা-জানা প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে বাবা সেই কাগজ দিয়ে এসেছিল। বাবার এত আনন্দ হয়েছিল যে, বিকেলে সেভেন স্টারস ক্লাবে গিয়ে সবাইকে ছানাবড়া

BanglaBook.org

খাইয়ে এসেছিল। সেই ছানাবড়া কিনে এনেছিল খাগড়া বাজারে এক বিখ্যাত দোকান অন্নপূর্ণা সুইটস থেকে। পরদিন দুপুরে মেডেল নিয়ে স্ট্যালোন যখন বহরমপুরে স্টেশনে নামে, তখন দেখে বাবা ব্যান্ডপার্টি দাঁড় করিয়ে রেখেছে প্ল্যাটফর্মে। মা আর বাবা ওকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু, ও তা পূরণ করতে পারল না। ওঁরা বেঁচে থাকলে, আজকের এই রিপোর্ট দেখে নিশ্চয়ই খুশি হতেন না। স্টল থেকে কাগজ কিনে বিলি করা তো দূর অস্ত!

রাহুল স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজে কতটা বাজে লিখেছে তোমার সম্পর্কে, স্ট্যালোন?'

স্ট্যালোন বলল, 'না স্যার, ভালই লিখেছে।'

'রেলের কোচ কামার আলি সেদিন তোমার সম্পর্কে কী বলে গেলেন, জানো? আমাকে বললেন, এমন একটা ট্যালেন্টকে জেলে আটকে রাখবেন না স্যার। আইন যেমন আছে, তেমন আইনের ফাঁকও আছে। দেখুন না, কোনও ফাঁক দিয়ে একে বের করে দেওয়া যায় কিনা? আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে রেলে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

'কিন্তু, বুচান স্যার আমার উপর খুব রেগে আছেন স্যার। গত দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে উনি কথাই বলছেন না। এসে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন, শুধু জীবন আর আসিফকে।'

'ও নিয়ে তুমি ভেবো না স্ট্যালোন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তার পর যখন তোমাদের টুর্নামেন্ট শুরু হবে, তখন দেখবে বুচান স্যার ঠিক তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। সব সময় ভাববে, প্রয়োজনটা তোমার একতরফা নয়। তোমার যেমন ওঁকে দরকার, তেমন ওঁরও দরকার তোমাকে।'

'কালকেতু স্যার কি বহরমপুর থেকে ফিরেছেন?'

'জানি না। আজ সকালে তো ওর ফিরে আসার কথা। কেন, তোমার কোনও দরকার আছে?'

'কম্পিটিশনের জন্য আমাদের তিনটে হেডগার্ড দরকার স্যার। সেদিন ওঁকে আমি বলেছিলাম।'

'এই দেখ, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। ময়দান মার্কেট থেকে

BanglaBook.org

চারটে হেডগার্ড ও লোক মারফত পাঠিয়েছে। এই ঘরেই কোথাও রয়েছে। খুঁজে দেখো তো, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার জন্য কিছু ড্রাই ফুডও পাঠিয়ে দিয়েছে। নিয়ে যেও।'

খুব বেশি খুঁজতে হল না স্ট্যালোনকে। ক্লোজ সার্কিট টিভি-র একটা খোপে বাক্সটা পড়ে আছে। তার পাশেই পলিথিনের প্যাকেটে ড্রাই ফুড...কাজু বাদাম, কিসমিস, বিস্কুট, কেক। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে স্ট্যালোন বাক্স আর প্যাকেটটা নিয়ে এসে কম্পিউটার টেবিলের পাশে রাখল। যাতে চোখের সামনে থাকে। আর নিয়ে যেতে না ভুলে যায়। জীবন আর আসিফকে হেডগার্ড দিলে, ওরা খুব খুশি হবে। ও ফের চেয়ারে গিয়ে বসতেই রাহুল স্যার বললেন, 'স্ট্যালোন, হাতের কাজগুলো তুমি সেরে ফেলো। আমি কেস ফাইলে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। এর মধ্যে আইজি স্যার যদি ফোন করে আমায় খোঁজেন, তা হলে আমাকে ডেকে দিও।'

'ঠিক আছে স্যার।'

রাহুল স্যার বেরিয়ে যাওয়ার পর স্ট্যালোন ফের কম্পিউটারে মন দিল। জেলার সাহেবদের নামগুলো দেখে দেখে লিখতে লাগল। জীবনে কখনও ভাবেনি, এমন একটা জায়গায় আসতে হবে। ছোটবেলায় বহরমপুর জেলের পাশ দিয়ে যখন ওরা মোহন সিনেমার দিকে যেত, তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, যারা ভিতরে আছে, তাদের জীবনটা কেমনভাবে কাটে। ওর ছোটবেলায়...একবার বহরমপুরে জেল থেকে একজন খুনের আসামী পালিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনাটা নিয়ে সারা বহরমপুরে তোলপাড় হয়েছিল। কে যেন রটিয়ে দিয়েছিল আসামী গোরাবাজারের এক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ সেই রাতে গোরাবাজারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করেছিল, কারও বাড়িতে সেই আসামী লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখার জন্য। পরে স্ট্যালোন শুনেছে, সাররাত নাকি সেই আসামী কোন এক পুকুরে ডুব দিয়ে বসেছিল। সকালবেলায় ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ তাকে মারতে মারতে ফের জেলে নিয়ে গিয়েছিল।

জেলের জীবনটা সত্যিই খুব কষ্টের। কিন্তু, স্ট্যালোনের অসম্ভব

BanglaBook.org

মনের জোর। তাই ও ভেঙে পড়েনি। পাতিয়ালায় চিফ কোচ হরবিন্দর সিংহ বলতেন, 'বেটা, হর টাইম পজিটিভ শোচনা। জীবনে অনেক দুঃখের দিন আসবে, হারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। কিন্তু, কখনও ভেঙে পড়ো না।' পজিটিভ শোচনা...কথাটা ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। তাই জেলে ঢোকার পরও নিয়মিত শরীরচর্চাটা করে গিয়েছে। বুচান স্যার যখন খুনের আসামী বলে ওকে ব্যঙ্গ করেন, তখন একেক সময় মনে হয়, চিৎকার করে বলে, 'না, স্যার আমি কাউকে খুন করিনি।' কিন্তু তখনই প্রিয়াদির মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইচ্ছে করলে প্রিয়াদি ওকে বাঁচাতে পারত। পুলিশকে বলতে পারত, চিন্টুদার কথা। ব্রিজের উপর বাইক থেকে নামার সময় কালা-র কথাগুলো এখনও স্ট্যালোনের কানে বাজে, 'যা, সারাজীবন জেলের ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা চিন্টুদা তোকে করে দিল রে। প্রিয়া বউদিও সব জানে। চিন্টুদার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।'

প্রিয়াদি সব জানে...কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি স্ট্যালোন। কোর্টে শুনানি চলার সময় রুসাতিরা যখন ওকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল সত্যি কথাটা বলার জন্য, তখন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বিমলবাবু একদিন কোর্টে ওকে ভয় দেখিয়েছিলেন, 'চিন্টুর কথা তুললে ওরা কিন্তু তোর বাবা-মায়ের লাশ ফেলে দেবে। এখন ভেবে দ্যাখ, তুই কী করবি।' শুনে মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল স্ট্যালোন। ও নিজের যা সর্বনাশ হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে, বাবা-মায়ের যাতে কিছু না হয়, সেই কথা ভেবেই ও চুপ করেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে কেউ অফিস ঘরে উঠে আসছে। দরজার দিকে তাকাতেই স্ট্যালোন চমকে উঠল। দু'তিনজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মোগোল ঘরে ঢুকছে। তাদের মধ্যে একজন রামুয়া। চোয়াল ভাঙার পর প্রায় তিনমাস বাদে মোগোল এই জেলে ফিরল। কই, ওর মুখে তো কোনও সেলাইয়ের দাগ নেই? তা হলে কি আদৌও ওর চোয়াল ভাঙেনি? হাসপাতাল থেকেই বা কবে ও ছাড়া পেল? মুকুন্দবাবু সেদিন বলেছিলেন, মোগোলকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলে। ও নিজেই নাকি চলে যেতে চেয়েছে। তা হলে দমদমে ফিরে এল কেন? শুধু বদলা নেওয়ার জন্য নাকি?

BanglaBook.org

অজানা আশঙ্কায় স্ট্যালোনের বুকটা দুরদুর করতে লাগল। না ভয় ও পায়নি। কিন্তু, আর কয়েকটা দিন পর পর প্রথম বাউট। এই সময়টায় ফের মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে ওরই ক্ষতি হবে। যদি চোট পায়, তা হলে বুচান স্যার টুর্নামেন্টে ওকে নামতেই দেবেন না। মোগোল ডেঞ্জারাস টাইপের লোক। পারে না, হেন কাজ নেই। মুখ ফিরিয়ে স্ট্যালোন কম্পিউটারের দিকে তাকাল। ও ঠিক করে নিল, মোগোলদের কোনও রকম প্ররোচনায় ও কান দেবে না। ঠিক তখনই অফিস ঘরে ঢুকে মুকুন্দবাবু বললেন, 'তুই একটু অপেক্ষা কর মোগোল। স্যার তোর কাগজপত্তর রেডি করেই রেখেছেন। তোর ট্রান্সফার লেটারে সই করে দেবেন।'

পরক্ষণেই মুকুন্দবাবুর চোখ পড়ল ওর দিকে। বললেন, 'তুমি এখানে কী করছ স্ট্যালোন? যাও, তুমি ওয়ার্ডে চলে যাও।'

মোগোলের সঙ্গী রামুয়া ফুট কাটল, 'ওস্তাদ এসে গেছে বলে হিরোকে আপনি সরিয়ে দিচ্ছেন নাকি স্যার?'

মুকুন্দবাবু ধমক দিলেন, 'অ্যাই চোপ।'

কম্পিউটারের দিকে চোখ থাকলেও স্ট্যালোন অনুভব করল, মোগোল জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুকুন্দবাবুর কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মোগোলের সঙ্গীরা টিপ্পনী কাটবে। সেই কারণে ও বলল, 'রাহুল স্যার আমাকে ডিউটি দিয়ে গেছেন। ঘর ছেড়ে বেরোতে মানা করেছেন।'

একটিপ নস্যি নিয়ে মুকুন্দবাবু গ্যাঁট হয়ে বসলেন চেয়ারে। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। রোজ অ্যান্টি সোশ্যালদের ঘাঁটছেন। বুদ্ধিমান লোক। বুঝতে পেরেছেন, যে কোনও ছুঁতোয় মোগোলের লোকজন ওর উপর চড়াও হবে। সেই কারণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন না। রামুয়া গন ধরেছে, 'তেরি প্যায়ারি প্যায়ারি সুরত কো, কিসি কা নজর না লাগে।' খিকখিখ করে অন্য ছেলেটা হাসছে। স্ট্যালোন শুনেছে, রামুয়া নাকি ব্লেড চালাতে ওস্তাদ। বাসে ট্রামে ব্লেড চালিয়ে লোকের পকেটমারি করত। সামনে একজন ওয়ার্ডার বসে আছেন। অথচ কোনও হেলদোল নেই রামুয়ার। মোগোলকে দেখে ওর

BanglaBook.org

সাহস বেড়ে গিয়েছে। জেলটা এখন আর সরকারী অফিসারদের হাতে নেই। অ্যান্টি সোশালরাই চালাচ্ছে। মুকুন্দবাবুদের ওরা এখন মানে না।

ড্রাই ফুডের প্যাকেটটা রামুয়রা চোখে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট তুলে নিয় মোগোলকে ও বলল, 'ওস্তাদ দেখ, এই খাবারগুলো হিরোর চিকনা দিয়ে গ্যাছে? খাবে নাকি?'

জেলের ভাষায় চিকনা মানে সুন্দরী মেয়ে। ও রুসাতির কথা বলছে। শুনে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল স্ট্যালোনের। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু, অনেক কষ্টে নিজেকে ও সামলাল। মোগোল হি হি করে হাসছে। মুকুন্দবাবুর দিকে আড়চোখ একবার তাকিয়ে নিয়ে ও বলল, 'বিস্কুট খেয়ে কী হবে রামুয়া। খেলে ওর চিকনাটাকে চুষে চুষে খাব।'

স্ট্যালোন কড়া চোখে তাকাতেই মোগোল ফের বলল, 'এই রামুয়া, তোদের হিরো খুব রেগে গ্যাছে। যা ওকে এট্টু আদর করে আয়।'

শোনামাত্রই কয়েক পা এগিয়ে এল রামুয়া। সেকেন্ডের মধ্যে জিভের তলা থেকে ব্লেডের একটা টুকরো বের করে তুলে দুই আঙুলের মাঝে সেঁটে ফেলল। তার পরই স্ট্যালোনের গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'রাগ করিস না ভাই।' কথাটা বলেই দ্রুত পায়ে রামুয়া ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলে তাকিয়েছেন মুকুন্দবাবু। চমকে উঠে বললেন, 'এ কী! তোমার গাল দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কেন স্ট্যালোন?' তখনই স্ট্যালোন টের পেল, ডান গাল থেকে রক্তের ধারা থুঁতনি অবধি নেমে এসেছে!'

BanglaBook.org

পঁচিশ

হাইকোর্টে মামলা ফাইল করা হয়ে গিয়েছে দু'দিন আগে। সেই ব্যাপারেই কথা বলার জন্য গল্ফগ্রিনের ক্যাফে কফি ডে-তে জয়ন্তনারায়ণকে নিয়ে বসেছে কালকেতু। চিকেন টিক্কা স্যান্ডউইচের অর্ডার দিয়ে। বহরমপুর থেকে ফেরার পর ওরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত,

স্ট্যালোন এ বার সুবিচার পাবে। আর সেটা যত দ্রুত পায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু হাইকোর্টে এক একটা মামলা উঠতেই প্রচুর দিন লেগে যায়। হাজার হাজার মামলা পড়ে থাকে। কারও কোনও হুঁশ নেই।

খানিকটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য কালকেতু প্রশ্ন করল, 'আপীল মামলাটা কবে নাগাদ উঠতে পারে জয়ন্ত? টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর কিন্তু কয়েকটা দিন বাকি।'

জয়ন্তনারায়ণ বলল, 'আজ কোর্টে গিয়ে মামলার লিস্টটা দেখতে হবে। কাল হতে পারে, না হলে পরশু। একদিন আগে এই লিস্টটা বেরোয়। কিন্তু, টুর্নামেন্টের সঙ্গে এটা গুলিয়ে ফেলো না কালকেতু। পুরোটাই কোর্টের মর্জি।'

'জজ কে থাকবেন, সেটা কি আগে থাকতে জানা যায়?'

'হ্যাঁ, লিস্টে বলা থাকে কার কোর্টে উঠবে। স্ট্যালোনের কেসটা উঠবে ডিভিসন বেঞ্চে। সাত বছরের কম সাজা হয়েছে, এমন বন্দিদের ক্ষেত্রে কেসটা দেখেন সিঙ্গল বেঞ্চ। অর্থাৎ এজন জজসাহেব। সাত বছরের বেশি সাজা হলে ডিভিশন বেঞ্চ। অর্থাৎ দু'জন। এটাই হাইকোর্টের নিয়ম।'

স্ট্যালোনের কেসটা হাতে নেওয়ার আগে জয়ন্তনারায়ণ একবার বলেছিল, আপীল মামলা ষাট দিনের মধ্যে করতে হয়। না হলে কোর্ট ধরে নেয়, আসামী তার সাজা মেনে নিয়েছে। স্ট্যালোনের ক্ষেত্রে দুটো বছর কেটে গিয়েছে। হাইকোর্ট মামলাটা নাও অ্যাডমিট করতে পারে। এই আশঙ্কাটা কালকেতুর মন থেকে যাচ্ছে না। ও বলল, তোমার কি মনে হয় জয়ন্ত, মামলাটা আদৌও উঠবে?'

জয়ন্তনারায়ণ হেসে বলল, 'তুমি এত টেনশন করছ কেন কালকেতু? আমার উপর ছেড়ে দাও না। ডিলে কনডোন বলে একটা কথা আছে। দেরির জন্য ক্ষমাভিক্ষা। জজসাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তখন আমরা বোঝাই, দেরি হয়ে যাওয়ার কারণটা কী? অনেক বন্দি আছে, যাদের একার রোজগারে সংসার চলে। আপীল মামলা করার সামর্থ্য পরিবারের অন্য কারও নেই। জজসাহেবকে আমরা বলি, টাকা পয়সা জোগাড় করতে এত দেরি হয়ে গিয়েছে মি লর্ড। আর এক্ষেত্রে,

BanglaBook.org

স্ট্যালোন তো রোজগারই করত না। কলেজে পড়ত। ও জেলে ঢোকার পর অ্যাক্সিডেন্টে ওর বাবা আর মা মারা গিয়েছেন। এ সব শুনলে জজসাহেবরা নিশ্চয়ই ওর প্রতি সিমপ্যাথি দেখাবেন। আফটার অল, ওঁরাও তো মানুষ।'

'আচ্ছা, হাইকোর্টে তুমি যদি বলো, আসল খুনী ধরা পড়েছে, তা হলে কি বাড়তি সুবিধে পাবে?'

'না। ওটা একেবারে আলাদা কেস। ওটা চলবে বহরমপুরের কোর্টে। চিন্টুদার সাজা হয়ে গেলে, তখন স্ট্যালোনের বেরিয়ে আসতে সুবিধে হবে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না, লোয়ার কোর্টে চিন্টুদার মামলা কতদিন চলবে। সেদিকে তাকিয়ে না থেকে আমাদের উচিত, আগে স্ট্যালোনকে নির্দোষ প্রমাণ করা। বলা যে, পুলিশের তদন্তে নানা খুঁত ছিল। কোর্টও নানা দিক খুঁটিয়ে না দেখেই রায় দিয়েছে। তোমার সঙ্গে সেদিন তো আমি আলোচনা করলাম, কোন্ কোন্ পয়েন্টের উপর আমাদের জোর দিতে হবে। যদি দেখি, মূল মামলাটা অনেকদিন গড়াবে, তা হলে আগে স্ট্যালোনকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করব। বলব, একটা নির্দোষ ছেলে দুটো বছর জেলে কাটিয়ে ফেলেছে। ওকে আপাতত জামিন দেওয়া হোক। সেটা দিন পনেরোর মধ্যে হলেও হয়ে যেতে পারে।'

কথা বলার ফাঁকেই স্যান্ডউইচের প্লেট এসে গিয়েছে। সকালবেলায় কিছু খাওয়া হয়নি কালকেতুর। কোহিতুর আম নিয়ে ফুল্লরা দিতে গিয়েছে অরিন্দমদার বাংলোতে। সকালে খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়েই কালকেতু বেরিয়ে এসেছে। জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে কথা বলে একবার ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে যাবে। কাল রাতে রাহুল ফোন করেছিল। অদ্ভুত একটা খবর দিল। কাল দুপুরে মোগোলের এক চ্যালা নাকি স্ট্যালোনের গালে ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে। কীভাবে সেটা করার সুযোগ পেল, তা কালকেতুর মাথায় ঢুকছে না। ক্ষত কত গভীর, সেটাও ঠিক করে রাহুল বলতে পারল না। যদি গালে সেলাই-টেলাই হয়, তা হলে ছেলেটা টুর্নামেন্টে নামতে পারবে না। যার কথা ভেবে কালকেতু এই টুর্নামেন্টের উদ্যোগ নিল, সে-ই যদি নামতে না পারে, তা হলে আর কী লাভ হল?

BanglaBook.org

রাহুল আরও যে খবরটা দিয়েছে, সেটাও মারাত্মক। মোগোলের যে সাঙ্গাৎ স্ট্যালোনের উপর হামলা করে, তাকে নাকি প্রচণ্ড মারধর করেছে জেলের অন্য বন্দিরা। শুধু তাই নয়, তাকে উলঙ্গ করে পুরো জেল চত্বরে ঘুরিয়েছে। আর্মড গার্ডরা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু আটকাতে পারেনি। মোগোল আর ওর চ্যালাকে সেল ব্লকে নিয়ে না গেলে ওরা হয়তো মার খেয়ে মরেই যেত। রাহুল বলছিল, 'স্ট্যালোনের পিছনে যে এত সাপোর্ট আছে, ভাবতে পারিনি কালকেতু। ওর সম্পর্কে কাগজে তোর লেখাটা এত কাজ দিয়েছে, কী বলব? বন্দিরা অনেকেই এসে আমাকে বলেছে, স্যার স্ট্যালোন ছেলেটা চুপচাপ থাকে, মনে হত ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। কিন্তু ও যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন, সেটা আমরা কেউ জানতাম না।'

বন্দিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে, তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া নিয়ম। বহরমপুরে রাহুল খবর দিয়েছে কিনা, তা জানতে চাওয়ায় কাল রাহুল বলল, 'রুসাতিকে খবরটা দিয়েছি। শোনার পর তো কাঁদতে শুরু করল। অনেক কষ্টে ওকে থামালাম। বোধহয় আজ সকালেই চলে আসবে।'

স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে কালকেতু রাহুলের কথাই ভাবছিল। খেয়ালই করেনি, জয়ন্তনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর দিকে তাকাতেই বলল, 'আমি যাই। ঠিক সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমাকে কোর্টে পৌঁছতে হবে। আমার অন্য একটা কেস আছে।'

'স্যান্ডউইচটা খেয়ে গেলে না?'

'প্যাক করে নিচ্ছি। দুপুরে বার লাইব্রেরিতে বসে খেয়ে নেব। মামলার ডেট কবে পড়ল, রাতে ফোন করে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

জয়ন্তনারায়ণ উঠে যাওয়ার পর স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে কালকেতু ঠিক করে নিল, জেলে দেখা হলে স্ট্যালোনকে আজ বলে দেবে, সত্য কখনও চাপা থাকে না। ও জেনে ফেলেছে, আসল খুনী কে? নুরুল সেই রাতেই খবরটা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, মানা করেছিল কালকেতু। বলে এসেছে, পুলিশ চার্জশিট দেওয়ার আগে যেন খবরটা না পাঠায়। প্রিয়ার সেফটির জন্যই কথাটা বলেছিল। কেননা, সেদিন

BanglaBook.org

চিন্টুদাকে যখন বহরমপুর থানার ওসি ধাক্কা মেরে ভ্যানে তুলছিলেন, তখন অঝোরে কাঁদছিল প্রিয়া। রুসাতি ওকে তখন সান্ত্বনা দিচ্ছিল। ভ্যানে ওঠার সময় চিন্টুদা চিৎকার করে বলেছিল, 'প্রিয়া, তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করলে? তোমাকে কিন্তু আমি ছাড়ব না।' ওসি তখন চিন্টুদার গালে এক থাপ্পড় মেরে বলেন, 'আগে জেল থেকে বেরো, তার পর বউয়ের সর্বনাশ করিস। তোর এগেনস্টে এমন সব চার্জ দেবো, সারা জীবনেও তুই ছাড়া পাবি না।' দেখে হাসি পেয়েছিল কালকেতুর। বিনা দোষে একটা ছেলেকে এতদিন জেল খাটিয়ে...ওসি লম্ফঝম্ফ করছেন দেখে।

স্যান্ডউইচ শেষ করে কোল্ড কফির অর্ডার দিল কালকেতু। সেইসময় হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, কাচের দরজা ঠেলে ঢুকছেন সুধাংশু সেনগুপ্ত। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের জেলার। ওঁর সঙ্গে রয়েছে চোদ্দো পনেরো বছর বয়সি একটা মেয়ে। কয়েকদিন আগে রাইটার্সে অরিন্দমদার ঘরে আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। উনি নাকি নিজেও একসময় বক্সিং করতেন। সুধাংশুবাবুকে দেখে কালকেতু উৎসাহবোধ করল। ওঁর কাছ থেকে জানা যেতে পারে, মেদিনীপুরে কী রকম ট্রেনিং চলছে। ডাকার আগেই ভদ্রলোক ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে কালকেতুবাবু আপনি? কাছাকাছি থাকেন নাকি?'

কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'গল্ফ গার্ডেন্সে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। আমার ফ্যামিলি থাকে এখানে। অফিসের কাজে কলকাতায় এসেছি। মেয়ে জোর করে এখানে আমায় টেনে আনল।' বলেই জয়ন্তনারায়ণের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসে পড়লেন সুধাংশুবাবু। মেয়েকে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও মা। আমি ততক্ষণে এই আঙ্কলটার সঙ্গে কথা বলে নিই।'

মেয়ে কাউন্টারের দিকে চলে যাওয়ার পর কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ওখানে কী রকম প্রিপারেশন চলছে বক্সিং টুর্নামেন্টের?'

'দারুণ উৎসাহ। তিনটে ছেলে সিলেক্টেড হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছেলে তো খুবই ভাল। ছেলেটা নাকি আগে বক্সিং করত। নাম কালাম চাঁদ। আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার একটা অভিযোগ আছে। সেদিন

BanglaBook.org

টুর্নামেন্ট নিয়ে আপনার কাগজে বড় একটা রিপোর্ট লিখলেন। অথচ, মেদিনীপুরের কারও কথা উল্লেখ করলেন না। আমি আপনাকে বলছি, আমার জেলের এই কালাম চাঁদ ছেলেটাই চ্যাম্পিয়ন হবে। এ কাউন্টার পাঞ্চার টাইপের বক্সার। ওর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।'

'কী নাম বললেন, কালাম চাঁদ? বাঙালি?'

'ঠিক বলতে পারব না। মেদিনীপুরের দিককার ছেলে বলে মনে হয়। ওদিকে তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব পদবি। খড়গপুরে ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছিল। রামবাবুর গ্রুপের ছেলে। তিন বছরের জেল হয়েছে। যাইহোক, এই ছেলেটার নাম যদি পরের রিপোর্টে আপনি উল্লেখ করেন, তা হলে খুশি হবো।'

'নিশ্চয়ই লিখব। আসলে জলপাইগুড়ি, দিনহাটা আর মেদিনীপুরে কী হচ্ছে, সেই খবরগুলো আমরা পাচ্ছি না। ভালই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মেদিনীপুরে আমাদের একজন রিপোর্টার আছে, দেবাশিস। ওকে বলে দিচ্ছি, আপনাদের কোচ হিমাংশুর সঙ্গে কথা বলে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে। বাই দ্য বাই, হিমাংশু কেমন ট্রেনিং দিচ্ছে ছেলেদের?'

ভালই করেছেন, ওঁর কথা তুলে। কাজের থেকে উনি কথা বলেন বেশি। কী বলব, সব সময় নিন্দে করে যাচ্ছেন বুচান স্যারের। আরে, বুচান স্যারকে আমি চিনি। বাংলার বক্সিংয়ে ওর অবদান কতটা, জানি। মায়ের কাছে মাসির গল্প, কেন? কালকেতুবাবু, পরের বারের টুর্নামেন্টে আমি কোচ হিসেবে বুচান স্যারকে চাই। আপনাকে আগে থাকতে বলে রাখলাম। কেননা, টুর্নামেন্ট হয়ে যাওয়ার পর বক্সিংটা আমি তুলে দেব না। সারা বছর ছেলেদের এনগেজ করে রাখব।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কালকেতু এ বার উঠে দাঁড়াল। তার পর বলল, 'এবার আমায় উঠতে হবে। আপনি ক'দিন কলকাতায় আছেন?'

'দিনদুয়েক তো বটেই। অসিতবাবুও আমার সঙ্গে মেদিনীপুর যাবেন বক্সিং রিং ইনস্টল করার জন্য। ডেভিড বার্তোনিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ডকুমেন্টারির জন্য কিছু শুট আগে করে রাখতে চান। প্লিজ

BanglaBook.org

কালকেতুবাবু, দেবাশিসকে আপনি বলে দেবেন, আমাদের ওখান থেকে রেজাল্টগুলো রোজ যেন পাঠায়।'

টুর্নামেন্টের অর্ধেকটা অংশ হবে মেদিনীপুরে, আটজনকে নিয়ে। বাকি আটজন খেলবে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। মেদিনীপুরে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, তাকে এসে ফাইনাল খেলতে হবে দমদমে। তারিখটা হল পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে। সুধাংশুবাবুকে কালকেতু আশ্বস্ত করল, 'নিশ্চয়ই আপনাদের রেজাল্ট বেরোবে। আপনিও দেখবেন যে— মিঃ বার্তোনির যেন কোনও অসুবিধে না হয়। অনেক টাকার স্পনসর জোগাড় করে দিয়েছেন উনি।'

সুধাংশুবাবু বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না। আমাকে একটা সাজেশন দিন তো। কয়েকটা হেডগার্ড কিনতে হবে। কলকাতায় এখন কোথায় পাওয়া যাবে, বলুন তো?'

ময়দান মার্কেটে একটা দোকানের কথা বলে কালকেতু কফিশপ থেকে বেরিয়ে এল। উল্টোদিকে গাড়িটা পার্ক করা আছে। ফুটপাত থেকে নামতেই ওর মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সেট বের করে ও দেখল, অচেনা নাম্বার। সুইচ অন করতেই ও প্রান্ত থেকে একটা বয়স্ক গলা ভেসে এল, 'আমি কি কালকেতু নন্দীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কে বলছেন?'

'নমস্কার, আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে আমার ছেলেকে আপনি চেনেন? স্ট্যালোন।'

কালকেতু চমকে উঠে বলল, 'আপনি...আপনি স্ট্যালোনের বাবা বলছেন!! সুরঞ্জন মিত্র?'

'ইয়েস। চমকে উঠলেন কেন ভাই? না, আমি মরিনি। আমার স্ত্রী অর্থাৎ কিনা স্ট্যালোনের মাও বেঁচে আছেন। তিনি এখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। পরমেশ্বর আমাদের যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

'আপনারা এখন কোথায় মিঃ মিত্র?'

'হরিদ্বারে গুরুদেবের আশ্রমে। মাস তিনেক ধরে এখানেই আছি।

BanglaBook.org

মনে খুব কষ্ট নিয়ে বহরমপুর ছেড়েছিলাম। বছর দেড়েক মালদহে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম। যে নৌকাডুবিতে আমরা মারা গিয়েছি বলে রটেছিল, তাতে আমরা ছিলাম না। আমরা ঘাটে পৌঁছানোর অনেক আগেই সেই নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল। যাক সে কথা, হরিদ্বারে এক বাঙালির হাতে কয়েকদিন আগে কলকাতার একটা খবরের কাগজ দেখলাম। তাতে আপনি স্ট্যালোনের ছবি দিয়ে একটা রিপোর্ট লিখেছেন। সেই খবরটা দেখেই ফোন করছি। আপনার ফোন নাম্বারটা আমি পেলাম, আপনার অফিসে কথা বলে।'

'স্ট্যালোন কি আপনাদের খবরটা জানে?'

'না, জানে না। আমরাও চাই না, এখন জানুক। কিন্তু, আপনাদের কাগজে স্ট্যালোনের খবরটা পড়ে ছেলের জন্য মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রীর। দমদমের কাছে আমার গুরুদেবের একটা আশ্রম আছে। দু'এক দিনের মধ্যেই আমরা দমদমে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠব। সেই কারণে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ছেলেকে যাতে আমরা দূর থেকে একবার দেখতে পারি, সেই ব্যবস্থাটা কি আপনি করে দিতে পারবেন? প্লিজ, আমরা না বলা পর্যন্ত ছেলেকে কিন্তু আপনি কিছু জানাবেন না।'

কী উত্তর দেবে, কালকেতু ভেবেই পেল না।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

সাধনদা এসে বলল, 'এই স্ট্যালোন, তুই একবার নীচে যা। মুকুন্দবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় শুঢঢাটা তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। জেলারের অফিসে বসে থাকতে দেখলাম।'

ওয়ার্ডের ভিতর বসেই লাঞ্চ সারছিল স্ট্যালোন। শুঢঢা কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে বসল। বুচান স্যারকে সাধনদা শুঢঢা বলে ডাকে। বেলা দেড়টার সময় বুচান স্যার চলে এসেছেন! নিশ্চয়ই কোনও ইম্পরট্যান্ট ব্যাপার। না হলে মুকুন্দস্যার ডাকতে আসতেন না। জেলের

ভিতর নিয়মের এত কড়াকড়ি যে, ওয়ার্ডাররাও ওয়ার্ডে ঢুকতে পারেন না। চট করে হাত ধুয়ে, ভুলে মুখে কুলকুচি করতে গেল স্ট্যালোন। সেইসময় ওর ডান গালটা চিড়িক করে উঠল। ব্যথাটা সহ্য করে, গায়ে টি শার্টটা গলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ও নীচে নেমে এল। দেখল, মুকুন্দস্যারের সঙ্গে বিনোদ আর জীবনও দাঁড়িয়ে আছে।

রামুয়ার ওই কু-কীর্তির জন্য গতকাল বিকেলে ও প্র্যাকটিস করতে পারেনি। তার পর সারাটা দিন ধরে জেলে অশান্তি চলেছে। স্ট্যালোন অবশ্য সেসব নিজের চোখে দেখার সুযোগ পায়নি। ডাক্তারবাবু সারাদিন ওকে হাসপাতালে শুইয়ে রেখেছিল। রামুয়া যখন গালে ব্লেড চালায়, ভাগ্যিস সেইসময় রিফ্লেক্সে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। ডিপ কাট হয়নি, তাই সেলাইয়ের দরকারও পড়েনি। কিন্তু, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ক্ষত পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে তিন-চারদিন সময় তো লাগবেই। টিটেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ডাক্তারবাবু নিওসপোরিন মলম লাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, খোলা হাওয়ায় থাকলে ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

বুচান স্যারের সঙ্গে কাল দেখা হয়নি। আজ ঝাড় খাবে ধরে নিয়েই স্ট্যালোন নীচে নামল। মুকুন্দস্যার ওকে দেখে বললেন, 'স্ট্যালোন, তোমার জন্য একগাদা লোক বসে আছেন জেলার সাহেবের আপিসে। এক্ষুনি চলে যাও। একা যেও না। তোমার সঙ্গে বিনোদ আর জীবনও যাবে।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আপিস ঘরে কে কে আছেন স্যার, জানেন?'

'তোমার বাড়ির কেউ একজন এসেছেন। সাংবাদিক কালকেতুবাবু আর বুচানবাবুকে দেখলাম। দু'তিনজন ফরেনারও আছেন। তাঁদের সঙ্গে ক্যামেরা-ট্যামেরা কী সব রয়েছে। অত বলতে পারব না ভাই।' কথাগুলো বলেই নাকে একটিপ নস্যি নিলেন মুকুন্দবাবু। তার পর রুমাল দিয়ে নাক মুছে ফের বললেন, 'আমাকে এখন একবার উয়েভিং সেকসনে যেতে হবে। দুটো মেশিন খারাপ হয়েছে। লোক ডেকে এনে সারাতে হবে। কিন্তু লোক কোথায় পাব জানি না। আগে এ সব ঝামেলা পোহাত বিনয় সরকার। এখন সব আমার ঘাড়ে চেপেছে।'

BanglaBook.org

জেলের ভিতর গোটা বারো-চোদ্দো উয়েভিং মেশিন আছে। সেখানে বেডশিট আর গামছা তৈরি হয়। সে সব তৈরি করে কয়েদিরাই।

বাইরের বাজারেও বেডশিট আর গামছা পাঠানো হয় বিক্রির জন্য। কথাগুলো বলে মুকুন্দস্যার উয়েভিং সেকশনের দিকে চলে যাওয়ার পর বিনোদদের সঙ্গে স্ট্যালোন ফ্রন্ট গেটের দিকে হাঁটা দিল। একটা চিন্তাই ওর মাথায় ঘুরতে লাগল, বুচান স্যারকে কী কৈফিয়ত দেবে? ক্যাম্প শুরু হওয়ার দিন পইপই করে উনি বলে দিয়েছিলেন, কোনও ফালতু ঝামেলায় না জড়াতে। তবু, ও জড়িয়ে গেল। স্ট্যালোন ভাবতেও পারেনি, রাহুল স্যারের ঘরে ঢুকে রামুয়া ব্লেডটা চালানোর সাহস পাবে। তার মানে, আগে থেকে প্ল্যান করেই মোগোলের সঙ্গে রামুয়া ঘরে ঢুকেছিল।

রাহুল স্যারের ঘরে পা দেওয়ার আগে, সিঁড়ি থেকে রুসাতিকে দেখতে পেল স্ট্যালোন। দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। বুচান স্যার ওকে কী বলছেন, আর মনোযোগ দিয়ে ও তা শুনছে। রুসাতিকে দেখলে আজকাল খুব দুর্বল হয়ে যায় স্ট্যালোন। দেখা করতে এলেই ও বলে, পুরনো সম্পর্কটা ভুলে যেতে। কিন্তু, শুনে উড়িয়ে দেয় রুসাতি। ওকে নিয়ে হাস-ঠাট্টা করে। একবার বলেছিল, 'জেলের ভিতরই আমরা যদি বিয়েটা সেরে নিই, তা হলে কার পার্মিশন নিতে হবে গো? কাউকে কি টাকাপয়সা খাওয়াতে হবে?'

মজা করে আরেকবার ও বলেছিল, 'ভাবছি, আমিও একটা খুন করব। যাতে লালগোলার জেলে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারি।' রুসাতি নাকি কাগজে পড়েছে, লাগগোলায় একটা ওপেন এয়ার কারেকশনাল হোম হয়েছে। যেখানে বন্দিরা সপরিবারে থাকতে পারে। উপার্জনক্ষম বন্দিদের সকালবেলায় ছেড়ে দেওয়া হয়। সারাদিন রোজগার করে রাত আটটার মধ্যে তারা ওপেন জেলে ফিরে আসে। রুসাতি সেদিন বলেছিল, 'রোজ সকালবেলায় আমরা বহরমপুরে চলে আসব। রিমিতায় দোকানদারি করে বিকেলের দিকে ট্রেন ধরে লালগোলায় ফিরে যাব।' এ সব মস্করা ও করে বটে, কিন্তু স্ট্যালোন

BanglaBook.org

জানে, কথাবার্তা শেষ করে রুসাতি যখন গাড়ির দিকে হেঁটে যায়, তখন চোখের জল মুছতে মুছতে যায়।

রাহুল স্যারের ঘরে ঢুকতেই...আগে বুচান স্যারের চোখে পড়ে গেল স্ট্যালোন। কড়া গলায় বুচান স্যার বললেন, 'তোর কী এমন হয়েছে রে যে, মেয়েছেলের মতো শুয়েছিলি? কাল প্র্যাকটিসেও এলি না। এই সময়টায় একদিন শিডিউল পিছিয়ে যাওয়ার মানে বুঝিস, শুয়ার?'

স্ট্যালোন বলল, 'স্যার, ডাক্তারবাবু মানা করেছিলেন?'

'ডাক্তার কি তোর কোচ যে, ওর কথা তোকে শুনতে হবে?' বুচান স্যার পাশ ফিরে গলা চড়ালেন, 'কালকেতুবাবু, এইজন্যই এই গাধাদের কোচিংয়ের ভার আমি নিতে চাইনি। আপনি জোর করে আমাকে রাজি করালেন। এই গান্ডুটা কি জানে, ওদিকে হিমাংশু এমন একজনকে তৈরি করে ফেলেছে যে, ব্লেড নয়, রিংয়ে একে পেলে বঁটি দিয়ে কোপাবে।'

ঘরের ভিতর পিন ড্রপ সাইলেন্স। বুচান স্যারের রাগ দেখে বিনোদ আর জীবন ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। রাহুল স্যার বললেন, 'যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। আপনি আর রাগারাগি করবেন না মিঃ বাগচী। স্ট্যালোনের কিন্তু কোনও দোষ নেই।'

বুচান স্যার বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, কোথায় বসে কথা বলছেন। বলে উঠলেন, 'সাফাই না গেয়ে আপনি একটা ব্লেড এনে দিন তো জেলার সাহেব। বাস্টার্ডের আর একটা গাল আমি চিরে দিই। শালা, বক্সিংটা কি গালে রুজ-পাউডার মেখে রিংয়ে নামার খেলা? নাকি গ্ল্যামার হান্টের শো? এটা মার, পাল্টা মারের খেলা। নাক ফেটে যাবে, গাল কেটে যাবে, চোখ ফুলে যাবে, দাঁত উপড়ে যাবে। তবেই না বক্সিং! ইস, আমি ভাবলাম, বাকি চার-পাঁচটা দিন জীবনকে তোর পার্টনার করে স্প্যারিং করাব। যাতে টুর্নামেন্টের আগে তোরা দু'জনই কন্ডিশনে চলে আসিস। শুয়ার, তুই সব গুবলেট করে দিলি।'

রাহুল স্যার মুখ নিচু করে বসে আছেন। রুসাতি ওড়না দিয়ে চোখ মুছছে। স্ট্যালোন বুঝতে পারছে না, ও কী বলবে। এইসময় কালকেতু

BanglaBook.org

স্যার ওকে বললেন, 'তোমাদের জন্য হেডগার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পেয়েছ? আজ তোমাদের জন্য বক্সিং শু নিয়ে এসেছি।'

শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বুচান স্যার বললেন, 'ভস্মে ঘি ঢালছেন। এই ক্রিমিনালটার দ্বারা কিৎসু হবে না। শুনুন কালকেতুবাবু, আমি চললাম। অরিন্দমবাবুকে বলবেন, যা টাকাপয়সা নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দেবো। আমার কোচিং কেরিয়ার এখানেই...দ্য এন্ড।'

রুসাতির সামনে ক্রিমিনাল কথাটা শুনে স্ট্যালোনের চোখে জল এসে গেল। ঝাপসা চোখে হঠাৎ ও দেখতে পেল, নিঃশব্দে রাহুল স্যারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্যামাচরণ লাহা। ইঙ্গিত করে ওকে দেখাচ্ছেন, বুচান স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। স্ট্যালোনের তখন মনে হল, একটা রাইট হুক ওর মুখে এসে লেগেছে। চোখে ঝাপসা দেখছে। ওর ইন্দ্রিয় বলছে, এরপরই লেফট হুকটা আসবে। ডাক না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুচান স্যার যদি সত্যিই চলে যান, তা হলে ওদের বারোটা বেজে যাবে। শ্যামাচরণ লাহার ইঙ্গিতটা বোঝামাত্র ও মনস্থির করে ফেলল। সামনে এগিয়ে এসে ভাঙা গলায় বলল, 'আপনি চলে যাবেন না স্যার। আমাকে মাফ করে দিন। কথা দিচ্ছি, আপনি যা করতে বলবেন, আমি করব।'

কালকেতু স্যার বললেন, 'হ্যাঁ বুচানবাবু। ওকে মাফ করে দিন। বাচ্চা ছেলে, বুঝতে পারেনি। ডাক্তারের অ্যাডভাইস মানতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে।'

ঘরে প্রায় মিনিট খানেক শ্মশানের নীরবতা। কী যেন ভাবছেন বুচান স্যার। এইসময় বিদেশিদের একজন বলে উঠলেন, 'হোয়াত ইজ রং সেনিওর সিনহা? হোয়াই সেনিওর বুচান ইজ অ্যাংরি?'

রাহুল সার বিদেশি ভদ্রলোককে বললেন, 'দিস বয় ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইন দ্য ট্রেনিং ইয়েস্টারডে। মিঃ বুচান ডিড নট লাইক দ্যাট। দ্যাট ইজ হোয়াই, হি ইজ ভেরি মাচ অ্যানোয়েড। হি ওয়ান্টস টু কুইট।'

বিদেশি ভদ্রলোক বললেন, 'দ্যাত ইজ সিলি। সেনিওর বুচান কান্ত লিভ লাকি দিস। আই হ্যাভ তু শুত দেয়ার ট্রেনিং নাউ। প্লিজ, রিকোয়েস্ত হিম তু স্তে। আই পেইড মানি ফর ডকুমেন্তারি।'

BanglaBook.org

'ডোন্ট ওয়ারি মিঃ বার্তোনি। হি উইল নট লিভ।'

কালকেতু স্যার বললেন, 'বুচানবাবু, আপনি চলে গেলে আমাদের পুরো টুর্নামেন্টটাই চৌপাট হয়ে যাবে। এই ইতালিয়ান ভদ্রলোক আমাদের স্পনসরশিপ জোগাড় করে দিয়েছেন। প্রোফেশনাল লোক। আজ শুটিং করতে না পারলে ইনি কিন্তু আমাদের ছাড়বেন না। প্লিজ, আমার রিকোয়েস্ট আপনি এমন কিছু করবেন না, যাতে আইজি সাহেবের অসম্মান হয়।'

মৌন ভেঙে বুচান স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাদের সম্মান রাখার জন্যই আজ শুয়ারটাকে মাফ করে দিলাম। কাল আর আজকের ...দুটো সিডিউলই ওকে আজ একসঙ্গে করতে হবে। তাতে যদি রাত দশটাও বেজে যায়, পরোয়া নেই।'

বুচান স্যারের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোধহয় মিঃ বার্তোনি বুঝতে পেরেছেন। উনি বললেন, 'দ্যাত'স নাইস। ফার্স্ট অব অল, শো মি দ্য প্লেস, হোয়ার আই ক্যান শুত।'

বুচান স্যার বললেন, 'আই অ্যাম নট গোয়িং টু ইন্ডোর হল। ইফ ইউ উইশ, ইউ ক্যান ফলো মি।'

'বাত, বিফোর দ্যাত, ইউ হ্যাভ তু টেল মি ইয়োর ট্রেনিং প্ল্যান। টেল মি রাইত নাউ। বিকজ লাইট ইজ ফলিং আউতসাইড। আই শুড কমপ্লিত মাই আউতডোর শুতিং বিফোর ফোর থার্তি। আফতার দ্যাত, দেয়ার উইল বি নো সানলাইত।'

রাহুল স্যার বললেন, 'সাহেব ঠিকই বলছেন বুচানবাবু। বেলা সাড়ে চারটের পর সূর্যের আলো কিন্তু থাকবে না। তা ছাড়া আজ মেঘলা মেঘলাও আছে।'

বুচান স্যার রেগে উত্তর দিলেন, 'তা হলে ওদের কবরখানার কাছে গিয়ে ওয়েট করতে বলুন। ওই যে উত্তর দিকে ভেঙে পড়া বাংলোটার পিছনে...যেখানে সাহেবদের সিমেট্রিটা আছে, আজ ওখানেই প্র্যাকটিস করাব। শুয়ারদের বলব, দ্যাখ এই মাটির নীচে কতলোক শুয়ে আছে। কেউ তাদের চেনে না। ওরে, বরাহনন্দনের দল, তোরাও একদিন এই মাটির নীচে চলে যাবি। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে কিছু অন্তত করে

BanglaBook.org

দেখা।' কথাগুলো বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বুচান স্যার।

শুনে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল স্ট্যালোনের। সত্যিই তো, বুচানদা ঠিকই বলেছেন। ও ভুলে গেল রুসাতি কথা বলার জন্য বসে আছে। 'যাওয়ার আগে কিছু অন্তত করে দেখা' কথাটা ওকে চুম্বকের মতো টানতে থাকল। বুচান স্যারের সঙ্গে পা মেলানোর জন্য স্ট্যালোন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল। ১৭,২৫৭

সাতাশ

গত দু'দিন ধরে ওয়ার্ডের বাইরে বেরোলেই লোকজন স্ট্যালোনকে ঘিরে ধরছে। নানারকম অদ্ভুত আবদার তাদের। জেলে এমন একটা গ্রুপ আছে, যাঁরা শিক্ষিত ও বয়স্ক মানুষ। জেলের ভিতর একটা স্কুল গোছের আছে। সেখানে তাঁরা পড়ান। নিজেরাও লাইব্রেরিতেই সময় কাটান বেশি। একটা ছাতিম গাছের তলায় সকাল-বিকাল তাঁদের আড্ডা বসে। এতদিন তাঁরা কেউ পাত্তাই দিতেন না স্ট্যালোনকে। স্ট্যালোনও ভয়ে তাঁদের ধারে কাছে ভিড়ত না। গ্রুপে তারকবাবু বলে একজন আছেন। রায়গঞ্জ না কোথাকার এক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। গতবছর স্বাধীনতা দিবসে সেই তারকবাবুর বক্তৃতা শুনে স্ট্যালোন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাল ক্যান্টিন থেকে স্টালোন যখন ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছিল, তখন ওই বয়স্করাই দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নেক্সট অপোনেন্ট কে স্ট্যালোন?'

'সে কোন্ জেলের ভাই?'

'তোমার হাতে জোর তো দেখছি সিলভেস্টার স্ট্যালোনের মতো?'

'তোমাকে দেখে বোঝা যায় না, এত ফায়ার পাওয়ার আছে।'

'কাগজে দেখলাম, লিখেছে তোমার রাইট হুকটা দারুণ। কাকে রাইট হুক বলে, দেখাও তো?'

গত দু'দিনে চোখের সামনে বক্সিং দেখে জেলের অনেকেই বক্সিং

BanglaBook.org

টার্মগুলো শিখে গিয়েছেন। স্ট্যালোনও চেষ্টা করেছিল, যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে। হঠাৎ তারকবাবু বলে ভদ্রলোক ওকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন, যা শুনে স্ট্যালোন চমকে উঠেছিল। 'আচ্ছা ভাই, রিং মানে তো যতদূর জানি, গোলাকার বৃত্ত। তা হলে বক্সিং যেখানে হয়, তাকে রিং বলে কেন? বক্সিং রিং তো দেখছি চৌকো।' মানুষটার কৌতূহল স্ট্যালোন মেটাতে পারেনি। বলেছে, বুচান স্যার বা অসিত স্যারের কাছে জেনে, তবেই বলতে পারবে।

ব্রেকফাস্টের পর রাহুল সারের অফিসে ওর ডিউটি। ক্যান্টিন থেকে স্ট্যালোন তাই ফ্রন্ট গেটের দিকে এগোচ্ছিল। তিন-চারজন ওর পিছু পিছু আসতে লাগল। বিনোদ হাতজোড় করে তাদের বলল, 'গুরুদেব রে তোমরা ছাইড়া দাও। বিরক্ত কইরো না।'

হাঁটতে হাঁটতেই স্ট্যালোন একবার বাঁ দিকে তাকাল। ফুটবল মাঠের ঠিক মাঝে বক্সিং রিং। চার ফুট উঁচুতে। চারপাশটা সাদা তিনটে দড়ি দিয়ে ঘেরা। রিঙের একদিকে রেড, ঠিক তার উল্টোদিকে ব্লু কর্নার। রেড কর্নারের নীচে পাঁচটা ছোট চেয়ার আর টেবল বসানো। সেখানে জাজরা বসছেন। তাঁদের পিছনে জুরিরা। ডানদিকে অ্যানাউন্সার আর টাইম কিপারদের জায়গা। অসিত স্যার পোর্টেবল রিংটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন যে, সন্ধেবেলায় মাঠের পরিবেশটাই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। রিঙের তিন পাশে প্রচুর চেয়ার পাতা রয়েছে। বন্দিরা বসে যাতে দেখতে পারে। একটা দিকে একটা ম্যারাপ মতো বাঁধা হয়েছে। সেখানে বক্সারদের দুটো ড্রেসিং রুম। ম্যারাপের দিকটায় দশ-বারোটা রঙীন সোফা। সেখান বসছেন বাইরে থেকে আসা বক্সিং কর্তা আর জেলের অফিসার ও তাদের বাড়ির লোকেরা।

প্রথম দিন নির্বিঘ্নে চারটে বাউট হয়ে গিয়েছিল। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রেসিডেন্সি জেলের অজয়কুমার দলুই। স্ট্যালোন মিনিট খানেকের বেশি সময় নেয়নি। ছেলেটা খুব তড়বড় করছিল। কাছে এসে শরীরের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, প্রথমে একটা সলিড জ্যাব করতেই ওর গার্ড ঝুলে গেল। তার পর একটা রাইট হুক। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা পড়ে গেল। ছাপ্পান্ন সেকেন্ডেই খেল খতম। নকআউট। কাউকে

BanglaBook.org

রিংয়ে ফেলে দিতে পারলে, স্ট্যালোনের রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু, কখনও ও নিজে উচ্ছ্বাস দেখায় না। দর্শকদের উচ্ছ্বাসটা ও খুব উপভোগ করে। রেফারি যখন কাউন্ট করছিলেন, তখন হঠাৎ ওর চোখ যায় বুচান স্যারের দিকে। ও দেখে, স্যার রেগেমেগে ড্রেসিংরুমে ঢুকে যাচ্ছেন। না, বুচান স্যারকে খুশি করা অ-স-ম্ভ-ব! পরে ড্রেসিংরুমে স্যার সবার সামনে ওকে খুব বকাবকি করেছেন, 'এত তাড়াতাড়ি এক্সপোজড হতে তোকে কে বলেছিল রে শুয়ার? জনিস, তার পারফরম্যান্সের কথা মেদিনীপুরে চলে যাবে? আমার কাছে খবর আছে, হিমাংশু এখানে লোক বসিয়ে রেখেছে। কে কেমন লড়ছে, সেই খবর নেওয়ার জন্য। পরের ম্যাচ, এত তাড়াতাড়ি ফিনিশ করবি না। ইচ্ছে করেই পাঞ্চ নিবি। অন্তত তিনটে রাউন্ড খেলবি। এমন ভাব দেখাবি, যেন কষ্ট করে জিতলি। মনে রাখবি, অনেক দিন তুই কম্পিটিশনে নেই।'

সেদিন জীবন আর আসিফও জিতেছিল, তবে পয়েন্টে। জীবনের লড়াইটা স্ট্যালোন দেখতে পায়নি। তখন ও ড্রেসিংরুমে ওয়ার্ম আপ করায় ব্যস্ত ছিল। আসিফের শেষ রাউন্ডটা ও দেখেছে। প্রথম দুটো রাউন্ডে বোধহয় আসিফ ঘাবড়ে গিয়েছিল। রিঙে উঠে এত নিয়মকানুন মেনে মারপিট করার অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু থার্ড রাউন্ডের আগে বুচান স্যারের ভোকাল টনিকে ও টগবগ করে উঠল। মাঝে মাঝে বুচান স্যার ঠিকই বলে, 'চ্যাম্পিয়ন সবাই হয় না রে। চ্যাম্পিয়ন তারাই হয়, যারা নিজের উপর তখনই বিশ্বাস রাখতে পারে, যখন অন্য সবাই তার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।' সত্যিই, আসিফের ফাইট দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি ও জিতবে। কিন্তু, নিজের উপর তখন ও আস্থা রেখেছিল। তাই জিতল।

রাহুল স্যারের অফিসের দিকে যাওয়ার সময় স্ট্যালোনের মনে হল, সত্যিই ওদের কপাল খুব ভাল। বুচান স্যারের মতো একজন কোচ পেয়েছে। বাংলার ক্যাম্পে এবার ও দিনসাতেকের জন্য বুচান স্যারের কোচিং পেয়েছিল। তখন অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু, এ বার টানা আড়াই মাস ওঁর কাছ থেকে কোচিং নেওয়ার পর স্ট্যালোনের মনে হচ্ছে, ওর অনেক উন্নতি হয়েছে। এই সেদিন বুচান স্যার বলছিলেন,

BanglaBook.org

'অর্ডিনারি এক একস্ট্রা অর্ডিনারির মধ্যে তফাতটা কী জানিস স্ট্যালোন? ছোট্ট একটা পুশ। যে ওই পুশটা দিতে পারে, তাকে কেউ আটকাতে পারে না। সে-ই একস্ট্রা অর্ডিনারি হয়। কথাটা শুধু তাকেই বললাম। কেননা, বাকি মাল দুটো এই কথাটার মানে বুঝতে পারবে না। তুই কিন্তু মনে রাখিস।' সত্যিই, মাঝে মধ্যে বুচান স্যার এমন এক একটা কথা বলেন, যা অনেকদিন মনে থাকে...প্রেরণা দেয়। মনে হয়, কিছু একটা করে দেখাই।

বুচান স্যারকে কোনওদিন ও ছাড়বে না। যতই উনি কটু কথা বলুন। ভাবতে ভাবতে রাহুল স্যারের অফিসে পৌঁছে গেল স্ট্যালোন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ও দেখল, ঘরে বার্তোনি সাহেব বসে আছেন। আর আন সুংরা তিনজন হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত রাহুল স্যার। দু'তিনদিন আগে আন সুং বলেছিল, ওরা ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। ভারত সরকার ওদের প্লেনে করে ইয়াঙ্গনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিল্লি থেকে অর্ডার এলেই ওরা চলে যাবে। বোধহয় সেই অর্ডার এসে গিয়েছে। শুনলে বিনোদের মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে। ওর ভয়, বোধহয় ওকেও তা হলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জীবন আর আসিফ ওকে পরামর্শ দিয়েছে, 'এই বাঙাল, খবরদার তুই সুপার স্যারের সামনাসামনি হোস না। তোকে দেখলেই কিন্তু স্যারের মনে পড়ে যাবে, বসে বসে ছেলেটা ইন্ডিয়ার অন্ন ধ্বংস করছে।' তারপর থেকে শুধু সুপার স্যারই নন, রাহুল স্যারকে দেখলেও বিনোদ ভিড়ের মাঝে লুকিয়ে পড়ে।

'হাই, হাউ আর ইউ?'

চোখ সরিয়ে স্ট্যালোন দেখল, বার্তোনি সাহেব ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখে স্ট্যালোনও হাত এগিয়ে দিল। কাল সেই বিকেলে সেমিফাইনাল ম্যাচ। বার্তোনি সাহেব এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও দরকার আছে। হ্যান্ডশেক করার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়েস্টারডে...হাউ গুড ওয়াজ দ্য ফাইট?'

প্রথম রাউন্ডের পর ভদ্রলোক ওর ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন। ওর স্ট্যালোন নামটা শুনে, প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও ক্যাথলিক

BanglaBook.org

কি না? ওকে ইংরেজি বলতে দেখে তখন বার্তোনি সাহেব খুব অবাক হয়ে যান। ভাষা সমস্যা না থাকলে খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্কটা গড়ে ওঠে। সেই কারণে বার্তোনি সাহেবের খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছে স্ট্যালোন। গতকাল সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচের সময় উনি ছিলেন না। মেদিনীপুরে শুট করতে গিয়েছিলেন। স্ট্যালোন উত্তর দিল, 'ইট ওয়াজ নক আউট স্যার। ইন দ্য থার্ড রাউন্ড।'

সেকেন্ড রাউন্ডে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের রমেশ চৌবে। ছেলেটা খুব টাফ টাইপের। বুচান স্যারের কথামতো প্রথম দুটো রাউন্ডে ইচ্ছে করেই ওর অনেক পাঞ্চ নিয়েছিল স্ট্যালোন। মারার সুযোগ পেয়ে ছেলেটা খুব উৎসাহিত হয়েছিল। বুঝতে পারেনি, এটা এক ধরনের ট্যাকটিক্স। তার মানে মাথা খাটাতে চায়নি। ওর কোচ বংশী শীল অবশ্য বারবার মানা করছিলেন, বেশি অ্যাগ্রেসিভ না হতে। কিন্তু ঘুসি মারতে মারতে অনেকের খেয়াল থাকে না, ডিফেন্স আলগা হয়ে গিয়েছে।

বুচান স্যার প্রায়ই বলেন, 'বক্সিং টাফ লোকদের খেলা নয় রে। দিস ইজ থিংকিং ম্যান'স স্পোর্টস। এটা হল চিন্তাশীল মানুষের খেলা। খেলতে খেলতেই তোকে চিন্তা করে নিতে হবে, কখন কোন ঘুসিটা মারবি।' রমেশ চৌবের সঙ্গে লড়াই করার সময় স্ট্যালোন সত্যিই মাথা খাটিয়ে খেলেছিল।

উত্তরটা শুনে বার্তোনি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভেরি গুড। হু ইজ ইয়োর অপোনেন্ট টুমরো?'

কম্পিউটার টেবলের সামনে বসে স্ট্যালোন বলল, 'জেমস লালরিনডিকা অফ প্রেসিডেন্সি জেল।'

'দ্যাট মণিপুরি চ্যাপ, হু ফট দ্য সেকেন্ড ম্যাচ হিয়ার ডে বিফোর ইয়েস্টারডে?'

'ইয়েস, দ্যাট গাই।'

'দেন আই মাস্ট শুত দ্যাট বাউট।' বললেন বার্তোনি, 'বি কেয়ারফুল স্ট্যালোন। হি ইজ আ সাউথপ। হ্যাজ ট্রিমেন্ডাস ফুটওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যাজিলিটি। হি উইল মেক ইয়োর লাইফ মিজারেবল।'

BanglaBook.org

'ইয়েস আই নো। ইট'স অলওয়েজ ডিফিক্যাল্ট টু কমব্যাট আ সাউথপ।'

বক্সিংয়ে সাউথফ-রা হল ল্যাটা। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন...সব খেলাতেই লেফটি-রা প্রবলেম করে। জেমসের ফাইট স্ট্যালোন নিজের চোখে দেখিনি। তবে, জীবনের মুখে শুনেছে। সেকেন্ড রাউন্ডে জীবনকে হারিয়েই ছেলেটা সেমিফাইনালে উঠেছে। কাল রাতে জীবন বলছিল, জেমস ছেলেটার সব কিছুই উল্টো রে। তুই কিন্তু একটু বুঝেশুনে খেলিস। তোর অবশ্য এক্সপেরিয়েন্স আছে। কিন্তু, আমি তো কোনওদিন ল্যাটা বক্সারের এগেনস্টে খেলিনি। বুঝতেই পারলাম না, কোন্ দিকে থেকে ঘুসি মারছে।'

সকাল থেকেই তাই স্ট্যালোন একটু টেনশনে আছে। সেই টেনশন কাটানোর জন্যই ও কম্পিউটার খুলে বসল। মনটা অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে। রাহুল স্যার দু'দিন আগে ওকে একটা লিস্ট দিয়ে গিয়েছিলেন, কম্পিউটারে তুলে রাখার জন্য। ড্রয়ার খুলে ও সেই লিস্টটা বের করে আনল। কাজের মধ্যে থাকলে ও জেমসের কথা ভুলে থাকতে পারবে। সবে লিখতে শুরু করেছে, এমন সময় রাহুল স্যার বললেন, 'কাল তোমার বাউট আমি খুব মিস্ করব স্ট্যালোন। আমাকে একবার চেতলায় যেতে হবে। মায়ের শরীর খারাপ।'

স্ট্যালোন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মায়ের কী হয়েছে স্যার?'

'ওল্ড এজ প্রবলেম। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। নানা রোগ ধরে গিয়েছে। চেতলায় আমি থাকব বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকবে জেলের মাঠে।'

'স্যার, আপনি নাকি ভাল ফুটবল খেলতেন?'

'কালকেতু বলেছে বুঝি? ফুটবল খেলতাম বটে, কিন্তু পছন্দ করতাম বক্সিং। মাইক টাইসনের খুব ভক্ত ছিলাম আমি। তুমি কি টাইসন ফিল্মটা দেখেছ? টাইসনের রোলটা করেছিলেন মাইকেল জে হোয়াইট বলে একজন অ্যাক্টর। আমার কাছে সিডি আছে। পরে তোমাকে দেখাব। কী অসাধারণ একটা লাইফ!'

ঘরে আর কেউ নেই। বার্তোনি সাহেব আর আন সুংরা কখন

BanglaBook.org

বেরিয়ে গিয়েছেন, স্ট্যালোন তা খেয়ালও করেনি। রাহুল স্যারের হাতে মনে হয় এখন কোনও কাজ নেই। সুযোগ পেয়ে গল্প শোনার মেজাজে ও বলল, 'স্যার, আপনার কী মনে হয়, টাইসন কি মহম্মদ আলির থেকেও বড় ফাইটার?'

'না, সেটা বলা খুব অন্যায় হবে। তবে টাইসন বিশ্বের সর্বকালের সেরা দশজনের মধ্যে তো থাকবেই। ন'বার হেভিওয়েট টাইটেল ডিফেন্ড করা চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি? ভালো তো, ছোটবেলায় বাবা ছেড়ে চলে গেছেন। নিউইয়র্কের রাস্তায় হেন অপরাধ নেই, টাইসন করেননি। বারো বছর বয়সেই আটত্রিশবার জেলে! ষোলো বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু। কী লাইফ! সেই লোক, কুড়ি বছর বয়সে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। কোথা থেকে মানুষ কোথায় চলে যেতে পারে! ভাগ্যিস, জেলে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ববি স্টুয়ার্টের। না হলে কোথায় টাইসন তলিয়ে যেতেন।'

'ববি স্টুয়ার্ট ভদ্রলোক কে স্যার?'

'জুভেনাইল কারেকশনাল হোমের কাউন্সেলার। উনি নিজেও বক্সার ছিলেন। তাই টাইসনকে চিনে নিতে পেরেছিলেন। জানো স্ট্যালোন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একজন আসেন, যাঁর ছোঁয়ায় তাঁর জীবনটাই বদলে যায়। এই যেমন তোমার জীবনে এসেছে কালকেতু। দেখবে, তোমার লাইফটাও ও বদলে দেবে।'

'কিন্তু আমার জীবনটা তো শেষ হয়ে গিয়েছে স্যার।'

'কে বলল, তোমার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে? তোমাকে কালকেতু এখনও কিছু বলেনি? ও কিন্তু খুব চেষ্টা করছে তোমাকে বের করার। খুব শিগগির তুমি বহরমপুরে ফিরে যেতে পারবে। সে যাক, হাতের কাজটা তুমি সেরে ফেলো। আমাকে একবার উয়েভিং সেকশনে যেতে হবে।'
'ঠিক আছে স্যার।' বলে স্ট্যালোন ফের কম্পিউটারে মন দিল। স্যারের দেওয়া লিস্ট দেখে দেখে ও নাম লিখতে লাগল। কোন্ জেলার কবে এই জেলে ছিলেন, সেই তথ্য। সেই সঙ্গে তাঁদের ছোট্ট পরিচিতিও। লিখতে লিখতে একটা নাম দেখে স্ট্যালোন চমকে উঠল। 'মেজর শ্যামাচরণ ল'। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩। ছয় বছর জেলার ছিলেন। বেঙ্গল

BanglaBook.org

আর্মির মেজর। তিপ্পান্ন সালে এক দুর্ঘটনায় এই জেলেরই সেল ব্লকের দু'নম্বর ঘরে উনি মারা যান।' পড়ে শূন্যচোখে ও অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। রাহুল স্যার অনেকক্ষণ আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। ফাঁকা ঘরে গা ছমছম করে উঠল স্ট্যালোনের। ও বুঝতে পারল না, ষাট বছর আগে যে ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন, তিন তিনবার ও তাকে দেখল কী করে?

প্রথম সাক্ষাতে শ্যামাচরণবাবু বলেছিলেন, পাশের সেলেই থাকি। তার মানে দু'নম্বর সেল! তা হলে কি উনি এখনও জেলের মায়া কাটতে পারেননি? কম্পিউটার বন্ধ করে স্ট্যালোন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ১৯০৯৮

আঠাশ

ব্লু কর্নারে ওঠার আগে বুচান স্যার বলে দিলেন, 'কিপ কুল, স্ট্রেট লেফ্ট। ফার্স্ট রাউন্ডটা একটু বুঝে সুঝে খেলিস স্ট্যালোন। ব্যাটাচ্ছেলের লেফ্ট ক্রসটা ডেঞ্জারাস। একে সাউথপ, তার উপর ডিফেন্সিভ টাইপের বক্সার। তোর ভুলের অপেক্ষায় থাকবে। একদম ভুল করবি না কিন্তু।'

কথাগুলো দ্রুত বলেই বুচানদা মাউথগার্ডটা এগিয়ে দিলেন। সেটা মুখে পুরে, রিঙে উঠে স্ট্যালোন দেখল, ওর তিনদিকে শুধু কালো মাথা। স্ট্যালোন...স্ট্যালোন ধ্বনি হাউয়ের মতো আকাশে উড়ে গেল। এতগুলো লোক ওর জয় দেখতে এসেছে। স্ট্যালোনের পা দুটো কেঁপে গেল। রেড কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকা মণিপুরি ছেলেটার দিকে ও একবার আড়চোখে তাকাল। মঙ্গোলিয়ান মুখ, চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। চোখের নীচে কালি। পেশিগুলো শরীরের সঙ্গে পাকিয়ে রয়েছে। নিরাপদবাবু কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে কাটিয়ে এসেছেন। ছেলেটাকে চেনেন। কাল বিকেলে প্র্যাকটিসের সময় উনি বললেন, জেমস নাকি ড্রাগ প্যাডলার ছিল। একটা সময় নিজেও ড্রাগ নিত। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে মণিপুরি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ড্রাগ বিক্রি করার সময় ও নাকি ধরা পড়ে। 'স্ট্যালোনবাবু, ওর মাথার ঠিক নেই। আমি নিজে

BanglaBook.org

একদিন ওকে একটা পায়রার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিতে দেখেছিলাম। ও নিয়ম মেনে বক্সিং লড়বে বলে আমার মনে হয় না।' বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন নিরাপদবাবু।

আজ সকাল আটটায় ওজন মাপার সময় জেমসের কোচ রজত কুণ্ডু গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছিলেন। জেমসের ওজন কুড়িগ্রাম বেশি দেখে চেঁচামেচি করছিলেন, হতেই পারে না। নিশ্চয় ওজনের মেশিনটা খারাপ। কিন্তু, অসিত স্যার তখন কোচকে ধমকান, বাড়াবাড়ি করলে জেমসকে কম্পিটিশন থেকে বের করে দেবেন। এই নিয়ে ফোন চালাচালি শুরু হয়ে যায়, দুই জেলের কর্তাদের মধ্যে। ঝগড়াটা আইজি স্যার পর্যন্ত গড়ানোর আগে মধ্যস্থতা করেন জুড়িদের একজন। উনিই বলেন, 'ফের দশটার সময় ওজন মাপা হবে। এর মধ্যে একা নতুন ওয়েইং মেশিন কিনে আনা হবে।' বাড়তি সময় পেয়ে...মাঠে তিন পাক দৌড়ে জেমস ওর ওজনটা ছাপ্পান্ন কেজির নীচে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। ওদের দুজনের নাম মাইকে অ্যানাউন্স হওয়ার সময় স্ট্যালোন লক্ষ্য করল, কিছু লোক জেমসের হয়ে চিৎকার করছে। আগুনে ধুয়ো দেওয়ার মতো করে, জেমস তাদের দিকে হাতও নাড়াল। তার মানে ও জানে, দমদম জেলে কেউ কেউ ওকে সাপোর্ট করবে। না, ম্যাচটাকে লঘুভাবে নিলে চলবে না। কথাটা কে বলেছিলেন, ওর এখন মনে নেই। কিন্তু কী বলেছিলেন, সেটা খুব ভাল করে মনে আছে। 'ইউ হ্যাভ টু বি অলওয়েজ অন ইয়োর এজ। প্রতিটি বাউটের আগে তোমাকে মনে করতে হবে, না জিততে পারলে, এটাই তোমার শেষ ম্যাচ।' কথাটা মাথায় রেখেই...রেফারির ডাকে স্ট্যালোন রিঙের ঠিক মাঝখানে চলে এল। রেফারি দু'জনের হাত মিলিয়ে দেওয়ার সময় জেমস আলতো করে একটা খোঁচা মারল। তখনই স্ট্যালোন বুঝে গেল, নিরাপদবাবু যা বলেছিলেন, ঠিক। এই ছেলেটা মারপিট করতে এসেছে। ঘণ্টা পড়ে যাওয়ার পর কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যেই স্ট্যালোন টের পেয়ে গেল, যতটা আনাড়ি ভেবেছিল, জেমস ততটা নয়। আজেবাজে পাঞ্চ করে না। যে পাঞ্চটা করে, সেটা খুব নিখুঁতভাবে করে। জেমসের দুটো পাঞ্চ শরীরে নিয়ে ও দেখল, তাতে জোর নেই। কিন্তু স্ট্যালোন জানে, যারা

BanglaBook.org

কম পাঞ্চ করে, তারা বুদ্ধি দিয়ে লড়ে। যাতে কম শক্তিক্ষয় হয়, সেই কারণেই খুব বেশি পাঞ্চের দিকে তারা যায় না। উল্টে, অপোনেন্টকে তারা প্রলুব্ধ করে শক্তিক্ষয় করতে। চেষ্টা করে, যাতে পাঞ্চ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। স্ট্যালোন ঠিক করে নিল, ও পাঞ্চের অপব্যবহার করবে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে।

বক্সিংয়ে ঘুসোঘুসি না হলে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে যায়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেটে গেল, জেমসকে তবুও স্ট্যালোন বাগে পেল না। নর্থ ইস্টের লোকদের এমনিতেই রিফ্লেক্স ভাল হয়। তার উপর এই ছেলেটার ফুটওয়ার্কও খারাপ না। খালি পিছলে পিছলে যাচ্ছে। ল্যাটা বলে ওর বডি মুভমেন্টও পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারছে না স্ট্যালোন। দর্শকদের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'কী হচ্ছে কী স্ট্যালোন। এ বার মারো।' জেমসকে মারতে গিয়ে ও ফের একটা পাঞ্চ খেল। একটা মাথায়, অন্যটা গালে। মাথাটা চিড়িক করে উঠল। সেই চিড়বিড়ানিটা ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে।

কেন এমন হল, ভাবার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালোনের মনে পড়ল, শ্যামাচরণ লাহার দেওয়ার শাড়ির পাড় কোমরে জড়িয়ে নামতে ও ভুলে গিয়েছে। মাই গড! শর্টস পরা আর কিটব্যাগ থেকে শাড়ির পাড় দুটো বের করে ও টেবলের উপরে রেখেছিল। কিন্তু সেইসময় বুচান স্যার ওকে এমন তাড়া দিলেন যে ও তাড়াতাড়ি শর্টস আর গেঞ্জি পরে বেরিয়ে আসে। অন্য খেলায় ইচ্ছে করলে, বিরতির সময় পোশাক বদল করা যায়। কিন্তু, বক্সিংয়ে রেফারি অ্যালাউই করবেন না। রিংয়ে ওঠার পর আর ড্রেসিংরুমে যাওয়া যায় না। যতক্ষণ না হার-জিতের ফয়সালা হবে অথবা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। স্ট্যালোনের মনটা হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল। এই ভেবে যে, কঙ্কালীতলার মা কালীর মন্ত্রপূতঃ শাড়ির পাড় ওর কোমরে জড়ানো নেই বলে ঠিকঠাক লড়তে পারছে না। থাকলে, এতক্ষণে ম্যাচটা জিতে যেত।

ফার্স্ট রাউন্ডের ঘণ্টা পড়ার পর স্ট্যালোন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ষাট সেকেন্ডের বিরতি। তারপরই সেকেন্ড রাউন্ড শুরু হবে। ভ্যাপসা গরমে ও দরদর করে ঘামছে। টুলের ওপর গিয়ে ও বসতেই লাফ দিয়ে কর্নারে

BanglaBook.org

উঠে এলেন বুচানদা। ভিজে তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দেওয়ার ফাঁকে বললেন, 'কী হয়েছে তোর, শুয়ার? শেষ তিনটে দিন তোকে এত করে স্পিড ব্যাগ প্র্যাকটিস করালাম, অথচ তোর চোখ আর হাতের কোঅর্ডিশেনটা ঠিকঠাক হচ্ছে না কেন?'

হাঁফাতে হাঁফাতে স্ট্যালোন বলল, 'চোখের নীচে পাঞ্চ লেগেছিল স্যার। তখন একটু ঝাপসা দেখছিলাম। এখন ঠিক আছি।'

'যা বলছি, মন দিয়ে শোন। ছেলেটার ফিটনেস তোর থেকে কম। ওকে ভয় দ্যাখা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চলতে যাস না শুয়ার। এমনভাবে তাকা, যাতে ওর চোখের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়তে পারিস। ঢুকে দ্যাখ, ও তোকে ভয় পাচ্ছে কিনা। ভয়ের চিহ্ন দেখলে একটা হুক অথবা আপারকাট। বাঞ্চোত ছেলেটাকে এক্কেবারে শুইয়ে দে।'

এই অনুমতিটাই চাইছিল স্ট্যালোন। মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে স্যার।'

'আর শোন। তোর হাতের রিচ, ওর থেকে বেশি। লংরেঞ্জার ট্রাই কর। খুব ক্লোজে যাস না। ছেলেটা নাকি প্র্যাকটিসে কার গাল কামড়ে দিয়েছিল।'

বুচান স্যারের কথায় ঘাড় নাড়তে নাড়তে হঠাৎ স্ট্যালোনের চোখে পড়ল, জুরিদের পিছনে সোফায় বসে আছে রুসাতি আর ওর বাবা। সেদিন জেলে দেখা করতে এসে রুসাতি যে ওদের লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে রয়ে গিয়েছে, সে কথা স্ট্যালোন শুনেছে কালকেতু স্যারের মুখে। কিন্তু, ও যে ম্যাচ দেখতে আসবে, সে কথা স্যার ওকে বলেননি। রুসাতিকে দেখামাত্তর ওর সারা শরীর টগবগ করে উঠল। বহরমপুরের সেই দিনগুলোর কথা ওর মনে পড়ল। ক্লাবে প্র্যাকটিস করার সময়...স্কুলমুখী রুসাতিকে দেখে যখন ও উজ্জীবিত হয়ে উঠত, সেই দিনগুলোর কথা। রিকশায় বসা রুসাতি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ওইটুকু সময় স্ট্যালোন নির্মমভাবে পেটাত পাঞ্চিং ব্যাগকে। সেকেন্ড রাউন্ডের ঘণ্টা বাজল। রেফারি 'বক্স' বলার কয়েক সেকেন্ড পরেই স্ট্যালোন দ্রুত ফুটওয়ার্কে দূরত্ব কমিয়ে আনল জেমসের সঙ্গে। স্ট্রেট পাঞ্চ করতে করতে হঠাৎই একটা রাইট আপারকাট চালাল

BanglaBook.org

ও। ফেইন্ট করে সেই ঘুসিটা এড়িয়ে জেমস ওর শরীরের ভিতরে ঢুকে এল। পাঁজরে একটা পাঞ্চ করেই সরে গেল। স্ট্যালোন স্পষ্ট শুনল, সরে যাওয়ার আগে হিসহিস করে ছেলেটা বলল, 'বাস্টার্ড, মোগোল টোল্ড মি কিল ইউ।'

মো-গো-ল! মোগোলের নাম জানল কী করে জেমস? পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল, আরে মোগোল তো এখন প্রেসিডেন্সি জেলে। দিন সাতেক আগে ট্রান্সফার হয়েছে। রামুয়ার সেই ব্লেড চালানোর দিনই। মোগোলের নামটা শুনে রক্তে আগুন ধরে গেল স্ট্যালোনের। 'কিপ কুল'...বুচানদার এই নির্দেশটা ও ভুলে মেরে দিল। মোগোল তা হলে অন্য জেলে গিয়েও চুপ করে বসে নেই। বদলা নেওয়ার ছক কষছে! জেমসের আস্পর্ধা তো কম নয়। এখানে এসে ভয় দেখাচ্ছে! জানে না, বক্সিং করার সময় বক্সারদের কথা বলার নিয়ম নেই? পরস্পরকে গালাগাল বা ভয় দেখানো অপরাধের সামিল। রেফারির কানে গেলে, উনি ওয়ার্নিং দেবেনই। রেফারির দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন বুঝতে পারল, জেমসের হুমকিটা উনি শুনতে পাননি। দেখতেও পাননি, কথাটা বলে সরে যাওয়ার সময় জেমস ওর হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মেরে গিয়েছে।

ওকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। বোঝানো দরকার, কার সঙ্গে লড়ছে! জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন রে। দাঁড়া, তোর কাউন্টার অ্যাটাকের প্ল্যান আমি ভেস্তে দিচ্ছি। মুখে একটা পাঞ্চ পড়লেই তোর প্ল্যান-ট্ল্যান সব ভোগে চলে যাবে। বুচানদার শেষ কথাটাই ওর কানে বাজতে লাগল, 'শুইয়ে দে।' মুহূর্তে ডিসিশন নিয়ে স্ট্যালোন পাঞ্চ ঠিক করে নিল। কম্বো পাঞ্চ...রাইট অ্যান্ড লেফট। ফুটওয়ার্ক বদলে ও ডানদিকে ঘুরে গিয়ে জেমকে নাগালের মধ্যে নিয়ে এল। তার পর ওই কম্বো পাঞ্চ চালাল। এক পলকের মধ্যে ও দেখল...রিকশা করে রুসাতি চলে যাচ্ছে। ওর সামনেই পাঞ্চিং ব্যাগ। ঝড়ের গতিতে পাঞ্চ করতেই থাকল স্ট্যালোন শরীরের সব শক্তি দিয়ে। যতক্ষণ না জেম কিং লুটিয়ে পড়ল, ততক্ষণ ও থামল না।

রেফারি কাউন্ট করছেন বটে, ওয়ান-টু-থ্রি...। কিন্তু স্ট্যালোন জানে, জেমস আর উঠবে না। দর্শকরা টগবগ করে ফুটছে। ও অবশ্য কারও মুখ

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছে না। জেমসকে ধরাধরি করে কারা যেন রিং থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রেফারি ওর হাত তুলে ধরেছেন। মাইকে অসিত স্যারের গলা শুনতে পেল স্ট্যালোন, 'উইনার রণজয় মিত্র।' রিং থেকে নামা মাত্তর বিনোদ-জীবনরা ওকে কাঁধে তুলে নিল। স্ট্যালোন... স্ট্যালোন শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল ওয়ার্ডগুলোর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। কোনওরকমে কাঁধ থেকে নেমে, দৌড়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেল স্ট্যালোন।

শাড়ির পাড় দুটো তন্নতন্ন করে ও খুঁজছে লাগল। টেবিলের তলায়, কিট ব্যাগের ভিতর, ড্রেসিং রুমের আনাচ-কানাচে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। খোঁজাখুঁজির সময় মিঃ বার্তোনিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে এলেন বুচান স্যার। ফাইনালে উঠেছে বলে ইন্টারভিউ নিতে চান। ওকে দেখে বুচান স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খুঁজছিস রে?'

শাড়ির পাড় খুঁজছে বললে রেগেও যেতে পারেন বুচান স্যার। ঠাকুর দেবতায় উনি বিশ্বাস করেন না। বলেন, 'ভাগ্য নয়, পুরুষরাই হচ্ছে আসল।' স্ট্যালোন তাই বলল, 'কিছু না স্যার।'

শুনে বুচান স্যার বললেন, 'শোন, মেদিনীপুরে আজ ফাইনালে উঠেছে কালাম চাঁদ বলে একটা ছেলে। তোর মতো সেও নাকি সেমিফাইনালে নকআউট করেছে। কী রে, পারবি তো তাকে হারাতে?'

BanglaBook.org

উনত্রিশ

কলকাতা হাইকোর্টের আশপাশের বাড়িগুলোতে যে এত ল'ইয়ারদের চেম্বার আছে, কালকেতু জানতই না। জয়ন্তনারায়ণের চেম্বারে গিয়ে সেটা টের পেল। পুরনো আমলের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি। লিফটের ভরসায় না থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় ও দেখল, যাঁরা উঠছেন বা নামছেন, তাঁদের পরনে কালো কোট অথবা জোব্বা। দোতলায় উঠে ওর চোখে পড়ল, অসংখ্য নেমপ্লেট। খুপরি খুপরি ঘরে চেয়ার টেবিল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ল'ইয়াররা মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছেন।

জয়ন্তনারায়ণের টেবল খুঁজে পেতেই ওর মিনিট পনেরো লেগে গেল। ওর মুহুরি বলল, 'স্যারের কেস হয়ে গিয়েছে। আপনি আসবেন বলে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। একটু বসুন, স্যার এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

কেসে কী হল, জানো?'

মুহুরি ছেলেটা বলল, 'কোন্ কেসটা স্যার? রণজয় মিত্র ভার্সেস স্টেট? আজ কিন্তু কোর্টে খুব আলোচনা হচ্ছিল স্যার এই কেসটা নিয়ে।

আজকে সব কাগজে নাকি ছবি বেরিয়েছে বক্সার ছেলেটার। সবাই বলছিল, দোষ না করেও নাকি দু'বছর ধরে জেল খাটছে? মামলাটা একেবারে টপ লিস্টে ছিল। ডিভিসন বেঞ্চ কী বলে, সেটা দেখার জন্য অন্য ল'ইয়াররাও তখন কোর্টরুমে হাজির ছিলেন। সবাই চাইছেন, ছেলেটা যেন বেল পায়। টিভির অনেক রিপোর্টারকে দেখলাম, নীচে রাস্তায় বাইট নিল আমাদের স্যারের।'

'জামিন কি হয়ে গিয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। আমি স্যার তখন কোর্টরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের স্যার যখন কেসটা হাতে নিয়েছেন, তখন জিতবেনই। কত কেস তো দেখলাম!'

কালকেতু বলল, 'তোমাদের এখানে চা পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, এনে দিচ্ছি।' বলে মুহুরি ছেলেটা উধাও হয়ে গেল জেনে কালকেতুর ভাল লাগল, স্ট্যালোনের কেসটা নিয়ে হাইকোর্টে হইচই হয়েছে। এটাই ও আর জয়ন্তনারায়ণ চেয়েছিল। কাল বিকেলে ওরা দু'জনে মিলে ছক কষে নিয়েছিল। বহরমপুরে চিন্টুদার অ্যারেস্ট হওয়া আর প্রিজনার্স বক্সিং টুর্নামেন্টে স্ট্যালোনের ফাইনালে ওঠা...এই দুটো খবর খুব বড় করে ওদের কাগজের প্রথম পাতায় পাশাপাশি ছাপবে। লোকের মাথায় যাতে ঢুকে যায়, চিন্টুদার ষড়যন্ত্রে একটা নির্দোষ ছেলে বলি হয়েছে। চিন্টুদা চোদ্দো দিনের পুলিশ কাস্টোডিতে আছেন। কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওঁর একটা ছবি তুলে নুরুলকে পাঠাতে বলেছিল কালকেতু। আজ সেই ছবি আর দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্ট্যালোনকে কাঁধে নিয়ে বন্দিদের উল্লাস...এই দুটো ছবি পাশাপাশি ছাপিয়েছে। পুরো খবরটার ভাল ডিসপ্লে হয়েছে।

BanglaBook.org

সকালবেলাতেই কালকেতু ফোন পেয়েছিল কাগজের এডিটর অমিত সরকারের। উনি বললেন, 'এই খবরটার ফলো আপ করুন। খুব ভাল ফিডব্যাক পাচ্ছি। আর...যে কারণে আপনাকে ফোনটা করলাম। আজ চোদ্দোই আগস্ট; আপনার মনে আছে তো? কাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বারো পাতার একটা সাপ্লিমেন্টারি বের হবে। তাই প্রেসের লোকেরা বলছিল, আপনার ফলোআপ স্টোরিটার জন্য যেন কাগজ ছাপাতে দেরি না হয়।'

কালকেতু আশ্বস্ত করেছিল, 'না স্যার, আজ দেরি হবে না।'

বেলা দশটায় আজ নিজেই ও বেরিয়ে পড়েছে খবরটা ভাল করে করার জন্য। আপীল মামলায় কী হল শুনে, কালকেতু যাবে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। ফাইনালের ব্যবস্থাপনা দেখে ফিরে আসবে অফিসে। সন্ধে সাতটার মধ্যে খবরটা লিখে দিয়ে...বাড়ি ফেরার সময় একবার অরিন্দমদার বাংলোতে ও ঢুঁ মারবে। কাল পনেরোই আগস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সকালে রাহুল ফোন করে জানাল, রাজ্যপাল এস রামলিঙ্গম পুরস্কার দিতে রাজি হয়েছেন। ওর সিকিউরিটির লোকজন জেলে গিয়ে নাকি একপ্রস্থ ঘুরে এসেছেন। অসিতও ইন্ডিয়ান টিমের কোচ হরবিন্দর সিংহকে আজ নিয়ে এসেছে পাতিয়ালা থেকে। বক্সিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অভয় চৌতালাও নাকি কাল সকালের ফ্লাইটে আসবেন।

ফেস বুকে দু'তিনদিন ধরে নাকি অনেক লেখালেখি হচ্ছে এই টুর্নামেন্টের কথা। তথাগত নিয়মিত টুইটার চেক করে। সকালে ফোন করে ও বলল, মুম্বই থেকে অভিনেতা সলমন খান আর সঞ্জয় দত্ত নাকি টুইটারে উৎসাহ দিয়েছেন স্ট্যালোনকে। আর্তুর রোডের জেল থেকে সঞ্জয় দত্ত লিখেছেন, 'সা-বা-শ স্ট্যালোন। আয়াম উইথ ইউ, ব্রাদার। লাইফ ইজ লাইক আ বক্সিং ম্যাচ। ডিফিট ইজ ডিক্লেয়ার্ড নট হোয়েন ইউ ফল, বাট হোয়েন ইউ রিফিউজ টু স্ট্যান্ড এগেইন। অ্যায়াম ট্রাইয়িং টু স্ট্যান্ড এগেইন।' শুনে চমকে উঠেছিল কালকেতু। কী অসাধারণ একটা কথা! জীবনটা একটা বক্সিং ম্যাচের মতো। যখন পড়ে যাবে, তখন তোমার হার হয়েছে বলে মনে করো না। তোমার তখনই হার হবে,

BanglaBook.org

যখন তুমি ফের উঠে দাঁড়াতে অস্বীকার করবে। কালকেতু ঠিক করে নিল, সঞ্জয় দত্তের এই কমেন্টটা স্ট্যালোনকে আজ দেখাবেই কালকেতু। এর থেকে বড় প্রেরণা আর কী হতে পারে?

জয়ন্তনারায়ণের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কালকেতু ছকে নিল, ফেশবুকে সঞ্জয় দত্তের এই কমেন্টটা বড় করে ছাপবে। হাইকোর্টের অ্যাঙ্গেল থেকে লিড স্টোরি। স্ট্যালোনকে নিয়ে একটা আলাদা রিপোর্ট। আর একটা স্টোরিও হতে পারে...দুই কোচ বুচানদা আর হিমাংশুকে নিয়ে। এক সময়কার গুরু-শিষ্য এখন কোচিংয়ের ময়দানে মুখোমুখি। কে জিতবেন? ক্ল্যাসিকাল বক্সিংয়ের পৃষ্ঠপোষক ধৃতিমান বাগচী, নাকি লেটেস্ট টেকনিক শিখে আসা হিমাংশু দাশগুপ্ত? আর কী স্টোরি করা যায়, তা নিয়ে ভাবার সময় জয়ন্তনারায়ণকে ঘরে ঢুকতে দেখল কালকেতু। ওর ফর্সা মুখটা উত্তেজনায় লাল হয়ে গিয়েছে। ওকে দেখে জয়ন্তনারায়ণ কালো জোব্বাটা খুলে বলল, 'সরি আমার একটু দেরি হয়ে গেল। নীচে টিভি চ্যানেলের লোকেরা আমায় ঘিরে ধরেছিল।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কী হল গো?'

'ফার্স্ট হাফে জজসাহেবরা আমার আর্গুমেন্ট শুনেছেন। জামিনের জন্য আপীল করলাম। বেলা দুটোর পর ওঁরা পাবলিক প্রসিকিউটরের কথা শুনবেন। কিন্তু, যে পি পি এই রেসের জন্য অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব খারাপ। মনে হয়, সে ভেহেমেন্টলি অপোজ করবে জামিনের।'

'জজসাহেবদের দেখে তোমার কী মনে হল জয়ন্ত?'

'ওরা ওই একই প্রশ্ন করলেন...এতদিন কেন হাইকোর্টে আসেননি? কেন দু'বছর পর এলেন? আমাকে তখন কারণটা বলতে হল। প্লাস আমি বললাম, মি লর্ড ছেলেটা অলরেডি দু'বছর সাজা কাটিয়েছে। অসম্ভব ট্যালেন্টেড একজন বক্সার। আজই কাগজে ওকে নিয়ে বড় লেখা বেরিয়েছে। সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সুযোগ পেলে ও ফের ট্যালেন্ট দেখানোর সুযোগ পাবে। জেল তো এখন আর জেল নেই। এখন সংশোধনাগার। ওকে সংশোধনের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এছাড়া দু'ঘণ্টা ধরে আমি এও বলেছি, আসল আসামী ধরা পড়েছে।

BanglaBook.org

কেস রিওপেন হয়েছে। মন দিয়ে জজসাহেবরা সব শুনেছেন। এখন ওঁদের মর্জি।'

'স্ট্যালোন যদি জামিন পায়, তা হলে আজই কি আজই ছাড়া পেতে পারে?'

'ওই যে বললাম, সব জজসাহেবদের হাতে। নর্মালি এইসব কেসে ওঁরা সিমপ্যাথেটিক হন। কিন্তু, সব ডিপেন্ড করছে পাবলিক প্রসিকিউটার কতটা আটকানোর চেষ্টা করছেন, তার উপর। তুমি ধরে নাও, আজ জামিন পাবে না। পরে একটা হিয়ারিংয়ে হতে পারে। যা কিছু হোক না কেন, আজ বিকেল সাড়ে তিনটের মধ্যে আমি তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে, আমি ঠিক চারটের সময় তোমাকে ফোন করব। স্ট্যালোনের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এখন আমাকে দমদমে যেতে হবে। এখনই ওকে কিছু জানাচ্ছি না তা হলে।'

'এসো। তার আগেই যদি কোনও খবর পাই, তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

উপর থেকে নীচে নেমে কালকেতু দেখল, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গেটের সামনে ও দাঁড়িয়ে গেল। দু'তিন দিন ধরে সারাদিন আকাশে মেঘ জমে আছে। দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়িটা ও রেখে এসেছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভিতরে। হেঁটে গেলে ভিজে যাবে। বৃষ্টির ছাঁট এড়ানোর জন্য ও ফের একটু ভিতরে ঢুকে এল। আর তখনই ওর সেলফোনটা বাজতে শুরু করল। সেট বের করে ও দেখল অচেনা নম্বর। 'হ্যালো' বলতেই ও প্রান্ত থেকে একজন বললেন, 'আমি সুরঞ্জন মিত্র বলছি। স্ট্যালোনের বাবা। চিনতে পারছেন? আমি আগে একবার ফোন করেছিলাম।'

কালকেতু বলল, 'চিনতে পারব না কেন? আপনি কি কলকাতায় এসেছেন?'

'হ্যাঁ। মাঝে আপনার সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ হয়নি। সেদিন আপনার কথামতো আমি জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। দু'দিন আগে দীর্ঘক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথাও হয়েছে। উনি বলেছিলেন,

BanglaBook.org

হাইকোর্টে আজ মামলাটা উঠবে। সেই কারণে আমি আর আমার স্ত্রী এখন হাইকোর্টে এসেছি। কিন্তু এতবড় কোর্ট। ঠিক বুঝতে পারছি না, কীভাবে জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ফোন করেও ওঁকে পাচ্ছি না।'

ফোনে জয়ন্তনারায়ণকে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কোর্টরুমে মোবাইল অফ করে রাখতে হয় ওদের। বেজে উঠলে জজসাহেবরা বিরক্ত হন। সমস্যাটা বুঝতে পেরে কালকেতু বলল, 'সুরঞ্জনবাবু, আমিও এখন হাইকোর্ট চত্বরেই আছি। আপনারা কোথায় বলুন, তা হলে একবার দেখা হতে পারে।'

'আমরা বসে আছি, হাইকোর্টের নীচে ফুড কোর্টে।'

কালকেতু বলল, 'আপনারা ওয়েট করুন। দোকানটা আমি চিনি। দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে কালকেতু ফুড কোর্টে ঢুকল। হাইকোর্টে এলে জয়ন্তনারায়ণের সঙ্গে ও মাঝে মধ্যে ফুড কোর্টে আসে। এখনও লাঞ্চ টাইম শুরু হয়নি। তাই অত ভিড় নেই। ঢুকেই ও সুরঞ্জনবাবু আর ওঁর স্ত্রীকে চিনতে পারল। স্ট্যালোনের মুখের সঙ্গে খুব মিল আছে সুরঞ্জনবাবুর। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, খুব সম্ভ্রান্ত চেহারা। ওঁরা দু'জনে কোণের দিকে একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে কালকেতু বলল, 'হরিদ্বার থেকে আপনারা কবে এলেন?'

সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'আজ ভোরের ট্রেনে নেমেছি। রিজার্ভেশন ছিল না। সারা রাত্তির বাথরুমের পাশে বসে এলাম। সন্তানের মায়া... আশ্রমে গিয়েও কাটাতে পারলাম না। গত জন্মে কী পাপ করেছিলাম, কে জানে?'

'আপনারা কোথায় উঠেছেন?'

'নাগেরবাজারের কাছে মল রোডে গুরুদেবের আশ্রম আছে, সেখানে উঠেছি।'

স্ট্যালোনের মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। চোখের জল মুছে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মামলার কোন খবর পেলেন কালকেতুবাবু?'

BanglaBook.org

জয়ন্তনারায়ণের মুখে যা শুনেছে, কালকেতু সব বলল। শুনুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'হাওড়া স্টেশনে নেমে আজ আপনার কাগজটা কিনেছিলাম। কাগজেই সব পড়লাম। চিন্টু যে এত বড় শয়তান, স্বপ্নেও ভাবিনি। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।'

'তার ব্যবস্থাই আমরা করব। কিন্তু, আপনারা বহরমপুর ছেড়ে চলে গেলেন কেন সুরঞ্জনবাবু? তখনই যদি হাইকোর্টে আসতেন, তাহলে...।'
'আমরা তখন পাজলড হয়ে গেছিলাম। তার পর আরও কী হল, শুনুন। জেল থেকে চিন্টু মারফত স্ট্যালোন খবর পাঠাল, তোমরা কাউকে কিছু না জানিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। নাহলে দু'জনই খুন হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে পরদিনই আমরা মালদহে চলে যাই। এখন দেখছি, চিন্টু আমাদের মিথ্যে কথা বলেছিল। ভাগ্যিস, আপনাদের কাগজটা হরিদ্বারে আমাদের চোখে পড়েছিল। না হলে তো অনেক কিছু জানতেই পারতাম না। হরিদ্বারে আমাদের গুরুদেবও বলতেন, ছেলেকে তোরা খুব শিগগির কাছে পাবি। পরমেশ্বরের উপর আস্থা রাখ। গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।'

স্ট্যালোনের মা চোখের জল মুছে বললেন, 'ছেলের সঙ্গে কি একবার দেখা করা যাবে কালকেতুবাবু? ওর কথা ভাবলেই আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কত যত্নে ওকে মানুষ করেছি। আর এখন জেলের ভাত খাচ্ছে। খেলতে না পাঠালে আজ ওর এই দশা হত না।'

কালকেতু বলল, 'একটু ধৈর্য্য ধরুন মাসিমা। আজ নয়, কাল বিকেলে আমি নিজে আপনাদের জেলের ভিতর নিয়ে যাব। স্ট্যালোন কিন্তু এখনও জানে না, আপনারা বেঁচে আছেন। কাল সন্ধেবেলায় আমি ওকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আপনাদের মল রোডে পৌঁছে দিই। ভগবান সহায় হলে, খুব শিগগির ওকে সঙ্গে নিয়েই আপনারা বহরমপুরে ফিরতে পারবেন।'

স্ট্যালোনের মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'পরমেশ্বর, তাই যেন হয়।'

BanglaBook.org

তিরিশ

নির্জন সেলে বসে স্ট্যালোন আর একবার কথাটা বলল, 'কালা, তুই ধরা পড়ে গিয়েছিস। আমার হাত থেকে তুই নিস্তার পাবি না।'

গত দু'বছর ধরে ও এই দিনটার কথাই চিন্তা করেছে। কালাচাঁদকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে ওর বুকের উপর পা তুলে দিয়েছে। বুকের উপর পা তোলাটা হয়তো আজ সম্ভব হবে না। কিন্তু, আজ সন্ধেবেলায় বাকি ইচ্ছেটা ও পূরণ করবেই। বদলার আগুন সকাল থেকেই ওর বুকে ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

ফাইনালের আগে মনোসংযোগ করার জন্য স্ট্যালোন কাল রাতেই এই একনম্বর সেলে চলে এসেছে রাহুল স্যারকে বলে। বলেছে, ওকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে। এমন কড়াকড়ি যে, বিনোদ-জীবনরাও সারাদিনে সেল ব্লকের দিকে ঘেঁষতে পারেনি। সারাটা দিন স্ট্যালোন ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে। ফাইনালে কীভাবে খেলবে, তা নিয়ে ছক কষেছে। বুচান স্যার প্রায়ই বলেন, বক্সিং খেলায় শারীরিক প্রস্তুতির থেকে অনেক বেশি মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। বক্সিংটা হল অনেকটা দাবা খেলার মতো। দাবায় যেমন একটা চাল দেওয়ার আগে, পরের তিনটে চালের কথা ভেবে নিতে হয়, তেমনই, বক্সিংয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়ার আগে, পরের তিনটে অ্যাটাকের কথা মাথায় রাখতে হয়। তফাতটা হল, দাবায় চাল নেওয়ার আগে দাবাড়ুরা অনেক সময় পায়। কিন্তু, বক্সারদের জন্য অত সময় বরাদ্দ নেই।

ম্যাচটা নিয়ে স্ট্যালোন যে এত ভাবছে, তার একটাই কারণ। লড়াইটা সকালে ওজন মাপার সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল আটটায় শরীরের ওজন আর মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ইন্ডোর হলে গিয়ে হঠাৎ ও কালাচাঁদকে আবিষ্কার করে। মাপ দেওয়ার জন্য মেশিনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখেই একটা চিনচিনে রাগ স্ট্যালোনের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাস্টার্ডটা তা হলে নাম ভাঙিয়ে এতদিন মেদিনীপুরের জেলে ছিল! ওইদিককার টুর্নামেন্ট থেকে ফাইনালে উঠেছে! পরক্ষণেই ওর মনে হয়েছিল, ও ঠিক দেখেছে তো? এমনও তো হতে

BanglaBook.org

পারে, কালাম চাঁদ অনেকটা কালা-র মতো দেখতে? ভাল করে ছেলেটার দিকে তাকাতেই স্ট্যালোনের চোখে পড়েছিল, হ্যাঁ, গালে কাটা দাগটা এখনও রয়েছে। রুসাতিকে বিরক্ত করায়...শাস্তির চিহ্ন। ভাগিরথীর ধারে মারপিটের সময় স্ট্যালোন ওর মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল। ওর আংটিতে ভালরকম ক্ষত হয়েছিল কালা-র গালে। সেলাইও করতে হয়েছিল।

সকালে ওজন নিয়ে সেই সময় খুব টেনশনে ছিল স্ট্যালোন। আরও ভয়ে ভয়ে ছিল, বুচান স্যারের মন মেজাজ খারাপ দেখে। মেডিক্যাল টেস্ট মিটে যেতেই স্যার বললেন, 'আমাকে একবার ক্যাওড়াতলা শ্মশানে যেতে হবে রে। আজ ভোরে নিশীথ মারা গিয়েছে। বেলা তিনটের মধ্যে আমি ফিরে আসব। তুই সেলে গিয়ে রেস্ট নে।'

স্যার তড়িঘড়ি চলে যাওয়ার পর ভিড়ের মাঝে কালাকে খুঁজতে থাকে স্ট্যালোন। ওকে দেখেই বোধহয় কালা সটকে পড়েছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্ট্যালোন ইন্ডোর হল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেইসময় রাহুল স্যার ওকে ডেকে বললেন, 'স্ট্যালোন একটু পরেই শহিদ বেদির কাছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তোলার অনুষ্ঠান হবে। তুমি কিন্তু সেলে চলে যেও না। হাইকোর্টের একজন জজ আসবেন ফ্ল্যাগ তুলতে। তুমি তখন কাছাকাছি থেকো।'

BanglaBook.org

স্বাধীনতা দিবসের কথা স্ট্যালোনের মনেই ছিল না। বহরমপুরে এই দিনটায় ওদের সেভেন স্টারস ক্লাবে জমজমাট অনুষ্ঠান হত। সারাদিন ধরে দেশাত্মবোধক গান বাজত। বিকেলে ওদের বক্সিং, ক্যারেটে আর যোগ ব্যায়াম দেখতে গার্জেনরা ভিড় করতেন। কী সুন্দর দিন ছিল সেইসব। সেলে ফিরে গেলে বহরমপুর আর বাড়ির কথা খুব মনে পড়বে। তাই ফিরে না গিয়ে বিনোদদের সঙ্গে ও ক্যান্টিনে গিয়ে বসেছিল। ইদানীং বিনোদের একটা বদভ্যাস হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওর গা-হাত-পা ম্যাসাজ করে দেয়। স্ট্যালোন দু'একবার বারণ করা সত্ত্বেও শোননি। আজও ক্যান্টিনে বিনোদ কাঁধের কাছটা ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল। এমন সময় রাহুল স্যারদের বয়সি একজন এসে ওকে বললেন, 'এখন ম্যাসাজ করাচ্ছ কেন স্ট্যালোন? ফাইনাল ম্যাচের পর কোরো। কালাম তোমাকে এমন মার মারবে, তখন তোমার ম্যাসাজের দরকার হবে।'

শুনে বাঙালটা খেপে গেল, 'আপনে কে মহাই? দ্যাখবেন, উলটা রেজাল্টডাই হইব। ফাইনালের পর আমারে ডাইকবেন। তখন গিয়া কালামের পাছা ম্যাসাজ কইর‍্যা আমু।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি হিমাংশু দাশগুপ্ত। কালামের কোচ।'

নামটা কয়েকদিন বুচান স্যারের মুখে শুনেছে স্ট্যালোন। চেয়ার ছেড়ে তাই ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলেছিল, 'আপনি তো স্যার টরোন্টো থেকে মেডেল এনেছিলেন। বুচান স্যারের মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি।'

'তাই নাকি? আমার খুব প্রশংসা করেছে?' হিমাংশু দাশগুপ্ত বিদ্রুপ করলেন, 'কী বলেছে শুনি। লোকটা নাকি বলে বেরোয়, একটা সময় আমার কোচ ছিল। শুনলে আমার হাসি পায়। কোচিংয়ের কিসসু জানে না। ওর কাছে থাকলে তোমারও বারোটা বেজে যাবে।'

গুরুনিন্দা শুনে স্ট্যালোনের খুব রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে করছিল একবার বলে, উনি কোচিংয়ের কিছু জানেন কি না, তা আজ সন্ধেবেলায় বোঝাব। কিন্তু, ফাইনালের দিন কোনওরকম প্ররোচনায় ও পা দেবে না ভেবে, মাথা ঠান্ডা রেখে ও বলেছিল, 'স্যার, বুচান স্যার কিন্তু আমায় অন্য কথা বলেছেন। আপনি নাকি কিউবান কোচের কাছে প্র্যাকটিস করতেন। লেটেস্ট অনেক টেকনিক শিখে এসেছেন বিদেশ থেকে। ইন ফ্যাক্ট উনি আমায় বলেছেন, ফাইনালে তুই পারবি না। কালাম চাঁদ তোর থেকে অনেক বেটার ফাইটার। নকআউট পাঞ্চার। রিংয়ে তোকে বঁটি দিয়ে কুচিকুচি করবে।'

শুনে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল হিমাংশু দাশগুপ্তর মুখে, 'লোকটা এ সব বলেছে নাকি? যাক, তবুও এখন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। কিন্তু, শুনে খুব ভাল লাগল, তুমি নিজের লিমিটেশনটা জানো। তা, লোকটা তোমায় কী শিখিয়েছে, একটু শুনি?'

বারফাট্টাই দেখে ভিতরে ভিতরে স্ট্যালোনের রাগ বাড়ছিল। তবুও ও বলেছিল, 'তেমন কিছুই না স্যার। উনি খালি বলেন, দ্য মোর ইউ সোয়েট ইন দ্য জিম, দ্য লেস ইউ ব্লিড ইন দ্য রিং।'

হা হা হা। শুনে জোরে হেসে উঠেছিলেন হিমাংশু দাশগুপ্ত, 'ও

BanglaBook.org

সব তো জো লুইদের আমলের কথা। আমি ছেলেদের বলি, ফ্লোট লাইক আ বাটারফ্লাই, স্টিং লাইক আ বী। কে বলেছিলেন, জানো?'

'মহম্মদ আলি স্যার।'

'একদম ঠিক। তুমি জানো দেখছি, তা হলে।' কথাটা বলে হিমাংশু দাশগুপ্ত একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন।

কিন্তু, স্ট্যালোন তখন বী উইথ আ স্টিং। হুলসহ মৌমাছি। নিরীহমুখে ও প্রশ্ন করেছিল, 'স্যার, বক্সিং রিংটা তো চৌকো। তা হলে তাকে রিং বলা হয় কেন?'

'তাই তো।' হিমাংশু দাশগুপ্ত অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'জেনে বলতে হবে ভাই। আচ্ছা, এখন চলি। ফাইনালের পর একবার আমার কাছে এসো, কেমন? কালাম চাঁদকে বলে রাখব, যাতে তোমায় বেধড়ক না পেটায়।'

উত্তরটা গতকালই জেনেছে স্ট্যালোন অসিত স্যারের কাছে। অলিম্পিকে অনেক আগে কুস্তি আর বক্সিং একই এরিনায় হত। গোল দাগ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার মধ্যে। সেই কারণেই বলা হত, রিং। হিমাংশু দাশগুপ্ত এত কিছু জানেন, অথচ এই তথ্যটা জানেন না। উনি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর প্রথম মুখ খুলেছিল বিনোদ, 'গুরুদেব, আপনে যদি হালার কালাম চাঁদেরে না নকআউট করেন, তাইলে আপনের মুখই আমি দেখুম না।'

জীবন বলেছিল, 'বুচান স্যারকে কী রকম অপমান করে গেল, শুনলে? স্ট্যালোন, ফাইনালের পর কিন্তু স্যারকে কাঁধে তুলে তুমি ওদের ড্রেসিংরুমে নিয়ে যাবে। নাহলে আমিও তোমার সঙ্গে আর কোনওদিন কথা বলব না।'

গোল হয়ে ওরা সবাই ঘিরে ধরেছিল। প্রত্যেকের চোখ মুখে আগুন। এটাই তো কমরেডশিপ। সবার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে স্ট্যালোন মনের কথাটা বলেছিল, 'এই কালাম চাঁদ ছেলেটা কে, সেটা পরে তোদের আমি বলব। একে আমি ছেড়ে দেবো, তোরা ভাবলি কী করে? প্রতিজ্ঞা করলাম, সেকেন্ড রাউন্ডের মধ্যেই যদি ওকে নকআউট করতে না পারি, তাহলে জীবনে আর গ্লাভস পরব না।'

BanglaBook.org

মনে পড়ছে...সেলে বসে সারাদিন ধরে এইসব কথা মনে পড়ছে স্ট্যালোনের। সাধনদাকে ও খাবার দিতে বলেছিল, বেলা ঠিক দুটোয়। ফাইনাল ম্যাচের ঠিক চার ঘণ্টা আগে। নিজে সেলে এসে সাধনদা ওকে খাইয়ে গিয়েছে। দেখে স্ট্যালোন একটু অবাকই হয়েছিল। কিন্তু খাওয়াতে এসে সাধনদা যেসব কথা বলে গেল, তাতে ও চমকে উঠেছিল। যাওয়ার সময় সাধনদা হঠাৎ অনুরোধ করল, 'ম্যাচটা জিতিস ভাই। অনেক টাকার বেটিং করেছি। তুই না জিতলে আমার খুব লস হবে।'

সামান্য এই টুর্নামেন্টে বেটিং হচ্ছে!! শুনে বিশ্বাস করতে পারেনি স্ট্যালোন। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কারা এই বেটিং করছে?'

'কেন, সাজাওয়ালারা। এত অবাক হচ্ছিস কেন ভাই। এখানে তো অনেক কিছু নিয়েই বেটিং হয়। কখনও শুনিসনি? ক্রিকেট বেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল একজন। তার নাম রাজ কেডিয়া। তিন বছরের সাজা খাটছে। সে-ই এখানে বসে এখন বেটিং সিন্ডিকেটটা চালায়। তুই জানতিস না? তোদের মতো ভাল ছেলেদের নিয়ে এই মুশকিল।'

'আগের ম্যাচগুলোতেও বেটিং হয়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। সব্বাই জানে। তুই ঘুষি মেরে তিনটে ম্যাচ জিতেছিস। আমি বেটিং করে জিতেছি সত্তর হাজার টাকা। সেই টাকা আমার বউয়ের কাছে পৌঁছেও গিয়েছে। আজ তুই জিতলে, আমি লাখ খানেক টাকা তো পাবই। আমার বাড়ির দোতলাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ভাই। ঘুসিগুলো ঠিকঠাক মারিস। শুধু আমাদের জেলেই নয় রে, তোদের নিয়ে বেটিং হচ্ছে কলকাতার সবগুলো জেলেই। শুনলাম, প্রেসিডেন্সি জেলে বসে মোগোল এক লাখ টাকা খেলেছে কালাম চাঁদের উপর। তুই জিতলে ও পথে বসবে।'

'প্রেসিডেন্সি জেলের খবর এখানে এল কী করে সাধনদা?'

'এ সব খবর চাপা থাকে নাকি? মোবাইলে মোবাইলে খবর এসে যায়। শুয়ারের বাচ্চা মোগোলটা কী চেষ্টা করেছিল, জানিস? তোর খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিতে বলেছিল। যাতে তুই ঠিকঠাক খেলতে না পারিস। আমি খবর পেয়ে নিজে তোর খাবার তৈরি করে নিয়ে

BanglaBook.org

এলাম। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তুই কিন্তু আমি ছাড়া আর কারোর হাতে কিছু খাবি না। তোর জন্য অচিন্ত্যকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল সরিয়ে রাখতে বলেছি। তোর ক্ষতি যাতে কেউ করতে না পারে, সেজন্য আমি নিজে ড্রেসিং রুমে থাকব।'

সাধনদা চলে যাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে স্ট্যালোন শুয়ে পড়েছিল। আগেরবার এই সেলেই ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শ্যামাচরণ লাহা। সেই রাতে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন ওর সঙ্গে। অদ্ভুত ব্যাপার, রেকর্ড বলছে, ষাট বছর আগে উনি মারা গিয়েছেন। অথচ সেদিন উনি বলে গেলেন, যখনই আমায় ডাকবে, চলে আসব। শ্যামাচরণবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর চোখে ঘোর লেগে এসেছিল। তখনই দেখল, ভদ্রলোক বলছেন, 'আমায় ডাকলে কেন স্ট্যালোন?'

'স্যার আপনি? গত দু'তিনদিন আপনাকে দেখতে পাইনি কেন স্যার?'

মুখ গোঁজ করে শ্যামাচরণবাবু বললেন, 'আসব কী করে? আমি কে, তুমি তো তা ধরে ফেলেছ।'

'আপনার দেওয়া শাড়ির পাড় দুটো আমি হারিয়ে ফেলেছি স্যার।'

'ওহ, এই কারণে ডাকলে? শোনো বাছা, তোমার দোষ নেইকো। ও দুটো জিনিস সেদিন আমিই সরিয়েছি। তোমার পুরুষকার আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম। পাশ করে গ্যাছো।'

'আজকের ম্যাচে কী হবে স্যার?'

'কী আবার হবে? একটা পিতিজ্ঞে তো করে ফেলেচ, শুনলুম। কিন্তু বাছা, একটা কতা বলি, আমাদের আমলে সাহেবরা বলতেন, প্লে দ্য গেম ইন দ্য স্পিরিটি অফ দ্য গেম। সেটা যেন মাতায় থাকে। তোমাকে একট টিপস দিয়ে যাই। খেলতে খেলতে য্যাখন তিনবার শুনবে, মার স্ট্যালোন মার, ঠিক ত্যাখনই তোমার কম্বো পাঞ্চটা মেরো। কে বলল, সেটা তাকিয়ে দেখতে যেও নাকো। তোমার কালাম চাঁদকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। আচ্ছা চলি তা'লে। কাল সকালেই গেটের কাছে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। শেষবারের মতো...।'

'শেষবারের মতো' কথাটা স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। ঘুম ভেঙে উঠে ও দেখল, শ্যামাচরণবাবু নেই!

BanglaBook.org

একত্রিশ

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্ট্যালোন যখন ড্রেসিংরুমে পৌঁছল, তখন দেখল বুচান স্যারের মুখ থমথম করছে। ও একবার জিজ্ঞেস করল, 'কখন ওয়ার্ম আপ শুরু করব স্যার?'

'তোর যখন ইচ্ছে।' দায়সারাভাবে বলে বুচান স্যার সরে গেলেন।

স্যার ফের রেগে গেলেন কেন, স্ট্যালোন ঠিক বুঝতে পারল না। সামসাময়িক একজন বক্সার মারা গিয়েছেন। হয়তো সেই কারণে মন মেজাজ খারাপ। তখনই কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে বিনোদ বলল, 'স্যার আপনের উপর চেইত্যা গ্যাছেন। আপনে হিমাংশু দাশগুপ্তের সঙ্গে তহন কথা কইসেন ক্যান? আপনের সঙ্গে কী কথা হইতাসিল, স্যার জানতে চাইসিল।'

শুনে স্ট্যালোন চুপ করে গেল। সত্যিই, তখন হিমাংশু দাশগুপ্তের সঙ্গে ওর কথা বলা উচিত হয়নি। ও তো জানে, স্যার হিমাংশু দাশগুপ্তকে পছন্দ করেন না। কেউ হয়তো ওকে কথা বলতে দেখে স্যারের কানে লাগিয়ে দিয়েছে। ঠিক কতক্ষণ আগে ওয়ার্ম আপ শুরু করবে, স্ট্যালোন বুঝতে পারল না। তখনকার মতো ওকে বাঁচিয়ে দিলেন কালকেতু আর রাহুল স্যার। একসঙ্গে দেখা করতে এসে, কালকেতু স্যার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ, মুম্বই থেকে সলমন খান আর সঞ্জয় দত্ত টুইটারে তোমার সম্পর্কে কী লিখেছেন।'

কাগজের লেখাগুলো পড়ে স্ট্যালোনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সলমন খান, সঞ্জয় দত্তরা এই টুর্নামেন্টের খবর রাখছেন! ও অবাক হয়ে তাকাতেই কালকেতু স্যার বললেন, 'ম্যাচটা যদি আজ জিততে পারো, তা হলে তোমাকে আমি দুটো সারপ্রাইজ দেবো স্ট্যালোন। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।'

স্ট্যালোন বলল, 'স্যার, আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি। যে ছেলেটা আমার সঙ্গে আজ লড়বে, তার আসল নাম কিন্তু কালাম চাঁদ নয়। ও আমাদের বহরমপুরের সোনাপট্টির ছেলে। ওর নাম কালাচাঁদ চৌধুরী। ওকে আমি ভাল করে চিনি।'

BanglaBook.org

কালকেতু স্যার বললেন, 'কী নাম বললে? কালাচাঁদ? তার মানে যে ছেলেটা তোমাকে ফাঁসিয়েছিল? চিন্টুবাবুর চ্যালা। তাঁকে তো বহরমপুরের পুলিশ খুঁজছে। আমি এক্ষুনি ফোন করে বলে দিচ্ছি বহরমপুর থনার ওসি শঙ্কর সান্যালকে।'

'কালাচাঁদের কথা আপনি জানলেন কী করে স্যার?'

'আমি সব জানি স্ট্যালোন। থাক, এ নিয়ে এখন আলোচনা চাই না। তুমি ম্যাচে কনসেনট্রেট করো। আমরা এখন যাচ্ছি। ঠিক পৌনে ছ'টার সময় রাজ্যপাল ঢুকবেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে ম্যাচের পর আমাদের দেখা হবে।'

কালকেতু আর রাহুল স্যার ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। টেবলের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে, সঞ্জয় দত্তের কমেন্টটা বারকয়েক পড়ল স্ট্যালোন। চোখ বুঁজে মনে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করল। এই ভেবে যে, পরামর্শটা সারা জীবন ও কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। স্ট্যালোনের মনে পড়ল, ও একটা সময় আমির খানের খুব ভক্ত ছিল। আর রুসাতি শাহরুখ খানের। কিন্তু, মোহন সিনেমায় একবার দু'জনে 'মুন্নাভাই এমবিবিএস' সিনেমাটা দেখে আসার পর...দু'জনেই খুব ফ্যান হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয় দত্তের। সেই সঞ্জয় দত্ত এখন ওরই মতো জেলে! অত বড়মাপের একটা মানুষ জেলেও চোখে পড়েছে সামান্য একটা বক্সিং টুর্নামেন্টের খবর। জেলবন্দিদের টুর্নামেন্ট বলেই কি?

সময় চলে যাচ্ছে। বুচান স্যারের কোনও পাত্তা নেই। উদ্বিগ্ন হয়ে বিনোদকে ও বলল, 'স্যার কোথায় গেলেন দেখে আসবি?'

জীবন বলল, 'হাতে আর মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা সময় আছে। স্ট্যালোন, স্যারের অপেক্ষায় তুমি থেকো না। ওয়ার্ম আপ শুরু করে দাও। জগিং, ফ্রি হ্যান্ড আর শ্যাডো প্র্যাকটিসটা সেরে নাও। আমি তোমাকে পাঞ্চিং প্যাডটা করিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণে স্যার এসে যাবেন।'

জগিং শেষ করে স্ট্যালোন ফ্রি হ্যান্ড শুরু করতেই বিনোদ এসে বলল, 'গুরুদেব, সব্বনাশ হইসে। বুচান স্যার অহন হসপিটালে!' বুকটা ধক করে উঠল স্ট্যালোনের। ও ব্যায়াম বন্ধ করে বলল, 'কেন, স্যারের কী হয়েছে?'

BanglaBook.org

'বাইরে তক্কাতক্কি হইসিল হিমাংশু দাশগুপ্তের লগে। স্যার মাথা ঘুইর‍্যা পইড়্যা গ্যাসে। আমি হসপিটালে গেসিলাম। ডাক্তারবাবু কইল, স্যারের প্রেসার ফল কইর‍্যা গ্যাসে। অসিত স্যার অহন ওহানে আসে। আমারে কইল, স্ট্যালোন রে রেডি হইতে ক। স্যার এড্ডু সুস্থ হইলে, লইয়া যামু।'

শুনে জীবন মারাত্মক রেগে বলল, 'হিমাংশু লোকটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না স্ট্যালোন। ইচ্ছে করে এসব নাটক করছে। যাতে তোমায় ডিসটার্ব করা যায়। লোকটার খবর পরে নেবো। তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না ভাই। চলো, স্যার যদি আসতে না পারেন, আমি তোমার সেকেন্ড হবো।'

...ঠিক ছ'টা বাজার পাঁচ মিনিটে আগে মাইকে অসিত স্যারের গলা শুনতে পেল স্ট্যালোন। অ্যানাউন্স করছেন, কে কোন্ কর্নারে থাকবে। দরদর করে ও ঘামছে। নিরাপদবাবু শুকনো তোয়ালে দিয়ে ওর ঘাম মুছিয়ে দিলেন। ড্রেসিংরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্তর বিরাট গর্জন শুনতে পেল ও। স্ট্যালোন...স্ট্যালোন...স্ট্যালোন। রিংয়ে ওঠার পর সেটা উল্লাসধ্বনিতে বদলে গেল। রেড কর্নারে কালাচাঁদকে দেখা মাত্র ওর সারা শরীরে কে যেন তাণ্ডব শুরু করল। রেফারি দু'জনের হাত মিলিয়ে খেলা শুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল কালাচাঁদ। গতকাল প্র্যাকটিসের সময় বুচান স্যার বলে দিয়েছিলেন, কালা কাউন্টার পাঞ্চার টাইপের বক্সার। কী করে ও এই তকমাটা পেল, স্ট্যালোনের মাথায় তখন ঢোকেনি। সেভেন স্টারস ক্লাবের আমল থেকে ও কালাকে চেনে। ভয়ে ওর স্পারিং পার্টনার হতে চাইত না। বক্সিংয়ের থেকে কালার অনেক বেশি ঝোঁক ছিল বডি বিল্ডিংয়ে।

কিছুতেই কাছে ঘেঁষছে না। কালা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে রেফারি ওকে একবার সতর্ক করে দিল। ঠিক তারপরই শিং বাড়িয়ে আসা খ্যাপা মোষের মতো ও অ্যাটাকে এল। জ্যাব মারতে মারতে হঠাৎ একটা রাইট আপারকাট। ইচ্ছে করেই পাঞ্চগুলো নিতে থাকল স্ট্যালোন। না নিলে ওর শরীরটা তাতবে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই স্ট্যালোন বুঝে গেল, এরপরই নিজেকে একটু গুটিয়ে নেবে কালা।

BanglaBook.org

নাগালের বাইরে চলে গিয়ে সময় কাটাবে। দফায় দফায়, সুযোগ বুঝে অ্যাটাকে আসবে। কোচ যা শিখিয়ে দিয়েছে, তার বাইরে যাবে না। ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করবে পয়েন্টে।

ফার্স্ট রাউন্ডের মাঝামাঝি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল স্ট্যালোন। ওর আরও একটু অ্যাগ্রেসিভ হওয়া দরকার মনে করে, কালা-র খুব ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে রাইট হুক মারল। কিন্তু, নিজেকে সামলে কালা আরও দ্রুত কাছে ওসে ওকে জড়িয়ে ধরল। মাথা দিয়ে গুতিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে গেল রোপের দিকে। দু'জনে জড়ামড়ি করছে দেখে, রেফারি ওদের ছাড়িয়ে দিলেন। সরে যাওয়ার আগে কালা ওর গায়ে থুতু ছিটিয়ে গেল। রেফারি কিন্তু দেখতে পেলেন না। স্ট্যালোন অবশ্য অবাক হল না। বহুদিন আগে কার একটা লেখায় ও পড়েছিল, 'নেভার ফাইট আগলি পিপল, দে হ্যাভ নাথিং টু লুজ।' কালা-কে স্বচ্ছন্দে সেই দলে ফেলা যায়।

মিনিট দুয়েক কেটে গিয়েছে। অ্যাটাকে গিয়ে হঠাৎ গার্ড হয়তো একটু আলগা করে ফেলেছিল স্ট্যালোন। কালা-র একটা আপারকাট ওর মাথায় এসে লাগল। খুব জোর ছিল সেই পাঞ্চে। চোখে অন্ধকার দেখল স্ট্যালোন। হঠাল টের পেল, শরীরের ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। রেফারি উবু হয়ে কাউন্ট শুরু করেছেন। চোখ খুলে সঞ্জয় দত্তকে দেখতে পেল স্ট্যালোন। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে মুন্নাভাই বললেন, 'ডিফিট ইজ ডিক্লেয়ার্ড নট হোয়েন ইউ ফল, বাট হোয়েন ইউ রিফিউজ টু স্ট্যান্ড এগেইন। গেট আপ স্ট্যালোন, গেট আপ।' কথাটা শুনে ফের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল স্ট্যালোনের। রেফারি ফাইভ কাউন্ট করার মধ্যেইও উঠে দাঁড়াল।

ফার্স্ট রাউন্ডের ঘণ্টা পড়ে যেতেই জীবন উঠে এল কর্নারে। ওর চোখে মুখে বিস্ময়! তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে ও বলল, 'কী হল স্ট্যালোন, তুমি পড়ে গেলে? ঠিক আছ তো?'

স্ট্যালোন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি ঠিক আছি। বুচান স্যারের খবর নিয়েছ?'

BanglaBook.org

'আরে উনি তো হসপিটাল থেকে চলে এসেছেন। ওই যে উনি বসে আছেন কালকেতু স্যারের পাশে।'

'স্যারকে গিয়ে বলো, পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আমি নেমে আসছি।'

'তাই যেন হয়। মেরে ফাতরাফাই করে দাও কালামকে।'

সেকেন্ড রাউন্ডের ঘণ্টা পড়ার পর গ্লাভসে ঠোকাঠুকি করে প্রস্তুত হয়ে নিল স্ট্যালোন। নাহ, আর বেশি সময় নেবে না। রেফারি 'বক্স' বলামাত্র কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'মার, স্ট্যালোন মার।' শুনেই দূরত্বটা কমিয়ে কালা-র কাছে চলে গেল স্ট্যালোন। ফের চিৎকার, 'মার, স্ট্যা-লো-ন মা-র।' কালাকে স্টান্স নেওয়ার সময়ই ও দিল না। তৃতীয়বার 'মা-আ-আ-র, স্ট্যা-এ-এ-লো-ও-ও-ন। মা-আ-আ-র' কানে যাওয়া মাত্রই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝড়ের গতিতে একের পর এক পাঞ্চ করে যেতে লাগল। এই নে কালা, এটা রুসাতিকে বিরক্ত করার জন্য। এই নে এটা, আমাকে ফাঁসানোর জন্য। এই নে এটা সদাশিবকাকাকে ভয় দেখানোর জন্য। মার খেতে খেতে কালা পিছিয়ে যাচ্ছে। ফেইন্ট করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্ট্যালোনের দু'টো হাতই সমানে চলছে। রাইট-লেফ্ট, লেফ্ট-রাইট। কালা চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ওর হাত দুটো ঝুলে গিয়েছে। একটা হুক পাঁজরে লাগতেই উঃ বলে কঁকিয়ে উঠল। শেষে শরীরের সব শক্তি মুঠোয় নিয়ে এসে স্ট্যালোন একটা রাইট হুক মারল। কালা-র দিকে আর ও তাকালই না। ম্যাচ ইজ ফিনিশড। রেড কর্নারে গিয়ে, বুচান স্যারের দিকে তাকিয়ে ও একহাত তুলে লাফাতে লাগল।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুচান স্যার কী যে বলছেন। শুনতেই পেল না স্ট্যালোন। প্রায় হাজার তিনেক মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে... স্ট্যালোন, স্ট্যালোন। রেফারি কাউন্ট শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাঁ দিকে তাকিয়ে স্ট্যালোন দেখল, রিংয়ে উঠে মেডিক্যাল ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে হিমাংশু দাশগুপ্ত হাত নেড়ে ডাক্তার ডাকছেন। কালা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ধরাধরি করে কালাকে নামিয়ে ওঁরা স্ট্রেচারে তুললেন। মাইকে অসিত স্যার তখনই অ্যানাউন্স করলেন, 'টুডে'জ উইনার ইজ রণজয় মিত্র।' সঙ্গে সঙ্গে রেফারি ওর হাত তুলে

BanglaBook.org

ধরলেন। স্ট্যালোন দেখতে পেল, সাধনদা লাফিয়ে রিংয়ে উঠে আসছে। অন্যদিক থেকে জীবন আর বিনোদ। সেই সময়...ঠিক সেই সময় স্ট্যালোনের চোখে পড়ল, কয়েক ফোঁটা রক্তের মাঝে তিনটে দাঁত পড়ে রয়েছে। নিচু হয়ে দাঁতগুলো তুলে নিল ও। কালা-র তিনটে দাঁত! একটা হুকেই উপড়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তেই স্ট্যালোন ঠিক করে নিল, সারা জীবন এই তিনটে দাঁত ও স্যুভেনির করে রাখবে।

রাজ্যপালের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে, কাঁধে চড়ে স্ট্যালোন ড্রেসিংরুমে ফিরে এল। বুচান স্যার ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোকে কত কটু কথা বলেছি রে শুয়ার। জন্তুর মতো খাটিয়েছি। তুই নোস, আমি একটা আস্ত ক্রিমিনাল।'

বলেই হাউহাউ করে স্যার কাঁদতে শুরু করলে। স্যারকে কখনও কেউ কাঁদতে দেখেনি। ড্রেসিংরুমে পিন ড্রপ সাইলেন্স। দেখে স্ট্যালোনের কান্না পেয়ে গেল। ভাঙা গলায় ও বলল, 'আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছেন স্যার। না হলে আমি চ্যাম্পিয়ন হতে পারতাম না।'

ঘরে ঢুকে রাহুল স্যার বললেন, 'স্ট্যালোন, রাজ্যপাল সাহেব কাল বিকালে তোমাকে রাজভবনে নিয়ে যেতে বললেন। বুচানবাবু, আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

শুনে ঘরের সবাই হই হই করে উঠল। বিনোদ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর গুরুদেব, হিপ হিপ হুররে।'

ড্রেসিং রুমের ভিতরে ঢুকে এসেছেন কালকেতু স্যার। পর্দার সামনে থেকেই উনি বললেন, 'সাইলেন্স প্লিজ। আমার একটা অ্যানউন্সমেন্ট আছে। ঘন্টাখানেক আগে এইখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যালোনকে আমি বলে গিয়েছিলাম, চ্যাম্পিয়ন হলে দুটো সারপ্রাইজ দেবো। হিয়ার ইজ সারপ্রাইজ নাম্বার ওয়ান।'

কথাগুলো বলেই উনি পর্দাটা তুলে ধরলেন। স্ট্যালোন অবাক চোখে দেখল, মা ঢুকে আসছে। মায়ের পিছনেই বাবা! তার পিছনে রুসাতি আর প্রিয়াদি। এ কী, ও কি স্বপ্ন দেখছে? তবে যে মাস তিনেক আগে রাহুল স্যার বলেছিলেন, মালদহের গঙ্গায় নৌকাডুবিতে মা আর

BanglaBook.org

বাবা মারা গিয়েছে? চোখাচোখি হতে রাহুল স্যার বললেন, 'তোমার মা-বাবাকে খুঁজে আনার পিছনে পুরো কৃতিত্বটা কালকেতুর। আমরা ভুল খবর পেয়েছিলাম।'

ওকে দেখে মা কাঁদছে। কতদিন মাকে ও দেখেনি। আর থাকতে না পেরে স্ট্যা-লো-ন দু'পা এগোতেই কালকেতু স্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'সারপ্রাইজ নাম্বার টু-টা আগে শোনো। তার পর মায়ের কাছে যাবে। জয়ন্ত, তুমি এসে সেটা বলো।'

ল'ইয়ার জয়ন্তনারায়ণবাবুকে চিনতে পারল স্ট্যা-লো-ন। উনি বললেন, তোমার জন্য একটা খুশখবর আছে স্ট্যালোন। কলকাতা হাইকোর্ট গতকাল বিকেলেই তোমার জামিন মঞ্জুর করেছে। কোর্ট থেকে কাল সব কাগজপত্তর এসে গিয়েছিল। কিন্তু, তোমাকে জানাতে আমি মানা করেছিলাম। রাহুল স্যার সব রেডি করে রেখেছেন। ইচ্ছে করলে, তুমি কাল সকালেই মা-বাবার সঙ্গে বহরমপুর চলে যেতে পারো।'

পুনশ্চ : দমদম সেন্ট্রাল জেলে এমন দৃশ্য আর কোনওদিন দেখা যায়নি। সেকেন্ড কাউন্টিংয়ের পর সব বন্দি ফ্রন্ট গেটে চলে এসেছে। অনেকের চোখেই জল। লাল রঙের টি শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স পরে রাহুল স্যারের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যা-লো-ন। ঘরে বসে রয়েছেন পাতিয়ালা থেকে আসা চিফ কোচ হরবিন্দর সিং আর অসিত স্যার। এশিয়ান গেমসের কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে আর মাসখানেকের মধ্যে। ক্যাম্পের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে ও। রাতে রাহুল স্যারের কোয়ার্টারেই থেকে গিয়েছিলেন হরবিন্দর স্যার। উনিও দিল্লির ফ্লাইট ধরার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। টেবলের উপর খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। কাগজের প্রথম পাতায় খুব বড় করে বেরিয়েছে স্ট্যালোনের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খবরটা।

বাইরে কোয়ালিস গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুসাতিরা। অসিত স্যারের সঙ্গে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল স্ট্যালোন। ওর হাতে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি। মাস ছয়েক আগে এই জেলে যেদিন ও ঢুকেছিল, সেদিন ভাবেনি, কোনওদিন বেরিয়ে আসতে পারবে। পিছন ফিরে ও

BanglaBook.org

একবার বিনোদকে খুঁজল। কাল রাত থেকে বাঙালটা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। ওর জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল স্ট্যালোনের। গাড়িতে ওঠার আগে শেষবারের মতো ও একবার গেটের দিকে তাকাল। তখনই দেখতে পেল, শ্যামাচরণ লাহা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। গতকাল সেলে বসেই কিন্তু উনি বলে দিয়েছিলেন, কাল সকালে তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হবে। ও পাল্টা হাত নাড়তেই অসিত স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে গুডবাই জানাচ্ছ স্ট্যালোন? আমাকে?'

স্ট্যালোন বলল, 'না স্যার। আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, জীবনেও ভুলব না।'

গাড়ি যশোর রোডে পড়া মাত্রই ট্রফিটা মায়ের হাতে তুলে দিল স্ট্যালোন। সামনের সিটে বসেছে রুসাতি। পিছনের সিটে বাবা-মায়ের সঙ্গে স্ট্যালোন। হাওয়ায় রুসাতির চুল উড়ছে। মুখ ফিরিয়ে রুসাতি বলল, 'কাল রিংয়ে তুমি পড়ে যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম, বোধহয় ম্যাচটা তুমি হেরে গেলে। কিন্তু, ওই চিৎকারটা হওয়ার পরই দেখলাম তুমি চেগে উঠলে। মার স্ট্যালোন মার। কে চিৎকার করেছিল গো?'

স্ট্যালোন চুপ করে রইল। ও জানে কে চিৎকারটা করেছিল, কিন্তু কাউকে কোনওদিন বলবে না।

BanglaBook.org